শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত।

—————:o:—————

শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠাকুর
প্রণীত।

আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড।

অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক
শ্রীযুক্ত বাবু শিশির কুমার ঘোষ
মহোদয়ের তত্বাবধানে

শ্রী দীনবন্ধু সেন দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা বাগবাজার
স্মিথ এণ্ড কোং যন্ত্রে

শ্রীচন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৪।

ভূমিকা।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন যে, " শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থ মনুষ্যের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না।" বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ জগতে আর দেখা যায় না। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মধুর লীলা অতি মধুর ভাষায় সরল পদ্যে লিখিত আছে। ইহা পড়িলে অতি কঠিন লোকের হৃদয় দ্রব হয়, ভক্তি ও প্রেমের অঙ্কুর হয়। আজ কাল অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা বিষয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে অতি কঠিন শাস্ত্র আলোচনা দেখিয়া বুঝিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন। অতএব যাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা অবগত হইবার ইচ্ছা আছে, তাঁহার অগ্রে শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়া আবশ্যক। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহা অতি কদর্য্য রূপে মুদ্রিত। এইজন্যে উহা লোকের পড়িতে ও বুঝিতে কষ্ট হয়।

এই উপাদেয় গ্রন্থ সাধারণের কণ্ঠায়ত্ব হয়, ইহা ভক্তগণের নিতান্ত বাসনা। এই জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ দাস শ্রীযুক্ত বাবু শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থখানি বিশেষ যত্নের সহিত মুদ্রাঙ্কিত হইল। শিশির বাবু এই নিমিত্ত কয়েক খানি হস্ত লিখিত পুস্তক সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে একখানি ২০৭ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে টীকা দেওয়া হইয়াছে ও এ বিষয়ে ভক্তি-বিনোদ শ্রীগৌরাঙ্গ-দাস শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ দত্ত মহাশয়ও বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

সূচীপত্র।

আদিখণ্ড।

মধ্যখণ্ড।

অন্ত্য-খণ্ড।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং

প্রণমাম্যহং।

—:o:—

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

আদিখণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রায়নমঃ।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ,
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ, কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ,
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

শ্রীমুরারিগুপ্তস্য শ্লোকঃ।

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥
সজয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বিষড়্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥
জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো।
জয়তি জয়তি কীর্ত্তি স্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্য স্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে
জয়তি জয়তি নৃত্য স্তস্য সর্ব্ব প্রিয়স্য॥

আদ্যে শ্রীচৈতন্য প্রিয় গোষ্ঠির চরণে।
অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥
তবে বন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর॥
আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দড়॥

তথাহি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্তপূজাভ্যাধিকঃ সর্ব্বভূতেষু সন্মতিঃ॥

এতেক করিল আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্য সিদ্ধির লক্ষণ॥
ইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
সহস্র বদন বন্দ প্রভু বলরাম।
যাঁহার শ্রীমুখে যশোভাণ্ডারের স্থান॥
মহারত্ন থুই যেন মহা প্রিয় স্থানে।
যশরত্ন ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য কীর্ত্তন॥
সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম॥
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্য চন্দ্রের যশে মত্ত মহাধীর॥

অতোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥
তাহান চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তারে পরম সহায়॥
মহাপ্রীত হয় তারে মহেশ পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফূরয়ে তার শুদ্ধা সরস্বতী;
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা॥
পঞ্চম স্কন্ধের এই ভাগবত কথা।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম গাথা॥
তান রাসক্রীড়া কথা পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপীসনে করিলা বিহার॥
দুইমাস বসন্ত মাধব মধু নামে।
হলায়ুধ রাসক্রীড়া করেন পুরাণে॥
সে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন শুনে রাজা পরীক্ষিতে॥

তথাহি দশমস্কন্ধে।

দ্বৌ মাসৌ তত্র চা বাৎসীন্মধুংমাধবমেবচ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টকৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনৈ রেমে সেবিত-স্ত্রীগণৈ র্বৃতঃ॥
উপগীয়মানোগন্ধর্ব্বৈর্বনিতাশোভিমণ্ডলে।
রেমেকরেণু যূথেশো মহেন্দ্রইব বারণৈঃ॥
নেদু র্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃকুসুমৈ র্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈবীড়িরে তদা॥

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তারাও রামের রাসে করেন স্তবন॥
যাঁর রাসে দেবে আসি পুষ্প বৃষ্টি করে।
দেবে জানে ভেদ নাহি কৃষ্ণ হলধরে॥
চারি বেদে গুপ্তধন রামের চরিত্র।
আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত॥
মূর্খ দোষে কেহ কেহ না দেখে পুরাণ।
বলরাম রাস ক্রীড়া করে অপ্রমাণ॥
এক ঠাই দুই ভাই গোপিকা সমাজে।
করিলেন রাস ক্রীড়া বৃন্দাবন মাঝে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে।

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতু র্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাং॥
উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্ব্বদ্ধসৌহৃদৈঃ
স্বালংকৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ।
নিশামুখংমানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকং।
মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা॥
জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃ শ্রবণ মঙ্গলং।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডল মূর্চ্ছিতং॥

ভাগবত শুনি যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জ্জিত॥
ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥
এবে কেহ কেহ নপুংসক বেশে নাচে।
বলে বলরাম রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে॥

কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে।
এক অর্থ অন্য অর্থ করিয়া বাখানে॥
চৈতন্য চন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
তান স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাই॥
মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ॥
সখা ভাই ব্যজন শয়ন আবাহন।
গৃহ ছত্র বস্ত্র যত ভূষণ আসন॥
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে পায় সেই জনে॥

তথাহি অনন্ত সংহিতায়াং ধরণী শেষ সম্বাদে।

নিবাসশয্যাসন পাদুকাং শুকো-
পধানবর্ষাতপ বারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তবশেষ তাং গতৈ
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ॥

অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হয়ে কুতূহলী॥
কি ব্রহ্মা কি শিব কি সনকাদি কুমার।
ব্যাস শুক নারদাদি ভক্ত নাম যার॥
সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত মহাশয়।
সহস্র বদন প্রভু ভক্তি রসময়॥
আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানেন সব॥

সেবন শুনিলে এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্মতন্ত্রে হেনমতে বৈসেন পাতাল॥
শ্রীনারদ গোসাঞি তম্বুরু করি স্কন্ধে।
যে যশ গায়েন ব্রহ্মা স্থানে শ্লোক বন্ধে॥

তথাহি শ্লোক।

উৎপত্তি স্থিতি লয় হেতবোস্যকল্পাঃ
সত্বাদ্যাঃ প্রকৃতি গুণাযদীক্ষয়াস।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্ম
ন্নানাধাৎ কথন্নুহ বেদতস্য বর্ত্ম।
যন্নামশ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মা
দার্ত্তোবা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা
হন্ত্যংঘঃ সপদিনৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ॥
মূর্দ্ধণ্যর্পিতমনুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরিসরিৎ সমুদ্রসত্বং।
আনন্ত্যাদয়মিতি বিক্রমস্য ভূম্নঃ
কোবীর্য্যান্যপি গণয়েৎসহস্রজিহ্বঃ॥
এবং প্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্ত বীর্য্যোগুরুণানুভাবঃ
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়াক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সত্বাদি যত গুণ।
যার দৃষ্টিপাতে হয় যায় পুনঃ পুনঃ॥
অদ্বিতীয় রূপ সত্য অনাদি মহত্ব।
তথাপি অনন্ত হয় কে বুঝে সে তত্ত্ব॥

শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি প্রভু ধরে করুণায়।
যে বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায় ॥
যাহার তরঙ্গ শিখি সিংহ মহাবলী।
নিজ জন মনোরঙ্গে হঞা কুতূহলী ॥
যে অনন্ত নামের শ্রবণ সঙ্কীর্ত্তনে।
যেতে মতে কেন নাহি বলে যত জনে ॥
অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে ॥
শেষ বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্ব্বজীবের উদ্ধার।
অনন্ত পৃথিবী গিরি সমুদ্র সহিতে।
যে প্রভু ধরেন [illegible]রে পালন করিতে ॥
সহস্র ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
অনন্ত বিক্রম না জানেন আছে হেন ॥
সহস্র বদনে কৃষ্ণ যশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদি দেব মহীধর ॥
গায়েন অনন্ত শ্রী যশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু দোঁহে বলবন্ত ॥
অদ্যাপিহ শেষ দেব সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য যশ অন্ত নাহি দেখে ॥

শ্রীরাগঃ।

নাগ বলিয়া চলি যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কুল অধিক অধিক বাড়ে ॥

কি আরে রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র সুর সিদ্ধ মুনীশ্বর আনন্দে দেখিছে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরে যে।
গায়ন্ গৃণন্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্যপারং॥

পালন নিমিত্ত হেন প্রভু রসাতলে।
আছে মহাশক্তিধর নিজ কুতূহলে॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে।
এই গুণ গায়েন তাম্বুর বীণা সনে॥
ব্রহ্মাদি বিহ্বোল এই যশের শ্রবণে।
ইহা গাই নারদ পূজিত সর্ব্বস্থানে॥
কহিলাম এই কিছু অনন্ত প্রভাব।
হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥
বৈষ্ণব চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম॥
দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম ভেদ।
এই মত নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥

চৈতন্যচরিত স্ফূরে যাঁহার কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বসে শেষের জিহ্বায়॥
অতএব যশোময় বিগ্রহ অনন্ত।
গাইল তাহান কিছু পাদপদ্ম দ্বন্দ॥
চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য বচন চরিত্র।
ভক্ত প্রসাদে স্ফূরে জানিহ নিশ্চিত॥
বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে॥
চৈতন্য চরিত্র আদি অন্ত নাহি দেখি।
যেনমত দেন শক্তি তেনমত লিখি॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
মন দিয়া শুন ভাই শ্রীচৈতন্য কথা।
ভক্ত সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা যথা॥
ত্রিবিধ চৈতন্য লীলা আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড নাম॥
আদিখণ্ডে প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তন প্রকাশ॥
শেষখণ্ডে সন্ন্যাসীরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া গৌড় ক্ষিতি॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহ স্বধর্ম্ম তৎপর॥

তাঁর পত্নী শচী নাম মহাপতিব্রতা।
দ্বিতীয় দৈবকী যেন সেই জগন্মাতা॥
তাঁর গর্ব্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম সংসার ভূষণ॥
আদিখণ্ডে ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভ দিনে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে॥
হরিনাম মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিগে।
জন্মিলা ঈশ্বর সঙ্কীর্ত্তন করি আগে॥
আদিখণ্ডে শিশুরূপে অনেক প্রকাশ।
পিতা মাতা প্রতি দেখাইলা গুপ্তবাস॥
আদিখণ্ডে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পতাকা।
গৃহ মাঝে অপূর্ব্ব দেখিল পিতা মাতা॥
আদিখণ্ডে প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে।
চোর ভাণ্ডাইয়া প্রভু আইলেন ঘরে॥
আদিখণ্ডে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরিবাসরে॥
আদিখণ্ডে শিশু ছলে করিয়া ক্রন্দন।
বলাইল সর্ব্বমুখে শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
আদিখণ্ডে লোকবর্জ্জ হাঁড়ির আসনে।
বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিল আপনে॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার।
শিশুগণ সঙ্গে যেন গোকুল বিহার॥
আদিখণ্ডে করিলেন আরম্ভ পড়িতে।
অল্পে অধ্যাপক হইল সকল শাস্ত্রেতে॥

আদিখণ্ডে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শচীর দুই শোক॥
আদিখণ্ডে বিদ্যা বিলাসের মহারম্ভ।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ॥
আদিখণ্ডে সকল পড়ুয়াগণ মেলি।
জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভয় জলকেলী॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশাস্ত্রে জয়।
ত্রিভুবনে হেন নাহি যে সম্মুখ হয়॥
আদিখণ্ডে বঙ্গদেশে প্রভুর গমন।
প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল পাই শ্রীচরণ॥
আদিখণ্ডে পূর্ব্ব পরিগ্রহের বিজয়।
শেষে রাজ পণ্ডিতের কন্যা পরিণয়॥
আদিখণ্ডে বায়ু দেহে মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশিলা প্রেমভক্তি বিকার সকল॥
আদিখণ্ডে সকল ভক্তেরে শক্তি দিয়া।
আপনে ভ্রমেণ মহা পণ্ডিত হইয়া॥
আদিখণ্ডে দিব্য পরিধান দিব্য সুখ।
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি চন্দ্রমুখ॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী জয়।
শেষে করিলেন তার সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয়॥
আদিখণ্ডে সকল ভক্তেরে মোহ দিয়া।
সেই খানে বুলে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া॥
আদিখণ্ডে গয়া গেল বিশ্বম্ভর রায়।
ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করিলা যথায়॥

আদিখণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস॥
বাল্যলীলা আদি করি যতেক প্রকাশ।
গয়ার অবধি আদিখণ্ডের বিলাস॥
মধ্য খণ্ডে বিদিত হইলা গৌর সিংহ।
চলিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ॥
মধ্য খণ্ডে অদ্বৈতাদি শ্রীবাসের ঘরে।
ব্যক্ত হইলা বসি বিষ্ণু খট্টার উপরে॥
মধ্য খণ্ডে নিত্যানন্দ সঙ্গে দরশন।
এক ঠাই দুই ভাই করিলা কীর্ত্তন॥
মধ্যখণ্ডে ষড়ভুজ দেখিলা নিত্যানন্দ।
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত দেখিল বিশ্বরঙ্গ॥
নিত্যানন্দ ব্যাস পূজা করিল মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপীষ্ঠ পাষণ্ডে॥
মধ্যখণ্ডে হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র।
হস্তে হল মুষল দিলা নিত্যানন্দ॥
মধ্যখণ্ডে দুই অতি পাতকী মোচন।
জগাই মাধাই নাম বিখ্যাত ভুবন॥
মধ্যখণ্ডে রাম কৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই।
শ্যাম শুক্লরূপ দেখিলেন শচী আই॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের মহা পরকাশ।
সাত প্রহরিয়া ভাব ঐশ্বর্য্য বিলাস॥
সেই দিন আমায় যে কহিলেন কথা।
যে যে সেবকের জন্ম হৈল যথা যথা॥

মধ্যখণ্ডে নাচে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ।
নগরে নগরে কৈল আপনে কীর্ত্তন ॥
মধ্যখণ্ডে কাজির ভাঙ্গিল ঘর দ্বার।
নিজশক্তি প্রকাশিয়া কীর্ত্তন অপার ॥
পলাইল কাজি প্রভু গৌরাঙ্গের ডরে।
স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করে নগরে নগরে ॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজতত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জ্জিয়া ॥
মধ্যখণ্ডে মুরারির স্কন্ধে আরোহণ।
চতুর্ভুজ হৈয়া কৈল অঙ্গণে ভ্রমণ ॥
মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর তণ্ডুল ভোজন।
মধ্যখণ্ডে নানা ছান্দ হৈলা নারায়ণ ॥
মধ্যখণ্ডে রুক্মিণীর বেশে নারায়ণ।
নাচিলেন স্তন পিল সর্ব্ব ভক্তগণ ॥
মধ্যখণ্ডে মুকুন্দের দণ্ড সঙ্গদোষে।
শেষে অনুগ্রহ কৈল পরম সন্তোষে ॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু নিশায় কীর্ত্তন।
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈল অনুক্ষণ ॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ অদ্বৈত কৌতুক।
অজ্ঞজনে বুঝে যেন কলহ স্বরূপ ॥
মধ্যখণ্ডে জননীর লক্ষ্যে ভগবান।
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান ॥
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব জনে জনে।
সবে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে ॥

মধ্যখণ্ডে প্রসাদ পাইল হরিদাস।
শ্রীধরের জলপান কারুণ্য বিলাস॥
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব করি সঙ্গে।
প্রতিদিন জাহ্নবীতে জলকেলি রঙ্গে॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গে।
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোন রঙ্গে
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতেরে করি বহু দণ্ড।
শেষে কৈল অনুগ্রহ পরম প্রচণ্ড॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্য নিতাই কৃষ্ণ রাম।
জানিল মুরারি গুপ্ত মহাভাগ্যবান॥
মধ্যখণ্ডে দুই প্রভু চৈতন্য নিতাই।
নাচিলেন শ্রীবাস অঙ্গণে এক ঠাঞি॥
মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসের মৃতপুত্রমুখে।
জীবতত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইল দুঃখে॥
চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস পণ্ডিত।
পাসরিল পুত্র শোক সভাতে বিদিত॥
মধ্যখণ্ডে গঙ্গায় পড়িল ক্রুদ্ধ হৈয়া।
নিত্যানন্দ হরিদাস আনিল তুলিয়া॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের অবশেষ পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্লভ নারায়ণী পাইল মাত্র॥
মধ্যখণ্ডে সর্ব্বজীব উদ্ধার কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে॥
কীর্ত্তন করিয়া আদি অবধি সন্ন্যাস।
এই হৈতে কহি মধ্যখণ্ডের বিলাস॥

মধ্যখণ্ডে আর কত কত কোটি লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা॥
শেষখণ্ডে বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাস।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম তবে পরকাশ॥
শেষখণ্ডে শুনি প্রভু শিখার মুণ্ডন।
বিস্তর করিলা প্রভু অদ্বৈত ক্রন্দন॥
শেষখণ্ডে শচী দুঃখ অকথ্য কথন।
চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিলেন বলরাম পরম প্রচণ্ড॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে।
আপনারে লুকাই রহিলা কুতূহলে॥
সার্ব্বভৌম প্রতি আগে করি পরিহাস।
শেষে সার্ব্বভৌমে ষড়ভুজ পরকাশ॥
শেষখণ্ডে প্রতাপ রুদ্রের পরিত্রাণ।
কাশীমিশ্রের গৃহেতে করিলা অধিষ্ঠান॥
দামোদর স্বরূপ পরমানন্দপুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥
শেষখণ্ডে প্রভু পুনঃ গেলা গৌড়দেশে।
মথুরা দেখিব বলি আনন্দ বিশেষে॥
আসিয়া রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি ঘরে।
তবেত আইলা প্রভু কুলিয়া নগরে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গেলা দেখিবারে।
শেষখণ্ডে সর্ব্বজীব পাইলা নিস্তারে॥

শেষখণ্ডে মধুপুরী দেখিতে চলিলা।
কত দুর গিয়া প্রভু নিবর্ত্ত হইলা ॥
শেষখণ্ডে পুনঃ আইলেন নীলাচলে।
নিরবধি ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ কোলাহলে ॥
গৌড়দেশে নিত্যানন্দ স্বরূপ পাঠাঞা।
রহিলেন নীলাচলে কত জন লঞা ॥
শেষখণ্ডে রথের সম্মুখে ভক্ত সঙ্গে।
আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে ॥
শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায়।
ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায় ॥
শেষখণ্ডে রামানন্দ রায়ের উদ্ধার।
শেষখণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার ॥
শেষখণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবিরখাসেরে প্রভু দিলা পরিচয় ॥
প্রভু চিনি দুই ভাই বন্ধ বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ সনাতন ॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী ॥
শেষখণ্ডে পুনঃ নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরি সঙ্কীর্ত্তন ॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কতেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীতে পর্য্যটন রস ॥
অনন্ত চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে।
চরণে নূপুর সর্ব্ব মথুরা বিহরে ॥

শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ পানীহাটি গ্রামে।
চৈতন্য আজ্ঞায় ভক্ত করিলেন দানে॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ মহা মল্লরায়।
বণিকাদি উদ্ধারিল পরম কৃপায়॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহা মহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টাদশ সম্বৎসর॥
শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস॥
যে তে মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা।
নিত্যানন্দ প্রীতি বড় তার নাহি সীমা।
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে সেবন॥
এই ত কহিনু সূত্র সংক্ষেপ করিয়া।
তিনখণ্ড আরম্ভিলা ইহাই গাইয়া॥
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন একচিতে।
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈল যেই মতে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে সূত্র বর্ণন নাম

প্রথমোঽধ্যায়॥ ১॥

জয় জয় মহা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথ পুত্র মহা মহেশ্বর ॥
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ ॥
ভক্তগোষ্ঠি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
পুনঃ ভক্ত সঙ্গে প্রভু পদে নমস্কার।
স্ফূরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার ॥
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥
অবিজ্ঞাত দুই ভাই আর যত ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত ॥
ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায় ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিভিন্নতা জস্য সতীংস্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
সমে ঋষীণা মৃষভঃপ্রসীদতাং ॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিও শক্তি নাই কিছুই দেখিতে ॥
তবে যবে সর্ব্ব ভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন ॥
তবে কৃষ্ণ কৃপায় স্ফূরিলা সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব্ব অবতার স্থিতি ॥

হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কার শক্তি জানিবার॥
অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণ অবতার লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনি বলিলা॥

তথাহি দশমস্কন্ধে।

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতী-
র্ভবত স্ত্রিলোক্যাং। কাহং কথং বা কতিবা
কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং॥

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার॥
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কয়।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়॥

তথাহি শ্রীগীতায়া অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাক্যং।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজামাহং॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধর্ম্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে॥
সাধুজন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মা আদি প্রভুর করেন বিজ্ঞাপনে॥
তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥
কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥

এই কহে ভাগবতে সর্ব্ব তত্ত্ব সার।
কীর্ত্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥

তথাহি। শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে যুগাবতারকথন-
প্রস্তাবে বসুদেব নারদসংবাদে।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

কলিযুগে সর্ব্ব ধর্ম্ম হরি সংকীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য নারায়ণ॥
কলিযুগে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব পরিকরে॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব পরিকরে।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ ভিতরে॥
কি অনন্ত কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণে।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণে॥
ভাগবত রূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার॥
কার জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটী গ্রামে।
কেহ রাঢ় উড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে।
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন॥
নবদ্বীপে হইল প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার॥

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যথা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোন মহাপ্রিয়বশে জন্ম অন্য স্থানে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্র শেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥
ভবরোগ নাশ বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।
চৈতন্য বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হইল তা সবার পরকাশ।
বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥
রাঢ় মাঝে এক একচাকা আছে গ্রাম।
যহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে করি পিতা ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব নাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ় মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥
ত্রিহোতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যার সঙ্গে একত্রে বিলাস॥

গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন অশোচ্য দেশেতে॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ জন্মায়েন দূরে দূরে॥
যে যে দেশ গঙ্গা হরিনাম বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহা ভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন স্বীকার॥
শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করে ত্রাণ॥
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতার।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তার॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্য তীর্থময়॥
অতএব সর্ব্বদেশে নিজ ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥
নবদ্বীপে হইল প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥

অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ২।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটী অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় স্বকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়
এইমত বিষ্ণু মায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমনে এ জীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষম সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥
স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন॥
সবে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সবারে প্রসাদ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্ব লোকে ধন্য॥
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥

ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বদা বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তি সার॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গা-জলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনে সে হইলা সাক্ষাৎ॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য॥
এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥

তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াক্রি।
বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাঙ হেথাক্রি ॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া ॥
নিরবধি এই মত সংকল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণ-পদ এক চিত্ত হৈয়া ॥
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য বিলাস ॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণ নাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান ॥
নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর আজ্ঞায় ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ।
শ্রীমান শ্রীগরুড় মুরারি গঙ্গাদাস ॥
একে একে বলিতে হয় পুস্তক বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার ॥
সবেই স্বধর্ম্ম-পর সবেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বহি কেহ না জানয়ে আর ॥
সবে করে সবারে বান্ধব ব্যবহার।
কেহ না জানেন সব নিজ অবতার ॥
বিষ্ণুভক্তি শূন্য হইল সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার ॥

কৃষ্ণ কথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনা আপনি সবে করেন কীর্ত্তন॥
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত সভায়।
কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে সকল দুঃখ যায॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন॥
সকলি বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণী মাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে॥
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা কীর্ত্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন পুত্র আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥

এই মত বলে যত পাষণ্ডীরগণ।
শুনি কৃষ্ণ বুলি কান্দে ভাগবতগণ॥
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে বোলে॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর॥
সবা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সবা লৈয়া॥
যবে নাহি পারো তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞি তাঁর দাস॥
এইমত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সংকল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ॥
ভক্ত সব নিরবধি এক চিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণ পাদ-পদ্ম ক্রন্দন করিয়া॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাও না শুনি ভক্তিযোগের কথন॥
কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে॥
অন্ন ভালমতে কার না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে॥
ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব্ব উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ॥

ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত রাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥
মাঘ মাসে শুক্ল ত্রয়োদশী শুভ দিনে।
পদ্মাবতী গর্ব্ভে একচাকা নামে গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে পিতা মাতা তানে করি পিতা ব্যাজ
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম॥
মহা জয়২ ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ় মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিল পুনঃ২ সুমঙ্গল॥
যে প্রভু পতিত জন নিস্তার করিতে।
অবধুত বেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে॥
অনন্তের প্রকাশ হইলা হেনমতে।
এবে শুন কৃষ্ণ অবতরিলা যে মতে॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহ স্বধর্ম্মে তৎপর॥
উদার চরিত্র তেঁহ ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্ব্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র॥
তাঁন পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা॥

বহু কন্যা পুত্রের হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ ॥
বিশ্বরূপ মূর্ত্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ॥
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপ হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্ত্তি ।
বিষ্ণুভক্তি শূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥
ধর্ম্ম তিরোভাব হৈল প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিলা অন্তরে ॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
শচী জগন্নাথ দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ মিশ্র শচী শুনে ॥
মহা তেজ মূর্ত্তিমন্ত হইল দুই জনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য জনে ॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া ॥
অতি মহা গোপ্য হয় এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা ॥
ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি মতি ॥
জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।
জয় জয় সংকীর্ত্তন হেতু অবতার।

জয় জয় বেদ ধর্ম্ম সাধু বিপ্রপাল ॥
জয় জয় অভক্ত মদন মহাকাল।
জয় জয় সর্ব্ব সত্যময় কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা মহেশ্বর ॥
যে তুমি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রী শচী-গর্ব্ভে করিলা প্রকাশ ॥
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিতে তার পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র ॥
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে ॥
তথাপিও দশরথ বসুদেব ঘরে।
অবতীর্ণ হই আসি বধে তা সবারে ॥
এতেক বুঝিতে পারে তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥
তথাপিও তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি ॥
সত্য যুগে তুমি প্রভু শুভ্র বর্ণ ধরি।
তপ ধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি ॥
কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি।
ধর্ম্ম স্থাপ ব্রহ্মচারি রূপে অবতরি ॥
ত্রেতা যুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হয়ে যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম্ম ॥

স্রুপ স্রুপ হস্তে যজ্ঞআপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া॥
দিব্য মেঘ শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে২॥
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজা কর মহারাজ রূপে অবতরি॥
কলি যুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদ গোপ্য সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম॥
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার।
মৎস্য রূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহার।
কূর্ম্ম রূপে তুমি সব জীবের আধার॥
হয়গ্রীব রূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি দৈত্য দুই মধু কৈটভ সংহার॥
শ্রীবরাহ রূপে কর পৃথিবী উদ্ধার॥
নরসিংহ রূপে কর হিরণ্য বিদার॥
বলি ছল অপূর্ব্ব বামন রূপ হই।
পরশুরাম রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী॥
রামচন্দ্র রূপে কর রাবণ সংহার।
হলধর রূপে কর অনন্ত বিহার॥
বুদ্ধ রূপে দয়া ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কী রূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ॥
ধন্বন্তরী রূপে কর অমৃত প্রদান।
হংস রূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান॥

শ্রীনারদ রূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাস রূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
সর্ব্ব লীলা লাবণ্য বৈদগ্ধি করি সঙ্গে।
কৃষ্ণ রূপে বিহর গোকুলে বহু রঙ্গে॥
এই অবতারে ভাগবত রূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্ব ভক্তি পরচারী॥
সংকীর্ত্তন পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম ভক্তির প্রচার॥
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ॥
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্ব্ব দাস॥
যে তোমার পাদ-পদ্ম ধ্যান নিত্য করে।
তা সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে॥
পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে দশদিক হয় সুনির্ম্মল।
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
হেন যশ হেন নিত্য হেন তোর দাস॥

তথাহি পদ্ম পুরাণে।

পদ্ভ্যাং ভুমের্দিশোদৃগ্‌ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চা মঙ্গলং দিবঃ
বহুধোৎসাধ্যতে রাজন কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥

সে প্রভু আপনি তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন প্রেম ভক্তি গোষ্ঠি লইয়া॥
এ মহিমা প্রভু বর্ণিবার কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদ গোপ্য বিষ্ণুভক্তি॥

মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি॥
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার করুণা সবে ইহার কারণ॥
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব যজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ॥
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা সবার দেখিতে ভাগ্য হয়॥
এত দিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি কৃপা করিবে যে চির অভিমত॥
যে তোমারে যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে
সে তুমি বিদিত হৈবা নবদ্বীপ গ্রামে॥
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী জগন্নাথ গৃহে যথা অবতার॥
এই মত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে॥
শচী গর্ব্ভে বসে সর্ব্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুণী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥
সংকীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কার।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়॥

সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায়॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবত গণ।
সবে বলে নিরন্তর হউক গ্রহণ॥
সবে বলে আজি বড় বাসি এ উল্লাস।
হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ॥
গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি সংকীর্ত্তন॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন।
সবে হরি হরি বলে দেখিয়া গ্রহণ॥
হরি বোল হরি বোল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥
চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥
হেনই সময়ে প্রভু জগত জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচী নন্দন॥

রাহু কবল ইন্দু, প্রকাশ নাম সিন্ধু,
কলি মর্দ্দল বাজে বানা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥

দেখিতে গৌরাঙ্গ চন্দ্র।
নদীয়ার লোক, শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ ॥
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য ঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভু,
বৃন্দাবন দাস গান ॥
জিনিয়া রবি কর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষৎ বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি ॥
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী মণ্ডলে,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরি ধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি,
গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রকাশ ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে তথি বন-মাল।
চাঁদ সুশীতল, শ্রীমুখ মণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল ॥
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য ধন্য,
উঠয়ে জয় জয় নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত,
কোই হৈলা হরিষে বিষাদ ॥

চারি বেদ শির, মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় না জানে।
শ্রীচৈতন্য নিতাই, বড় ঠাকুর,
বৃন্দাবন দাস গানে।

পঠমঞ্জরী রাগ।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিকে উঠিল আনন্দ ॥ ১ ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া।
হাঁসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ ২ ॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ চিহ্ন সব দেখি ॥ ৩ ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব অঙ্গে জগ মন লোভে ॥ ৪ ॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ ॥ ৫ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস গুণ গান ॥ ৬ ॥

মঙ্গল নট রাগ।

চৈতন্য অবতার, শুনিয়া দেবগণ,
উঠিল পরম মঙ্গল।
সকল তাপ হর, শ্রীমুখ চন্দ্র দেখি,
আনন্দে হইলা বিহ্বল ॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব,
সবেই নররূপ ধরি

গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহ নাহি পারি ॥ ১ ॥
দশ দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ হরি হরি।
মানুষ দেব মেলি, একত্র হঞা কেলি,
আনন্দ নবদ্বীপ পুরি ॥ ২ ॥
শচীর অঙ্গণে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা।
গ্রহণ অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে,
দুর্জ্জের চৈতন্য খেলা ॥ ৩ ॥
কেহ পড়ে স্তুতি, কাহারো হাতে ছাতি,
কেহ চামর ঢুলায়।
পরম হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে,
কেহ কেহ নাচে গায় ॥ ৪ ॥
সব ভক্ত সঙ্গে করি, আইলা গৌর হরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গানে ॥ ৫ ॥
দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মঙ্গল জয় ধ্বনি,
গায় মধুর বিমানে।
বেদের অগোচরে, আজি ভেটবাবিলম্বে,
নাহি আর কো জানে।
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল,
সাজ সাজ বলি সাজ রে।

বহু পুণ্য ভাগ্যে, চৈতন্য পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ মাঝ রে।
অন্যান্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন ঘন,
লাজ কেহু নাহি মানে রে।
নদীয়া পুরন্দর, জনম উল্লাসে ভর,
আপন পর নাহি জানে রে।
ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিকে শুনি হরি নাম রে।
পাইয়া গৌরব রস, বিহ্বোল পরবশ,
চৈতন্য জয় জয় গান।
দেখিল শচী গৃহে, গৌরাঙ্গ সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটি চান্দরে।
মানুষ রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে।
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীচৈতন্য নিতাই, প্রভু মোর,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে।
ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ-
চন্দ্র জন্মবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

হেনমতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি সংকীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥

চতুর্দ্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে হরি বলি যায়েন ধাইয়া॥
যার মুখ জন্মেও না বলে হরিনাম।
সেই হরি বলি ধায় করি গঙ্গা স্নান॥
দশ দিক পুর্ণ হৈল উঠে হরি ধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি॥
শচী জগনাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।
দুই জন হইলেন আনন্দ স্বরূপ॥
কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্ফুরে।
আথে ব্যথে নারীগণ জয়কার পুরে॥
ধাইয়া আইলা সবে যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন॥
শচীর জনক চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর॥
মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইল বিস্ময়ে॥
বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে।
বিপ্র বলে সেই রাজা জানিব তা পাছে॥
মহা জ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্র সবার অগ্রেতে।
লগ্ন অনুরূপ কথা লাগিল কহিতে॥
লগ্নে যত দেখি এই বালক মহিমা।
রাজা হেন বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা॥
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে বিদ্যাবান।
অল্পেই হইবে সর্ব্ব গুণের নিধান॥

সেই খানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম করয়ে কথন॥
বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইবে স্থাপন॥
ইহা হৈতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এ শিশু করিবে সর্ব্ব জগৎ উদ্ধার॥
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন॥
সর্ব্বভূত দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে।
সর্ব্ব জগতের প্রীত হইব ইহানে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণু দ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আদি বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম॥
ভাগবত ধর্ম্মময় ইহান শরীর।
দেব দ্বিজ গুরু পিতৃ মাতৃ ভক্ত ধীর॥
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেই মত এ শিশু করিবে সর্ব্ব কর্ম্ম॥
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান॥
ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান।
এ নন্দন যার তারে রহুক প্রণাম॥
হেন কোষ্ঠি গণিলাম আমি ভাগ্যবান।
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইবে ইহান॥

ইহানে বলিব লোক নবদ্বীপ চন্দ্র।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ॥
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিল প্রভুর সন্ন্যাস॥
শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বোল বিপ্রে দিতে চাহে দান॥
কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে॥
সেহ বিপ্র কান্দে জগন্নাথ পায়ে ধরি।
আনন্দে সকল লোক বলে হরি হরি॥
দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।
জয় জয় দিয়া সবে করেন মঙ্গল॥
ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকর।
মৃদঙ্গ সানাই বংশী বাজয়ে অপার॥
দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে॥
দেবমাতা সব্য হাতে ধান্য দুর্ব্বা লৈয়া।
হাসি দেন প্রভু শিরে চিরায়ু বলিয়া॥
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব চিরায়ু বলিয়া হৈল হাস॥
অপুর্ব্ব সুন্দরী সব শচী দেবী দেখে।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কারো না আইসে মুখে॥
শচীর চরণ ধুলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন॥

কিবা আনন্দ হইল জগন্নাথ ঘরে।
বেদে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে॥
লোক দেখে শচী গৃহে সর্ব্ব নদীয়ায়।
যে আনন্দ হইল তাহা কহন না যায়॥
কি নগরে কি সহরে কিবা গঙ্গা তীরে।
নিরবধি সর্ব্ব লোক হরি ধ্বনি করে॥
জন্মযাত্রা মহোৎসব নিশায় গ্রহণে।
আনন্দ করেন কেহ মর্ম্ম নাহি জানে॥
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি স্বরূপিণী।
যহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্য তিথি।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র॥
গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নহে তার জন্মে বা মরণে॥
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মে২ চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥

আদি খণ্ড কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥
চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাঁহান কৃপায় যে বলায় তাহা লিখি॥
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্র পদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রস্য
কোষ্ঠিগণন বর্ণন নামঃ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

জয় জয় কমল নয়ন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ॥
হেন শুভ দৃষ্টি প্রভু করহ আমারে।
অহর্নিশ চিত্ত যেন ভজয়ে তোমারে॥
হেনমতে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র।
শচী গৃহে দিনে দিনে বাড়য়ে আনন্দ॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দ সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ॥

ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম ॥
যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব্ব পরিকরে।
অহর্নিশ সবে থাকি বালক আবরে ॥
বিষ্ণু রক্ষা পড়ে কেহ দেবী রক্ষা পড়ে।
মন্ত্র পড়ি ঘর কেহ চারি দিক বেড়ে ॥
তাবং কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরি নাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥
পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥
সর্ব্ব লোকে আবরিয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ ॥
কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সান্তায়।
ছায়া দেখি সবে বলে এই চোর যায় ॥
নরসিংহ নরসিংহ কেহ করে ধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি ॥
নানা মন্ত্রে কেহ দশ দিগ বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলরব শচী ঘরে ॥
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সবে বলে এই মতে আসে ও পলায় ॥
কেহ বলে ধর২ এই চোর যায়।
নৃসিংহ২ কেহ ডাকয়ে সদায় ॥
কোন ওঝা বলে আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিস নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল ॥

সেই খানে থাকি দেব হাসে অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এই মতে॥
বালক উত্থান পর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী সঙ্গে গঙ্গা স্নানে করিলা গমন॥
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গা স্নান।
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠি স্থান॥
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ॥
খই কলা তৈল সিন্দুর গুয়া পান।
সবারে দিলেন আয়ী করিয়া সম্মান॥
বালকেরে আশীষিয়া সর্ব্ব নারীগণ।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ॥
হেনমতে বৈসে প্রভু আপন লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্ত্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সম্মুখে রোদন॥
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ২ করি করয়ে ক্রন্দন॥
হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে।
তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্র বদনে॥
জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজন মেলি।
সদাই বলেন হরি দিয়া করতালি॥
আনন্দে করয়ে সবে হরি সংকীর্ত্তন।
হরি নামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন॥

এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ ঘরে।
গুপ্ত ভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে॥
যে সময় যখন না থাকে কেহ ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে॥
বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি ভিতে।
ঘরে সব তৈল দুগ্ধ মুদ্গ ঘোল ঘৃতে॥
জননী আইসে হেন জানিয়া আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে॥
হরি হরি বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।
ঘরে দেখে সর্ব্ব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়॥
কে ফেলিল সর্ব্বগৃহে ধান্য চালু মুদ্গ।
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ॥
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল হেন কেহ বুঝিতে না পারে॥
সব পরিজন আসি মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র কেহ নাহি পায়॥
কেহ বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে॥
শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধ মনে।
অপচয় করি পলাইল নিজ স্থানে॥
মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্দ।
দৈব হেন জানি কিছু না বলিল মন্দ॥
দৈবে অপচয় দেখি দুইজনে চাহে।
বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে॥

এই মত প্রতি দিন করেন কৌতুক।
নাম করণের কাল হইল সম্মুখ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আদি বিদ্যাবান।
সর্ব্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থান॥
মিলিলা বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মী প্রায় দীপ্ত সবে সিন্দুরে ভূষণ॥
নাম থুইবার সবে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বলয়ে এক অন্যে বলে আর॥
ইহানে অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাই॥
বলেন বিদ্যান সব করিয়া বিচার।
এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগত হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিল নারায়ণে॥
অতএব ইহাঁর শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠিতেও লিখিল ইহান॥
নিমাই যে বলিলেন পতিব্রতা গণ।
সেই নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্ব্বজন॥
সর্ব্ব শুভক্ষণ নাম করণ সময়।
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পড়য়॥
দেবগণে নরগণে একত্র মঙ্গল।
হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজয়ে সকল॥

ধান্য পুথি খৈ কড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত।
ধরিবার নিমিত্ত কৈলা উপনীত॥
জগন্নাথ বলে শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচী নন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
পতিব্রতা গণে জয় দেয় চারি ভিত।
সবেই বলেন বড় হইবে পণ্ডিত॥
কেহ বলে শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।
অল্পে সর্ব্ব শাস্ত্রের জানিবে অনুভব॥
যে দিগে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর॥
যে করয়ে কোলে সেই এড়িতে না জানে।
দেবের দুর্ল্লভ কোলে করে নারীগণে॥
প্রভু যেই কান্দে সেইক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরি সংকীর্ত্তন॥
শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষ সকল নারী হরি ধ্বনি করে॥
নিরবধি সবার বদনে হরিনাম।
ছলে বলায়েন প্রভু হেন ইচ্ছা তান॥
তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নহে।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে॥
এইমতে করাইয়া নিজ সংকীর্ত্তন।
দিনে দিনে বাড়ে প্রভু শ্রীশচী নন্দন॥

জানু পাতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণি বাজে অতি মনোহর॥
পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গণে বিহরে।
কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাই ধরে॥
এক দিন এক সর্প বাড়িতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক লীলায়॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া॥
আথে ব্যথে সবে দেখি হায় হায় করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥
গরুড় গরুড় বলি ডাকে সর্ব্বজন।
পিতা মাতা আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন॥
চলিলা অনন্ত শুনি সবার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যান শ্রীশচী নন্দন॥
ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে।
চিরজীবি হও করি নারীগণ বলে॥
কেহ রক্ষা বান্ধে কেহ পড়ে স্বস্তিবাণী।
অঙ্গে কেহ দেয় বিষ্ণু পাদোদক আনি॥
কেহ বলে বালকের পুনঃ জন্ম হৈল।
কেহ বলে জাতি-সর্প তেঞি না লঙ্ঘিল॥
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া।
পুনঃ পুনঃ যায় সবে আনেন ধরিয়া॥
ভক্তি করি যে এ সব বেদ গোপ্য শুনে।
সংসার ভুজঙ্গ তারে না করে লংঘনে॥

এই মত দিনে দিনে শ্রীশচী নন্দন।
হাটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গণে ভ্রমণ ॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটী সর্ব্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ ॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল নয়ন যেন গোপালের বেশ ॥
আজানু-লম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষ পরিসর ॥
সহজে অরুণ দেহ গৌর মনোহর।
বিশেষ অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর ॥
বালক স্বভাবে প্রভু যবে চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায় ॥
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত ॥
কানাকানি করে দোঁহে নির্জ্জনে বসিয়া।
কোন মহাপুরুষ বা জন্মিল আসিয়া ॥
হেন বুঝি সংসার দুঃখের হৈল অন্ত।
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত ॥
এমন শিশুর রীত কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি ॥
তাবৎ ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরি ধ্বনি যাবৎ না শুনে ॥
উষা কাল হইলে যতেক নারীগণ।
বালক বেড়িয়ে সবে করে সংকীর্ত্তন ॥

হরি বলি নারীগণে দেই কর তালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী ॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় ধূসর।
উঠি হাসে জননীর কোলের উপর ॥
হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ ॥
হেনমতে শিশু ভাবে হরি সংকীর্ত্তন।
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে কোন জন।
নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে ॥
একেশ্বর বাড়ির বাহিরে প্রভু যায়।
খই কলা সন্দেশ যা দেখে তাই চায় ॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন।
যে জন না চিনে সেহ দেই ততক্ষণ ॥
সবেই সন্দেশ কলা দেহেন প্রভুরে।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে ॥
যে সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম।
তা সবারে আনি সব করেন প্রদান ॥
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্ব্বজন।
হাতে তালি দিয়া হরি বলে অনুক্ষণ ॥
কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায় ॥
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতি দিন কৌতুকে আপনে চুরি করে ॥

কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়॥
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়॥
দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে।
তবে তার পায় ধরি করি পরিহারে॥
এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ দোহাই তোমার॥
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সবাই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহ সবে করেন পীরিত॥
নিজ পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।
দরশন মাত্রে সর্ব্ব চিত্ত বৃত্ত হরে॥
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক ঠাঞি বুলয়ে সদায়॥
এক দিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে কার শিশু বেড়ায় নগরে॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার।
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার॥
বাপ বাপ বলি এক চোরে নৈল কোলে।
এতক্ষণ কোথা ছিলে আর চোরে বলে॥
ঝাট ঘরে আইস বাপ বলে দুই চোরে।
হাসিয়া বলেন প্রভু চল যাই ঘরে॥
আথে ব্যথে কোলে করি দুই চোরে ধায়।
লোকে বলে যার শিশু সেই লয়ে যায়॥

অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
মহা তুষ্ট চোর অলঙ্কার দরশনে॥
কেহ মনে ভাবে মুঞি নিমু তাড়বালা।
এইমতে দুই চোরে খায় মনঃকলা॥
দুই চোর চলি যায় নিজ মর্ম্ম স্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যান ভগবানে॥
এক জন প্রভুর সন্দেশ দেই করে।
আর জনে বলে এই আইলাম ঘরে॥
এইমত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায়॥
কেহ কেহ বলে আইস আইস বিশ্বম্ভর।
কেহ ডাকে নিমাই করিয়া উচ্চৈঃস্বর॥
পরম ব্যাকুল হইলেন সর্ব্বজন।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন॥
সবে সর্ব্বভাবে লৈলা গোবিন্দ শরণ।
প্রভু লঞা যায় চোর আপন ভবন॥
বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ ঘরে আইল নিজ ঘর জ্ঞানে॥
চোর দেখে আইলাম নিজ মর্ম্ম স্থানে।
অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে॥
চোর বলে নাম বাপ আইলাম ঘর।
প্রভু বলে হয় হয় নামাও সত্বর॥
যেখানে সকলগণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সবে মাথে দিয়া হাত॥

মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেই স্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ ঘর জ্ঞানে॥
নামিলেই মাত্র প্রভু গেল পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি সবে হরি হরি বলে॥
সবার হইল অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ॥
আপনার ঘর নহে দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে॥
গণ্ডগোলে কেবা কারে অবধান করে।
চারি দিক চাহি চোর পলাইল ডরে॥
পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গণে।
চোর বলে ভেল্‌কি বা দিল কোন জনে॥
চণ্ডী রাখিলেন আজি বলে দুই চোরে।
সুস্থ হৈয়া দুই চোর কোলাকুলি করে॥
পরমার্থে দুই চোর মহা ভাগ্যবান।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান॥
এথা সর্ব্বগণে মনে করেন বিচার।
কে আনিল দেখ বস্ত্র শিরে বান্ধি তার॥
কেহ বলে দেখিলাম লোক দুই জন।
শিশু থুই কোন দিকে করিল গমন॥
আমি আনিয়াছি কোন জন নাহি বলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে॥
সবে জিজ্ঞাসেন বাপ কহত নিমাঞি।
কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন্ ঠাঞি॥

প্রভু বলে আমি গিয়াছিনু গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে॥
তবে দুই জন আমা কোলেতে করিয়া।
কোন্ পথে এই খানে থুইল আনিয়া॥
সবে বলে মিথ্যা কভু নহে সত্যবাণী।
দৈবে রাখে শিশু বৃদ্ধে অনাথ আপনি॥
এইমত বিচার করেন সর্ব্বজনে।
বিষ্ণু মায়া মোহে কেহ তত্ত্ব নাহি জানে॥
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
বেদ-গোপ্য এ সব আখ্যান যেই শুনে।
তার দৃঢ় ভক্তি হয় চৈতন্য চরণে॥
হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে॥
এক দিন ডাকি বলে বিপ্র পুরন্দর।
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর॥
বাপের বচন শুনি ঘরে ধায়া যায়।
রুণু ঝুণু করিয়ে নূপুর বাজে পায়॥
মিশ্র বলে কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে চায় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর॥
কি অদ্ভুত দুই জনে মনে মনে গণে।
বচন না স্ফুরে দুই জনের বদনে॥

পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে॥
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদ চিহ্ন।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন॥
আনন্দিত দোঁহে দেখি অপূর্ব্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল নয়ন॥
পাদপদ্ম দেখি দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বলে নিস্তারিনু জন্ম নাহি আর॥
মিশ্র বলে শুন বিশ্বরূপের জননী।
ঘৃত পরমান্ন গিয়া রান্ধহ আপনি॥
ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তাঁনে স্নান॥
বুঝিলাম তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাম নূপুরের ধ্বনি॥
এই মতে দুই জনে পরম হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে প্রভু মনে হাসে॥
আর এক কথা শুন পরম অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ সুত॥
পরম সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্য্যটন॥
ষড়াক্ষর গোপাল মন্ত্রের উপাসন।
গোপাল নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন॥
দৈবে ভাগ্যবান তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাটীতে॥

কণ্ঠে বাল গোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরম ব্রহ্মণ্য তেজ অতি অনুপম॥
নিরবধি মুখে বিপ্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
অন্তরে গোবিন্দ রসে দুই চক্ষু ঢুলে॥
দেখি জগন্নাথ মিশ্র তেজ সে তাহার।
সংভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার॥
অতিথি ব্যবহার ধর্ম্ম যেন মতে হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়॥
আপনে করিলা তাঁর পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন॥
সুস্থ হয়ে বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসেন কোথা ঘর॥
বিপ্র বলে আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যটন করি॥
প্রণতি করিয়া মিশ্র বলেন বচন।
জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্য্যটন॥
বিশেষতঃ আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য॥
বিপ্র বলে কর মিশ্র যে ইচ্ছা তোমার।
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার॥
রন্ধনের স্থান উপস্করি ভালমতে।
দিলেন সকল সজ্জা রন্ধন করিতে॥
সন্তোষে ব্রাহ্মণ বর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন॥

সর্ব্ব ভূত অন্তর্যামী শ্রীশচী নন্দন।
মনে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥
ধ্যান মাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর।
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর॥
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর॥
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন দেখে বিপ্রবরে॥
হায় হায় করি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে॥
আসিয়া দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর।
ভাত খায় হাসে প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর॥
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে।
সংভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে॥
বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য্য।
কোন্ জ্ঞান বালকের মারিয়া কি কার্য্য॥
ভাল মন্দ জ্ঞান যার থাকে তারে মারি।
আমার শপথ যদি মারহ উহারি॥
দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফুরে॥
বিপ্র বলে মিশ্র দুঃখ না ভাবিহ মনে।
যে দিনে যে হয় তাহা ঈশ্বর সে জানে॥
ফল মূল আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি দেহ আজি তাহা করিব আহার॥

মিশ্র বলে মোকে যদি থাকে ভৃত্য জ্ঞান।
আর বার পাক কর করি দেও স্থান॥
গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুনঃ পাক কর তবে সন্তোষ আমার॥
বলিতে লাগিলা যত বন্ধু ইষ্টগণ।
আমা সবা চাহ তবে করহ রন্ধন॥
বিপ্র বলে যেই ইচ্ছা তোমা সবাকার।
করিব রন্ধন সর্ব্বথায় পুনর্ব্বার॥
হরিষ হইলা সবে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সবে ততক্ষণে॥
রন্ধনের সজ্জা আনি দিলেন ত্বরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে॥
সবেই বলেন শিশু পরম চঞ্চল।
আরবার পাছে নষ্ট করয়ে সকল॥
রন্ধন ভোজন বিপ্র করেন যাবৎ।
আর বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবৎ॥
তবে শচী দেবী পুত্র কোলেতে করিয়া।
চলিলেন আর বাড়ি প্রভুরে লইয়া॥
সব নারীগণ বলে শুনরে নিমাই।
এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই॥
হাসিয়া বলেন প্রভু শ্রীচন্দ্র বদনে।
আমার কি দোষ বিপ্র ডাকিল আপনে॥
সবেই বলেন ওহে নিমাই চাঙ্গাতি।
কি করিবে এবে যে তোমার গেল জাতি॥

কোথাকার ব্রাহ্মণ কোন্ কুল কেবা চিনে।
তার ভাত খাই জাতি রাখিবে কেমনে॥
হাসিয়া কহেন প্রভু আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ব্ব কাল॥
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়।
এতবলি হাসিয়া সবারে প্রভু চায়॥
ছলে নিজ তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহ হেন ইচ্ছা তান॥
সবেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন।
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহার নাহি মন॥
হাসিয়া যায়েন প্রভু যে জনার কোলে।
সেই জন আনন্দ সাগর মাঝে ভুলে॥
সেই বিপ্র পুনর্ব্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন॥
ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর॥
মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্র স্থানে হাসিতে হাসিতে॥
অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লঞা করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু দেখে বিপ্রবরে॥
হায় হায় করিয়া উঠিল বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড়॥
সংভ্রমে উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ি লঞা।
ক্রোধে ঠাকুরেরে লৈয়া যায় ধাওয়াইয়া॥

মহা ভয়ে প্রভু পলাইল এক ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জ্জ গর্জ্জ করে॥
মিশ্র বলে আজি দেখ করো তোর কার্য্য।
তোর মতে পরম অবোধ আমি আর্য্য॥
হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে।
এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু পাছে॥
সবে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বলে এড় আজি মারিমু উহারে॥
সবেই বলেন মিশ্র তুমিত উদার।
উহারে মারিয়া কোন সাধুত্ব তোমার॥
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ যে এমন শিশু মারে॥
মারিলেই কোন বা শিখিবে হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয়॥
আথে ব্যথে আসি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাতে বলেন বচন॥
বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়।
যে দিনে যে হবে তাহা হইবারে চায়॥
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্ম্ম কথা কহিল তোমারে॥
দুঃখে জগন্নাথ মিশ্র নাহি তোলে মুখ।
মাথা হেট করিয়া ভাবেন মনে দুঃখ॥
হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান।
সেই স্থানে আইলেন মহা জ্যোতিঃ ধাম॥

সর্ব্ব অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দ্দশ ভুবনেও নাহিক উপমা॥
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনে নিত্যানন্দ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রের অর্থ স্ফূরযে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায়॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হৈয়া এক দৃষ্টে চাহে ঘনে ঘন॥
বিপ্র বলে কার পুত্র এই মহাশয়।
সবেই বলেন এই মিশ্রের তনয়॥
শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈল আলিঙ্গন।
ধন্য পিতা মাতা যার এ হেন নন্দন॥
বিপ্রেরে করিয়া বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার॥
শুভ দিন তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি হেন অতিথি যাহার গৃহে হয়॥
জগত শোধিতে সে তোমার পর্য্যটন।
আত্মানন্দে পূর্ণ হই করহ ভ্রমণ॥
ভাগ্য বড় তুমি হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব উপাস তোমার॥
তুমি উপবাস করি থাক যার ঘরে।
সর্ব্বথা তাহার অমঙ্গল ফল ধরে॥
হরিষ পাইনু বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইনু বড় এ সব শ্রবণে॥

বিপ্র বলে কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে॥
বনবাসী আমি অন্ন কোথাই বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল মূল মাত্র খাই॥
কদাচিত কোন দিবসে খাই অন্ন।
সেহ যদি নির্ব্বিরোধে হয় উপপন্ন॥
যে সন্তোষ পাইলাম তোমা দরশনে।
তাহাতেই কোটি২ করিল ভোজনে॥
ফল মূল নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন গিয়া আজি করিব আহারে
উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত॥
বিশ্বরূপ বলেন বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি দয়াময়॥
পরদুঃখে কাতর স্বভাবে সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাড়ায় অনুক্ষণ॥
এতেকে আপনে যদি নিরালস্য হৈয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া॥
তবে আজি আমার গোষ্ঠির যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে পাই পরানন্দ সুখ॥
বিপ্র বলে রন্ধন করিল দুই বার।
তথাপিও কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার॥
তেঞি বুঝিলাম আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ ইচ্ছা নাহি কেন করহ যতন॥

কোটি ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥]
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করুক তথাপি সিদ্ধ নয়॥
নিশা ডেড় প্রহর দুইও বা যায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায়॥
অতএব আজি যত্ন না করিবা আর।
ফল মূল কিছু মাত্র করিব আহার॥
বিশ্বরূপ বলেন নাহিক কোন দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সবার সন্তোষ॥
এতবলি বিশ্বরূপ ধরিল চরণে।
সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধনে॥
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
করিব রন্ধন বিপ্র বলিলা উত্তর॥
সন্তোষে সবাই হরি বলিতে লাগিল।
স্থান উপস্কার সবে করিতে লাগিল॥
ব্যথে ব্যথে স্থান উপস্করি সর্ব্বজনে।
রন্ধনের সামগ্রী আনিলা ততক্ষণে॥
চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন।
শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্ব্বজন॥
পলাইয়া ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।
মিশ্র বসিলেন সেই ঘরের দুয়ারে॥
সবেই বলেন বান্ধ বাহিরে দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পারে আর॥

মিশ্র বলে ভাল ভাল এই যুক্তি হয়।
বান্ধিয়া দুয়ার সবে বাহিরে আছয় ॥
ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বলেন চিন্তা নাই।
নিদ্রা গেল আর কিছু না জানে নিমাঞি ॥
এই মতে শিশু রাখিলেন সর্ব্বজন।
বিপ্রের হইল কতক্ষণেতে রন্ধন ॥
অন্ন উপস্করি সেই সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন ॥
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচী নন্দন।
চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন ॥
নিদ্রা দেবী সবারে ঈশ্বর ইচ্ছায়।
মোহিলেন সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায় ॥
যে স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচী নন্দন ॥
বালক দেখিয়া বিপ্র বলে হায় হায়।
সবে নিদ্রা যায় কেহ শুনিতে না পায় ॥
প্রভু বলে অয়ে বিপ্র তুমিত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার ॥
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান ॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি ॥
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ রূপ ॥

এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার॥
নবগুঞ্জা বেড়া শিখি পুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন কমল।
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকর কুণ্ডল॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন নূপুর।
নখমণি কিরণে তিমির গেল দূর॥
অপূর্ব্ব কদম্ব বৃক্ষ দেখে সেই খানে।
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষগণে॥
গোপ গোপী গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে তত দেখে পরতেকে॥
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল তখন॥
করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তান অঙ্গের উপর॥
শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইল জড় না স্ফুরে বচন॥
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহা কুতূহলে॥
কম্প স্বেদ পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জলে যেন গঙ্গা নদী বহে॥

ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন॥
দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌর সুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর॥
প্রভু বলে শুন শুন অয়ে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর॥
নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাম তোমারে॥
আর জন্মে এইরূপে নন্দ গৃহে আমি।
দেখা দিলু তোমারে না স্মর তাহা তুমি॥
যবে আমি অবতীর্ণ হইলাম গোকুলে।
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে॥
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ আমারে॥
তাহাতেও এই মত করিয়া কৌতুক।
খাই তোর অন্ন দেখাইনু এই রূপ॥
এতেক আমার তুমি জন্মে২ দাস।
দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ॥
কহিলাম তোমারে এ সব গোপ্য কথা।
কার স্থানে ইহা নাহি কহিবে সর্ব্বথা॥
যাবৎ থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবৎ কহিলে কারে করিমু সংহার॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার॥

ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তি-যোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু সর্ব্ব প্রতি ঘরে ঘরে॥
কত দিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান এবে কারে না কহিবা।
হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌর সুন্দর॥
কৃপা করি আশ্বাসিয়া গেলা নিজ ঘর।
পূর্ব্ববৎ শুইয়া থাকিলা শিশু ভাবে।
যোগ নিদ্রা প্রভাবে কেহ নাহি জানে॥
অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর॥
সর্ব্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে২ বিপ্র করেন ভোজন॥
নাচে গায় হাসে বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
জয় বাল গোপাল বলয়ে বার বার॥
বিপ্রের হুঙ্কারে সবে পাইল চেতন।
আপনা সম্বরি বিপ্র কৈলা আচমন॥
নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করেন বিপ্রবর।
দেখি সবে সন্তোষ হইল বহুতর॥
ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন।
সবাকে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ॥
ব্রহ্মা শিব যাহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন প্রভু অবতরি আছে বিপ্র ঘরে॥
সে প্রভুরে লোক সব করে শিশু জ্ঞান।
কথা কহি সবেই পাউক পরিত্রাণ॥

প্রভু করিয়াছে নিবারণ এই ভয়ে।
আজ্ঞা ভঙ্গ ভয়ে বিপ্র কারে নাহি কহে॥
চিনিয়া ঈশ্বর বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর সমীপে॥
ভিক্ষা করি বিপ্রবর প্রতি স্থানে স্থানে।
ঈশ্বরে আসিয়া দেখে প্রতি দিনে দিনে॥
বেদ-গোপ্য এ সকল মহাচিত্র কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্ব্বথা॥
আদিখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ।
যহি শিশু রূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ॥
সর্ব্বলোক চূড়ামণি বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর॥
ত্রেতা যুগে হইয়া যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নানা মত লীলা করি বধিলা রাবণ॥
হইলা দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
নানা মতে করিলেন ভূভার খণ্ডন॥
অনন্ত মুকুন্দ যারে সর্ব্ববেদে কয়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই সুনিশ্চয়॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ॥
দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হইয়া সর্ব্বজনে চায়॥
দিন দুই তিনেতে পড়িলা সর্ব্ব ফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা॥
রামকৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশ লিখেন পড়েন কুতূহলী॥
শিশুগণ সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম সুকৃতি দেখে সর্ব্ব নদীয়ায়॥
কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্ব্ব জীব ভুলে॥
অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌর সুন্দর।
যখন যে চাহে সেই পরম দুষ্কর॥
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী তাহা চায়।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় গড়ি যায়॥
ক্ষণে চাহে আকাশের তারা চন্দ্র গণ।
হাত পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন॥
সান্তনা করেন সবে করি নিজ কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর দেহ দেহ বলে॥

সবে এক মাত্র আছে মহা প্রতিকার।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর॥
হাতে তালি দিয়া সবে বলে হরি হরি।
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি॥
বালকের প্রতি সবে বলে হরিনাম।
জগন্নাথ গৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥
এক দিন সবে হরি বলে অনুক্ষণ।
তথাপিও প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন॥
সবেই বলেন শুন বাপরে নিমাঞি।
ভাল করি নাচ এই হরিনাম গাই॥
না শুনে বচন কার করয়ে ক্রন্দন।
সবেই বলেন বাপ কান্দ কি কারণ॥
সবে বলে বল বাপ কি ইচ্ছা তোমার।
সেই দ্রব্য আনি দিব না কান্দহ আর॥
প্রভু বলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত॥
একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ॥
অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ।
হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ॥

সবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
সবে বলে দিব বাপ সম্বর ক্রন্দন॥
পরম বৈষ্ণব সেই দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর॥
জগন্নাথ মিশ্র সহ অভেদ জীবন॥
শুনিয়া শিশুর বাক্য বিপ্র দুই জন।
দুই বিপ্র বলে মহা অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি॥
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরি বাসর।
কেমতে জানিল যে নৈবেদ্য বহুতর॥
বুঝিলাম এ শিশু পরম রূপবান।
অতএব এ দেহে গোপাল অধিষ্ঠান॥
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন॥
মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব্ব উপহার।
আনিয়া দিলেন করি হরিষ অপার॥
দুই বিপ্র বলে বাপ খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার॥
কৃষ্ণ কৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়॥
ভক্তি বিনা চৈতন্য গোসাঞি নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে গণি॥
হেন প্রভু বিপ্র শিশুরূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি দেখে জগন্নাথের কিঙ্করে॥

সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার।
অল্প অল্প কিছু প্রভু খাইল সবার॥
হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়॥
হরি হরি হরিষে বলযে সর্ব্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন কীর্ত্তনে॥
কতক ফেলে ভূমিতে কতক কার গায়।
এই মতে লীলা করে ত্রিদশের রায়॥
যে প্রভুরে সর্ব্ব বেদে পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচী দেবীর অঙ্গণে॥
ডুবিলা চাঞ্চল্য রসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত দ্বিজের কোঙর॥
সবার সহিত গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে
অন্য শিশু দেখিলে যে করে কুতূহল।
সেহ পরিহাস করে বাজায়ে কোন্দল॥
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে॥
ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন কালির বিন্দু শোভে মনোহর॥
পড়িয়া শুনিয়া সর্ব্ব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গা স্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে॥
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি॥

নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক এক ঘাটে স্নান করে।
কতক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতক শিশু মিলে তহি আসি॥
সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে
জল ক্রীড়া করে গৌরসুন্দর শরীর।
সবাকার গায়ে লাগে চরণের নীর॥
সবে মানা করে তবু নিষেধ না মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে॥
পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছোয় কার অঙ্গে কুল্লোল প্রদান॥
না পাইয়া প্রভুর লাগালী বিপ্রগণে।
সবে চলিলেন তার জনকের স্থানে॥
শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব।
তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব॥
ভাল মতে করিতে না পারি গঙ্গা স্নান।
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥
আরো বলে কারে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে নারায়ণ মুঞি পরতেক॥
কেহ বলে মোর শিব লিঙ্গ করে চুরি।
কেহ বলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী॥
কেহ বলে পুষ্প দূর্ব্বা নৈবেদ্য চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আসন॥

আমি করি স্নান হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পরি তবে করে পলায়নে॥
আরো বলে তুমি কেনে দুঃখ ভাব মনে।
যার লাগি কৈলে সেই খাইল আপনে॥
কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহ বলে আমার চোবায় গীতা পুথি॥
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
মুঞিরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
কেহ বলে বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
স্ত্রী বাসে পুরুষ বাস করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল॥
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ।
নিত্য এই মত করে কহিল তোমাত॥
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিব কেমতে॥
হেনকালে পার্শ্ববর্ত্তী যতেক বালিকা।
কোপ মনে আইলেন শচী দেবী যথা॥

শচী সম্বোধিয়া সবে বলেন বচন।
শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করণ॥
বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ।
উত্তর করিলে জল সহ করে দ্বন্দ॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল।
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।
প্রতি দিন এই মত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার॥
পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার।
সেই মত সব করে নিমাই তোমার॥
দুঃখে বাপ মায়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইবে তোমা সনে॥
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল॥
শুনিয়া হাসেন মহা প্রভুর জননী।
সবে কোলে করিয়া বলেন প্রিয় বাণী॥
নিমাই আইলে আজি এড়িব বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া॥

শচীর চরণ ধুলি লঞা সবে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে॥
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে॥
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে।
শুনি মিশ্র তর্জ্জে গর্জ্জে সদম্ভ বচনে॥
নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সবার।
ভাল মতে গঙ্গা স্নান না দেয় করিবার॥
এই ঝাঁট যাঙ তার শাস্তি করিবারে।
সবে রাখিলেহ কেহ রাখিতে না পারে॥
ক্রোধ করি যখন চলিলা মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥
গঙ্গা জলে কেলি করে শ্রীগৌর সুন্দর।
সর্ব্ব বালকের মধ্যে অতি মনোহর॥
কুমারিকা সবে বলে শুন বিশ্বম্ভর।
মিশ্র আইলেন এই পলাহ সত্বর॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইল ব্রাহ্মণ কুমারী সব ডরে॥
সবারে শিখায় মিশ্র স্থানে কহিবার।
স্নানে নাহি আইলেন তোমার কুমার॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া॥
শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘর।
গঙ্গা ঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর॥

আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারি দিকে চায়।
শিশুগণ মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায়॥
মিশ্র জিজ্ঞাসেন বিশ্বম্ভর কতি গেল।
শিশুগণ বলে আজি স্নানে না আইল॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
সবে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া॥
চারি দিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লঞা।
তর্জ্জ গর্জ্জ করে বড় লাগ না পাইয়া॥
কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈল গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুনঃ বলয়ে আসিয়া॥
ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল তুমি কিছু বল পাছে তারে॥
আরবার আসি যদি চঞ্চলতা করে।
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে॥
কৌতুকে সে কথা কহিলাম তোমা স্থানে।
তোমা বহি ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে॥
সে হেন নন্দন যার গৃহ মাঝে বসে।
কি করিতে পারে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা শোকে॥
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এ হেন নন্দন॥
কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তবু তারে থুইবাও হৃদয় উপরে॥
জন্মে২ কৃষ্ণ ভক্ত এ সকল জন।
এ সব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ॥

অতএব প্রভু নিজ সেবক সহিতে।
নানা ক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে॥
মিশ্র বলে সেই পুত্র তোমা সবাকার।
যদি অপরাধ লহ শপথ আমার॥
তা সবার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাকুলি।
গৃহে আইলেন মিশ্র হয়ে কুতূহলী।
আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
হাতেতে মোহন পুথি যেন শশধর।
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গ॥
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গ।
জননী বলিয়া প্রভু লাগিল ডাকিতে।
তৈল দেহ মোরে যাই স্নান করিতে॥
পুত্রের বচন শুনি শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের উচিত॥
তৈল দিয়া শচী দেবী মনে মনে গণে।
বালিকারা কি বলিল কিবা দ্বিজগণে॥
লিখন কালির বিন্দু আছে সব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুথি সঙ্গে॥
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্র দেখি কোলেতে উঠিলা বিশ্বম্ভর॥
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র দরশনে॥
মিশ্র দেখি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত॥

মিশ্র বলে বিশ্বম্ভর কি বুদ্ধি তোমার।
লোকেরে না দেহ কেন স্নান করিবার॥
বিষ্ণু পূজা সর্জ্জ কেন কর অপহার।
বিষ্ণু করিয়াও ভয় নাহিক তোমার॥
প্রভু বলে আজি আমি নাহি যাই স্নানে।
আমার সংহতি গণ গেল আগুয়ানে॥
সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার।
না গেলেও সবে দোষ কহেন আমার॥
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে সবার করিব অব্যভার॥
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গা স্নানে।
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ সনে॥
বিশ্বম্ভরে দেখি সবে আলিঙ্গন করি।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিয়া চাতুরী॥
সবেই প্রশংসে ভাল নিমাই চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর॥
জলকেলি করে প্রভু সব শিশু সনে।
হেথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গণে॥
যে যে কহিলেন কথা সেহ মিথ্যা নহে।
তবে কেন স্নান চিহ্ন কিছু নাহি দেহে॥
সেই মত অঙ্গে ধূলা সেই মত বেশ।
সেই পুথি সেই বস্ত্র সেইমত কেশ॥
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়া রূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল মোর ঘর॥

কোন মহা পুরুষ । কিছু নাই জানি।
হেন মতে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি॥
পুত্র দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহে পূর্ণ হৈলা দোঁহে কিছু নাহি আর॥
যে দুই প্রহর প্রভু যায় পড়িবারে।
সেই দুই যুগ হই থাকে সে দোঁহারে॥
কোটি রূপে কোটি মুখে বেদে যদি কয়।
তবু এ দোহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয়॥
শচী জগন্নাথ পায়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্র রূপে যার॥
এই মত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাঁহার মায়ায়॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥

জয় জয় মহা মহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর প্রিয় ভক্তবৃন্দ॥
জয় জগন্নাথ শচীপুত্র সর্ব্ব প্রাণ।
কৃপা দৃষ্টে প্রভু সব জীবে কর ত্রাণ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বাল্য লীলা ছলে করে প্রকাশ বিস্তর॥
নিরন্তর চপলতা করে সবা সনে।
মায়ে শিখালেও তবু প্রবোধ না মানে॥

শিক্ষাইলে হয় আর দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল॥
ভয়ে আর কিছু না বলয়ে বাপ মায়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায়॥
আদিখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ।
যহি শিশু রূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ॥
পিতা মাতা কাহারেও না করয়ে ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়॥
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব্ব গুণের নিধান॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সকলে বাখানে বিষ্ণু ভক্তি।
খণ্ডিতে তাহার ব্যাখ্যা নাহি কার শক্তি
শ্রবণে বদনে মনে সর্ব্বেন্দ্রিয় গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনু আর না বলে না শুনে॥
অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত॥
এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে আচরণে যেন শ্রীবাল গোপাল॥
যত অমানুষী কর্ম্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি খেলেন কৃষ্ণ এ শিশু শরীরে॥
এই মতে চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয়।
কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব স্বকর্ম্ম করয়॥
নিরবধি থাকে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-ভক্তি কৃষ্ণ-পূজা রঙ্গে॥

জগত প্রমত্ত ধন পুত্র মিথ্যা রষে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে ॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
যতি সতি তপস্বীও যাইব মরিয়া ॥
তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পাছে চলে ॥
এত যে গোসাঞি ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবুত দারিদ্র্য দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥
ঘন ঘন হরি হরি বলি ছাড় ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক ॥
এই মত বলে কৃষ্ণ ভক্তি-শূন্য জনে।
শুনি মহা দুঃখ পায় ভাগবত গণে ॥
কোথাও না শুনে কেহ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ ॥
দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান।
না শুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান ॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
কৃষ্ণ ভক্তি ব্যাখ্যা কার না আইসে জিহ্বায় ॥
কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
ভক্তি হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥
দুঃখে বিশ্বরূপ প্রভু মনে২ গণে।
না দেখিব লোক মুখ চলি যাব বনে ॥

ঊষা কালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গা স্নান।
অদ্বৈত সভায় আসি হয় উপস্থান॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণ ভক্তি সার।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার॥
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে॥
কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহ-নাদ।
কার চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ॥
বিশ্বরূপ ছাড়ি কেহ নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপ না আইসে আপন মন্দিরে॥
রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে লবার ছলায়॥
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যান্যে কহে কৃষ্ণ কথন মঙ্গল॥
আপন প্রস্তাব শুনি শ্রীগৌর-সুন্দর।
সবারে করেন শুভ-দৃষ্টি মনোহর॥
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥
দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর॥
ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥

দেখি সে মোহন রূপ সর্ব্ব ভক্তগণ।
স্থকিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥
সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে।
কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে॥
প্রভু দেখি ভক্ত মোহ স্বভাবেই হয়।
বিনি অনুভবেও দাসের চিত্তে নয়॥
প্রভু সে আপন ভক্তের চিত্তবৃত্ত হরে।
এ কথা বুঝিতে অন্য জনে নাহি পারে॥
এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে।
পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
শুক পরীক্ষিতের সংবাদ অনুপম॥
এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশু সঙ্গে গৃহে২ ক্রীড়া করি বুলে॥
জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে॥
যদ্যপি ঈশ্বর বুদ্ধে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে॥
শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিত।
শুক স্থানে জিজ্ঞাসেন হই পুলকিত॥
পরম অদ্ভুত কথা কহিলে গোসাঞি।
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই॥
নিজ পুত্র হৈতে পর তনয় কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি স্নেহ কৈল কেমন প্রকারে॥

শ্রীশুক কহেন শুন রাজা পরীক্ষিত।
পরমাত্মা সর্ব্ব দেহে বল্লভ বিদিত॥
আত্মা বিনে পুত্র বালক নহে বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির হইলা ততক্ষণ॥
অতএব পরমাত্মা সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দ নন্দন॥
অতএব পরমাত্মা সবার কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে॥
এহো কথা ভক্ত প্রতি অন্য প্রতি নহে।
অন্যথা জগতে কেহ স্নেহ না করয়ে॥
কংসাদির আত্মা কৃষ্ণ তবে হিংসে কেনে।
পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহার কারণে॥
সহজে শর্করা মিষ্ট সর্ব্বজনে জানে।
কেহ তিক্ত বাসে জিহ্বা দোষের কারণে॥
জিহ্বার সে দোষ শর্করার দোষ নাই।
অতএব সর্ব্ব মিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি॥
এই নবদ্বীপেতে দেখিল সর্ব্বজনে।
তথাপিহ কেহ না জানিল ভক্ত বিনে॥
ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্ব্বথায়।
বিহরেন নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়॥
মোহিয়া সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
অগ্রজ লইয়া চলিলেন নিজ ঘর॥
মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়॥

সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত।
কোন্ বস্তু এ বালক না জানি নিশ্চিত ॥
প্রশংসিতে লাগিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
অপূর্ব্ব শিশুর রূপ লাবণ্য কথন ॥
নাম মাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে।
পুনঃ আইলেন শীঘ্র অদ্বৈত মন্দিরে ॥
নাভায় সংসার সুখ বিশ্বরূপ মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ আনন্দ কীর্ত্তনে ॥
গৃহে আইলেও গৃহ ব্যাভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণু গৃহের ভিতরে ॥
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতা মাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা ॥
ছাড়িব সংসার বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
চলিবাঙ বনে মাত্র এই মনে জাগে ॥
ঈশ্বরের চিত্ত বৃত্ত ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে ॥
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥
চলিলেন যদি বিশ্বরূপ মহাশয়।
শচী জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয় ॥
গোষ্ঠি সহ ক্রন্দন করয়ে উর্দ্ধ রায়।
ভাইর বিরহে মুর্চ্ছা গেলা গৌর রায় ॥
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথ পুরী ॥

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস দেখিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সবে বহু করিলা ক্রন্দন॥
উত্তম মধ্যম যে শুনিল নদীয়ায়।
হেন নাহি যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায়॥
জগন্নাথ শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ॥
পুত্র শোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল।
প্রবোধ করয়ে বন্ধু বান্ধব সকল॥
স্থির হও মিশ্র দুঃখ ভাবিহ মনে।
সর্ব্ব গোষ্ঠি উদ্ধারিল সেই মহাজনে॥
গোষ্ঠিতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥
হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা সকল তাহার॥
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে জুয়ায়।
এত বলি সকলে ধরয়ে হাতে পায়॥
এই কুল ভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইবে তোমার বংশধর॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার।
কোটি পুত্রে কি করিবে এ পুত্র যাহার॥
এই মত সবে বুঝায়েন বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন॥
যে তে মতে ধৈর্য্য করে মিশ্র মহাশয়।
বিশ্বরূপ গুণ স্মরি ধৈর্য্য পাসরয়॥

মিশ্র বলে এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে॥
দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইব সেই সে॥
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেক শক্তি নাঞি।
দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ সমর্পিল তোমা ঠাঞি॥
এইরূপ জ্ঞান যোগে মিশ্র মহা ধীর।
অল্পে অল্পে চিত্ত বৃত্তি করিলেন স্থির॥
হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর॥
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণ ভক্তি হয় তার খণ্ডে কর্ম্ম-ফাঁস॥
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ।
হরিষ বিষাদ সবে ভাবে অনুক্ষণ॥
যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণ কথা কহিবার।
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা সবাকার॥
আমরাও না রহিব চলি যাঙ বনে।
এ পাপীষ্ঠ লোক মুখ না দেখি যেখানে॥
পাষণ্ডির বাক্য জ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎ পথে সর্ব্ব লোক রত॥
কৃষ্ণ হেন নাম নাহি শুনি কার মুখে।
সকল সংসার ডুবি মরে মিথ্যা সুখে॥
বুঝাইলে কেহ কৃষ্ণ পথ নাহি লয়।
উলটিয়া আরও উপহাস সে করয়॥

কৃষ্ণ ভক্তি তোমার হইল কোন সুখ।
মাগিয়া সে খায় আর বাড়ে যত দুঃখ॥
যোগ্য নহে এ সব লোকের সনে বাস।
বনে চলি যাঙ বলি সবে ছাড়ে শ্বাস॥
প্রবোধেন সবারে অদ্বৈত মহাশয়।
পাইবা পরমানন্দ সবেই নিশ্চয়॥
এবে বড় বাসী মুঞি হৃদয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ॥
সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া পরম হরিষে।
এথাই দেখিবে কৃষ্ণ কথক দিবসে॥
তোমা সবা লঞা হইব কৃষ্ণের বিলাস।
তবে সে অদ্বৈত হঙ শুদ্ধ কৃষ্ণদাস॥
কদাচিত যাহা না পায় শুক বা প্রহ্লাদ।
তো সবার ভৃত্যেতে সে পাইবে প্রসাদ॥
শুনি অদ্বৈতের অতি অমৃত বচন।
পরম আনন্দে হরি বলে ভক্তগণ॥
হরি বলি ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার।
সুখময় চিত্ত বিত্ত হইল সবার॥
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌর সুন্দর।
হরিধ্বনি শুনি যায় বাড়ির ভিতর॥
কি কার্য্যে আইলা বাপ বলে ভক্তগণে।
প্রভু বলে তোমরা ডাকিলে মোরে কেনে॥
এত বলি প্রভু শিশু সঙ্গে ধাই যায়।
তথাপি না জানে কেহ প্রভুর মায়ায়॥

যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির॥
নিরবধি থাকে পিতা মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয় যেন জননী জনকে॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আর বার উলটিয়া সবারে ঠেকায়॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সবেই প্রশংসে।
সবে বলে ধন্য পিতা মাতা হেন বংশে॥
সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ স্থানে।
তুমিত কৃতার্থ মিশ্র এ হেন নন্দনে॥
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে অধ্যয়নে॥
শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তান ফাকি বাখানিতে নারে কোন জনে॥
শুনিয়া পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুনঃ চিত্তে বড় হয় বিমরিষ॥
শচী প্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
এহ পুত্র না রহিবে সংসার ভিতর॥
এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্ব শাস্ত্র।
জানিল সংসার সত্য নহে তিল মাত্র॥
সর্ব্ব শাস্ত্র মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির॥

এহ যদি সর্ব্ব শাস্ত্রে হৈব জ্ঞানবান।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিব পয়ান॥
এই পুত্র সবে দুই জনের জীবন।
ইহা না দেখিলে দুই জনের মরণ॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাঞি।
মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞি॥
শচী বলে মূর্খ হৈলে জীবেক কেমনে।
মূর্খেরেত কন্যাও না দিব কোন জনে॥
মিশ্র বলে তুমিত অবোধ বিপ্রসুতা।
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই কৃষ্ণ সবার রক্ষিতা॥
জগত পোষণ করে জগতের নাথ।
পাণ্ডিত্য পোষয়ে কিবা কহিল তোমাত॥
কিবা মূর্খ কি পণ্ডিত যাহারে যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হৈব আপনে॥
কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্ব বল॥
সাক্ষাতেই এই কেন না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার কেন ঘরে নাহি ভাত॥
ভাল মতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে॥
অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ পালন॥

তথাহি। অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং।
আরাধিত গোবিন্দ চরণস্য কথং ভবেৎ॥

অনায়াসে মরণ জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয় নহে বিদ্যা ধনে॥
কৃষ্ণ কৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা কুল কোটি কোটি ধন॥
যার গৃহে আছয়ে উত্তম উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন মহা রোগ॥
কিছু বিলসিতে নারে দুঃখে পুড়ি মরে।
যার নাহি তাহা হৈতে দুঃখি বলি তারে॥
এতেকে জানিহ থাকিলেও কিছু নহে।
যারে যেমন কৃষ্ণ আজ্ঞা সেই সত্য হয়ে॥
এতেক না কর চিন্তা পুত্র প্রতি তুমি।
কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র কহিলাম আমি॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ তিলেক দুঃখ নাহিক উহার॥
আমার সবারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা।
কিবা চিন্তা তুমি যার মাতা পতিব্রতা॥
পড়িয়া নাহিক কার্য্য বলিল তোমারে।
মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥
এত বলি পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।
মিশ্র বলে শুন বাপ আমার উত্তর॥
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর শপথ আমার॥
যে তোমার ইচ্ছা বাপ তাই দিব আমি।
গৃহে বসি পরম মঙ্গলে থাক তুমি॥

এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
নিত্য ধর্ম্ম সনাতন শ্রী গৌরাঙ্গ পায়।
না লংঘে জনক বাক্য পড়িতে না যায় ॥
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যা রস ভঙ্গে।
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু সঙ্গে ॥
কিবা নিজ ঘরে প্রভু কিবা পর ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে ॥
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্ব্ব রাত্রি শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে ॥
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষ প্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী ॥
যার বাড়ি কলাবন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষ রূপে ভাঙ্গয়ে আপনে ॥
গরু জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ শিশু সংহতি পলায় ॥
কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘী গুর্ব্বি গৃহস্থে করিতে নাহি পারে ॥
কে বান্ধিল দুয়ার করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ প্রভু উঠিয়া পলায় ॥
এই মত রাত্রি দিনে ত্রিদশের রায়।
শিশুগণ সঙ্গে ক্রীড়া করেন সদায় ॥
যতেক চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিও মিশ্র কিছু না করে উত্তর ॥

এক দিন মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় প্রভু ক্রোধিত অন্তর॥
বিষ্ণু নৈবেদ্যের যত বর্জ্য হাণ্ডিগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ি করিয়া আসন॥
এ বড় নিগূঢ় কথা শুন এক মনে।
কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে॥
বর্জ্য হাঁড়িগণ সব করি সিংহাসন।
তথি বসি হাসে গৌর সুন্দর বদন॥
লাগিল হাঁড়ির কালি সর্ব্ব গৌর অঙ্গে।
কনক পুতলি যেন লেপিয়াছে গন্ধে॥
শিশুগণ জানাইল গিয়া শচী স্থানে।
নিমাঞি বসিয়া আছে হাঁড়ির আসনে॥
মায়ে আসি দেখিয়া করেন হায় হায়।
এ স্থানেতে বাপ বসিবারে না যুয়ায়॥
বর্জ্য হাঁড়ি ইহা সব পরশিলে স্নান।
এত দিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান॥
প্রভু বলে তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে॥
মূর্খ আমি না জানিয়ে ভাল মন্দ স্থান।
সর্ব্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান।
এতবলি হাসে বর্জ্য হাঁড়ির আসনে।
দত্তাত্রেয় ভাব প্রভু হইলা তখনে॥
মায়ে বলে তুমি যে বসিলা মন্দ স্থানে।
এবে তুমি পবিত্র বা হইবা কেমনে॥

প্রভু বলে মাতা তুমি বড় শিশু মতি।
অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি॥
যথা মোর স্থিতি সেই সর্ব্ব পুণ্য স্থান।
গঙ্গা আদি সর্ব্ব তীর্থ তহি অধিষ্ঠান॥
আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি।
স্রষ্টার কি দোষ আছে মনে ভাব বুঝি॥
লোক বেদ মতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়॥
এ সব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন॥
বিষ্ণুর রন্ধন স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
এ হাঁড়ি পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়॥
এতেকে আমার বাস নহে মন্দ স্থানে।
সবার শুদ্ধতা মোর পরশ কারণে॥
বাল্যভাবে সর্ব্ব তত্ত্ব কহি প্রভু হাসে।
তথাপি না বুঝে কেহ তাঁর মায়া বশে॥
সবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
স্নান আসি কর শচী বলেন তখন॥
না আইসেন প্রভু সেই খানে বসি আছে।
শচী বলে ঝাট আয় বাপ জানে পাছে॥
প্রভু বলে যদি মোরে না দেহ পড়িতে।
তবে মুঞি না যাইমু কহিল তোমাতে॥
সবেই ভর্ৎসেন ঠাকুরের জননীরে।
সবে বলে কেন নাহি দেহ পড়িবারে॥

যত্ন করি কেহ নিজ বালক পড়ায়।
কত ভাগ্যে পড়িতে আপনে শিশু চায়॥
কোন শত্রু হেন বুদ্ধি দিল বা তোমারে।
ঘরে মূর্খ করি পুত্র রাখিবার তরে॥
ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্দ্ধেক নাঞি।
সবেই বলেন বাপ আইস নিমাঞি॥
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে।
তবে অপচয় তুমি কর ভাল মতে॥
না আইসে প্রভু সেই খানে বসি হাসে।
সুকৃতি সকল সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী।
হাসে গৌরচন্দ্র হেন ইন্দ্র নীলমণি॥
তত্ত্ব কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয় ভাবে।
না বুঝিল কেহ বিষ্ণু মায়ার প্রভাবে॥
স্নান করাইল লঞা শচী পুণ্যবতী।
হেন কালে আইলেন মিশ্র মহামতি॥
মিশ্র স্থানে শচী সব কহিলেন কথা।
পড়িতে না পায় পুত্র মনে ভাবে ব্যথা॥
সবেই বলেন মিশ্র তুমিত উদার।
কার বোলে পুত্র নাহি দেহ পড়িবার॥
যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
চিন্তা পরিহরি দেহ পড়িতে নির্ভয়॥
ভাগ্য সে বালকে চাহে আপনে পড়িতে।
ভাল দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ ভাল মতে॥

মিশ্র বলে তোমরা পরম বন্ধুগণ।
তোমরা যে বল সেই আমার বচন॥
অলৌকিক দেখিয়া শিশুর সব কর্ম্ম।
বিস্ময় ভাবেন কেহ নাহি জানে মর্ম্ম॥
মধ্যে মধ্যে কোন জন বড় ভাগ্যবানে।
পূর্ব্বে কহি রাখিয়াছে জগন্নাথ স্থানে॥
প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে।
যত্ন করি এ বালকে রাখহ হৃদয়ে॥
নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে।
বৈকুণ্ঠ নায়ক নিজ অঙ্গণে বিহরে॥
পড়িতে আইলা প্রভু বাপের আদেশ।
হইলেন মহা প্রভু আনন্দ বিশেষ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় শচী জগন্নাথ গৃহ শশধর॥
জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের নিধান॥
ভক্ত গোষ্ঠি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥

হেন মতে মহা প্রভু জগন্নাথ ঘরে।
নিগূঢ়ে আছেন কেহ চিনিতে না পারে॥
বাল্য ক্রীড়া নাম যত আছে পৃথিবীতে।
সকল খেলায় প্রভু কে পারে কহিতে॥
বেদ দ্বারে ব্যক্ত হৈবে সকল পুরাণে।
কিছু শেষে শুনিব সকল ভাগ্যবানে॥
এই মতে গৌরচন্দ্র বাল্য-রসে ভোলা।
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা॥
যজ্ঞসূত্র পুত্রেরে দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ ঘর॥
পরম হরিষে সবে আসিয়া মিলিলা।
যার যেন যোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলা॥
স্ত্রীগণেতে জয় দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
নট গণে মৃদঙ্গ সানাই বংশী বায়॥
বিপ্রগণে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
শচী গৃহে হইল আনন্দ অবতার॥
যজ্ঞসূত্র ধরিলেন শ্রীগৌর সুন্দর।
শুভযোগ সকল আইল শচী ঘর॥
শুভ মাস শুভ দিন শুভ ক্ষণ করি।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে সে শোভা বেড়িলা কলেবর॥
হইলা বামনরূপ প্রভু গৌর চন্দ্র।
দেখিতে সবার বাড়ে পরম আনন্দ॥

অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য তেজ দেখি সর্ব্বগণে।
নর জ্ঞান আর কেহ নাহি করে মনে॥
হাতে দণ্ড কান্ধে ঝুলি শ্রীগৌর সুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সব সেবকের ঘর॥
যার যথা শক্তি ভিক্ষা সবাই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে॥
দ্বিজপত্নী রূপ ধরি ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী।
যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী॥
শ্রীবামন রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সবেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে॥
প্রভুও করেন শ্রীবামন রূপ লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি এ সকল খেলা॥
জয় জয় শ্রীবামন রূপ গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ দ্বন্দ্ব॥
যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।
সে পায় চৈতন্য-চন্দ্র চরণে শরণ॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠ নায়ক শচী ঘরে।
বেদের নিগূঢ় লীলা রসক্রীড়া করে॥
ঘরে সর্ব্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত।
গোষ্ঠি মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত॥
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হেন সান্দীপণি॥
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তাঁর ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত॥

বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্র সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস দ্বিজ ঘর॥
মিশ্র দেখি গঙ্গাদাস সংভ্রমে উঠিলা।
আলিঙ্গন করি এক আসনে বসিলা॥
মিশ্র বলে পুত্র আমি দিল তোমা স্থানে।
পড়াইবা জানাইবা সকল আপনে॥
গঙ্গাদাস বলে বড় ভাগ্য সে আমার।
পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার॥
শিষ্য দেখি পরম আনন্দ গঙ্গাদাস।
পুত্র প্রায় করিয়া রাখিল নিজ পাশ॥
যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন॥
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন॥
সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জন।
হেন কার শক্তি আছে দিবারে দূষণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব শিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥
যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
সবারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠির প্রধান॥
সবারে চালায় প্রভু ফাকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশু জ্ঞানে কেহ কিছু না বলে হাসিয়া॥

এই মত প্রতিদিন পড়েন আসিয়া।
গঙ্গা স্নানে চলে নিজ বয়স্য লইয়া॥
পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ পুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গা স্নান করে॥
এক অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যান্যে কলহ করেন অনুক্ষণ॥
প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব চঞ্চল।
পড়ুয়া গণের সহ করেন কোন্দল॥
কেহ বলে তোর গুরু কোন বুদ্ধি তার।
কেহ বলে এই দেখ আমি শিষ্য যার॥
এই মত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি।
তবে জল ফেলাফেলি তবে দেন বালি॥
তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে।
কর্দ্দম ফেলিয়া কার গায়ে কেহ মারে॥
রাজার দোহাই দিয়া কেহ কারে ধরে।
মারিয়া পলায় কেহ গঙ্গার ও পারে॥
এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল।
বালি কাদাময় সব হয় গঙ্গা জল॥
জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এই মত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়॥
প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঞিং॥

প্রতি ঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি।
এক ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি॥
যত যত প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
তারা বলে কলহ করহ কি কারণ॥
জিজ্ঞাসা করহ বুঝি কার কোন বুদ্ধি।
বৃত্তি পাঁজি টীকার যে জানে দেখি শুদ্ধি॥
প্রভু বলে ভাল ভাল এই কথা হয়।
জিজ্ঞাসুক আমারে যাহার চিত্তে লয়॥
কেহ বলে এত কেন কর অহঙ্কার।
প্রভু বলে জিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার॥
ধাতু সূত্র বাখানহ বলে সে পড়ুয়া।
প্রভু বলে বাখানি যে শুন মন দিয়া॥
সর্ব্বশক্তি সমন্বিত প্রভু ভগবান।
করিলেন সূত্র ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ॥
ব্যাখ্যা শুনি সবে বলে প্রশংসা বচন।
প্রভু বলে এবে শুন করি যে খণ্ডন॥
যত ব্যাখ্যা কৈল তাহা দূষিব সকল।
প্রভু বলে স্থাপ এবে কার আছে বল॥
চমৎকার সবেই ভাবেন মনে মনে।
প্রভু বলে শুন এবে করি এ স্থাপনে॥
পুনঃ হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র।
সর্ব্বমতে সুন্দর কোথাও নাহি মন্দ॥
যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
সন্তোষে সবেই করিলেন আলিঙ্গন॥

পড়ুয়া সকল বলে আজি ঘরে যাও।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাও
এই মত প্রতি দিন জাহ্নবীর জলে।
বৈকুণ্ঠ নায়ক বিদ্যা রসে খেলা খেলে॥
এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি।
শিষ্য সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি॥
জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ সঙ্গে।
ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ও পার হয় রঙ্গে॥
বহু মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার॥
কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।
নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য॥
যদ্যপিও গঙ্গা অজ ভবাদি বন্দিতা।
তথাপিও যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥
করি বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥
যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজন।
তুলসীতে জল দিয়া করেন ভোজন॥
ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে॥
আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনি।
ভুলিলা পুস্তক-রসে সব দেব-মণি॥

দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র মহাশয় ।
রাত্রি দিবা হরিষে কিছু না জানয় ॥
দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পুত্র মুখ ।
নিতি নিতি পায় অনির্ব্বচনীয় সুখ ॥
যেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান ।
সশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান ॥
সাযুজ্য বা কোন উপাধিক সুখ তানে ।
সাযুজ্যাদি সুখ মিশ্র অল্প করি মানে ॥
জগন্নাথ মিশ্র পায় বহু নমস্কার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ পুত্র রূপে যার ॥
এই মত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুত্রেরে ।
নিরবধি ভাসে মিশ্র আনন্দ সাগরে ॥
কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান ।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপম ॥
ইহা দেখি মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে ।
ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে ॥
ভয়ে মিশ্র পুত্র সমর্পয়ে কৃষ্ণ স্থানে ।
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি শুনে ॥
মিশ্র বলে কৃষ্ণ তুমি রক্ষিতা সবার ।
পুত্র প্রতি শুভ-দৃষ্টি করিবে আমার ॥
যে তোমার চরণ কমল স্মৃতি করে ।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহার মন্দিরে ॥
তোমার স্মরণ হীন যে যে পাপ স্থান ।
তথায় ডাকিনী ভূত প্রেত অধিষ্ঠান ॥

তথাহি। ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্ত সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্রহি॥

আমি তোর দাস প্রভু যতেক আমার।
রাখিবা আপনে তুমি সকল তোমার॥
অতএব যত আছে বিঘ্ন বা সঙ্কট।
না আসুক কভু মোর পুত্রের নিকট॥
এই মত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ।
এক চিত্তে বর মাগে তুলি দুই হাত॥
দৈবে এক দিন স্বপ্ন দেখি মিশ্রবর।
হরিষ বিষাদ বড় হইল অন্তর॥
স্বপ্ন দেখি স্তব পড়ি দণ্ডবত করে।
হে গোবিন্দ নিমাঞি রহুক মোর ঘরে॥
সবে এই বর কৃষ্ণ মাগো তোর ঠাঞি।
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি॥
শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত।
এ সকল বর কেন মাগ আচম্বিত॥
মিশ্র বলে আজি মুই দেখিনু স্বপন।
নিমাঞি করেছে যেন শিখার মুণ্ডন॥
অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে কৃষ্ণ বলে সর্ব্বদায়॥
অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
নিমাঞি বেড়িয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥
কখন নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ লইয়া দেয় সবার মাথায়॥

চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্র বদন।
সবেই গায়েন জয় শ্রীশচী নন্দন॥
মহানন্দে চতুর্দ্দিকে সবে স্তুতি করে।
দেখিয়া আমার ভয়ে বাক্য নাহি স্ফুরে॥
কতক্ষণে দেখি কোটি কোটি লোক লৈয়া।
নিমাঞি বুলেন প্রতি নগরে নাচিয়া॥
লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড পশিয়া সবে হরিধ্বনি গায়॥
চতুর্দ্দিকে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি।
নীলাচলে যায় সর্ব্ব ভক্তের সংহতি॥
এই স্বপ্ন দেখি চিন্তা পাঙ সর্ব্বথায়।
বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়॥
শচী বলে স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঞি।
চিন্তা না করিহ ঘরে রহিবে নিমাঞি॥
পুঁথি ছাড়ি নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম।
বিদ্যারস তার হৈয়াছে সর্ব্ব ধর্ম্ম॥
এই মত পরম উদার দুই জন।
নানা কথা কহে পুত্র স্নেহের কারণ॥
হেন মতে কত দিন থাকি মিশ্রবর।
অন্তর্ধান হৈলা নিত্য শুদ্ধ কলেবর॥
মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।
দশরথ বিজয়ে যেন হেন রঘুবর॥
দুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈল আয়ীর জীবন॥

দুঃখ বড় এ সকল বিস্তার করিতে।
দুঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে॥
হেন মতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি।
আছেন নিগূঢ়রূপে আপনা সম্বরি॥
পিতৃ হীন বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্র সেবা বহি আর কার্য্য নাই॥
দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা হয় আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ॥
প্রভুও মায়ের প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তানে বলি আশ্বাস উত্তর॥
শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরের দুর্ল্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে॥
শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহ স্মৃতি মাত্র নাহি থাকে কিসে দুঃখ॥
যাব স্মৃতি মাত্রে সর্ব্ব পূর্ণ হয় কাম।
সে প্রভু যাহার পুত্র রূপে বিদ্যমান॥
তাহার কেমতে দুঃখ রহিব শরীরে।
আনন্দ স্বরূপ করিলেন জননীরে॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্র শিশুরূপে।
আছেন বৈকুণ্ঠনাথ স্বানুভাব সুখে॥
ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ।
আজ্ঞা যেন মহা মহে[illegible]লাস॥

কি থাকুক না থাকুক নাহিক বিচার।
কহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর ॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন সেইক্ষণে।
আপনার অপচয় তাহা নাহি জানে ॥
তথাপিও শচী যে চাহেন সেইক্ষণে।
নানা যত্নে দেন পুত্র স্নেহের কারণে ॥
এক দিন প্রভু চলিলেন গঙ্গা স্নানে।
তৈল আমলকি চাহিলেন মায়ের স্থানে
দিব্য মালা সুগন্ধি চন্দন দেহ মোরে।
গঙ্গা স্নান করি চাও গঙ্গা পুজিবারে ॥
জননী কহেন বাপ শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনি গিয়া ॥
আনি গিয়া যেই মাত্র শুনিল বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন ॥
এখনি যাইবা তুমি মালা আনিবারে।
এত বলি ক্রুদ্ধ হই প্রবেশিল ঘরে ॥
যতেক আছিল গঙ্গা জলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধবশ ॥
তৈল ঘৃত লবণ আছিল যাতে যাতে।
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাতে ॥
ছোট বড় ঘরে যত ছিল ঘট নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান ॥
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল ঘৃত দুগ্ধ।
তণ্ডুল কাপাস ধান্য লোণ বড়ি মুদ্গ ॥

যতেক আছিল সিকা টানিয়া টানিয়া।
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া॥
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খান খান করি চিরি ফেলে দুই করে॥
সব ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষে।
তবে শেষে গৃহ প্রতি হৈল ক্রোধাবেশে॥
দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে;
হেন প্রাণ নাহি কার যে নিষেধ করে॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাতিয়া॥
তথাপিও ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয়॥
গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া।
মহা ভয়ে আছেন যে হেন লুকাইয়া॥
ধর্ম্ম সংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন॥
এতাদৃশ ক্রোধ আর আছেন ব্যাপিয়া।
তথাপিও জননীরে না মারিল গিয়া॥
সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে।
গড়াগড়ি যাইতে লাগিলা ক্রোধ মনে॥
শ্রীকনক অঙ্গ হৈলা বালুকা বেষ্টিত।
সেই হৈলা মহা শোভা অকথ্য চরিত॥
কত ক্ষণে মহা প্রভু গড়াগড়ি দিয়া।
স্থির হই রহিলেন শয়ন করিয়া॥

সেই মতে দৃষ্টি কৈলা যোগ নিদ্রা প্রতি।
পৃথিবীতে শুইয়াছে বৈকুণ্ঠের পতি॥
অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাহার শয়ন।
লক্ষ্মী যাঁর পাদ-পদ্ম সেবে অনুক্ষণ॥
চারি বেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে ভাসে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়ে যার দাসে॥
ব্রহ্মা শিব আদি মত্ত যাঁর গুণ ধ্যানে।
হেন প্রভু নিদ্রা যান শচীর অঙ্গণে॥
এই মত মহা প্রভু স্বানুভাবে ভাসে।
নিদ্রা যায় দেখি সর্ব্ব দেবে কান্দে হাসে॥
কতক্ষণে শচী দেবী মালা আনাইয়া।
গঙ্গা পূজিবার সজ্জা প্রত্যক্ষ করিয়া॥
ধীরে২ পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি তুলিতে লাগিল দেবী গিয়া॥
উঠ উঠ বাপ মোর হের মালা ধর।
আপন ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গা পূজা কর॥
ভাল হৈল বাপ যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া।
জননীর বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত অন্তর॥
এথা শচী সর্ব্ব গৃহ করি উপস্কার।
রন্ধনের উদ্যোগ লাগিলা করিবার॥

যদ্যপিও প্রভু এত করে অপচয়।
তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয়॥
কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ প্রকারে।
যশোদায় সহিলেন গোকুল নগরে॥
এই মত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা।
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা॥
ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক।
এই মত চঞ্চলতা করেন যতেক॥
সকল সহেন আই কায় বাক্য মনে।
হইলেন আই যেন পৃথিবী আপনে॥
কতক্ষণে মহা প্রভু করি গঙ্গা স্নান।
আইলেন গৃহে ক্রীড়াময় ভগবান॥
বিষ্ণু পূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া।
ভোজন করিয়া প্রভু হই হর্ষ মন।
হাসিয়া তাম্বুল প্রভু করেন চর্ব্বণ॥
ধীরে ধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা।
এত অপচয় বাপ কি কার্য্যে করিলা॥
ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকল তোমার।
অপচয় তোমার সে কি দায় আমার॥
পড়িবারে তুমি বল এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাই কালি কি খাইবা॥
হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন।
প্রভু বলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিব পোষণ॥

এত বলি পুস্তক লইয়া প্রভু করে।
সরস্বতী পতি চলিলেন পড়িবারে॥
কতক্ষণ বিদ্যা রস করি কুতূহলে।
জাহ্নবীর কুলে আইলেন সন্ধ্যা কালে॥
কতক্ষণ থাকি প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
তবে পুনঃ আইলেন আপন মন্দিরে॥
জননীরে ডাক দিয়া আনিয়া নিভৃতে।
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিল তার হাতে॥
দেখ মাতা কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল॥
এত বলি মহা প্রভু চলিলা শয়নে।
পরম বিস্মিত হই আই মনে গণে॥
কোথা হৈতে সুবর্ণ আনয়ে বার বার।
পাছে কোন প্রমাদ জন্মায় আসি আর॥
যেই মাত্র সম্বল সঙ্কোচ হয় ঘরে।
সেই এই মত সোণা আনে বারে বারে॥
কিবা ধার্‌য়া করে কিবা কোন সিদ্ধি জানে।
কোন রূপে কার সোণা আনে বা কেমনে॥
মহা অকৈতব আই পরম উদার।
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বার২॥
দশঠাঞি পাঁচঠাঞি দেখাইয়া আগে।
লোকে দেখাইয়া আই ভাঙ্গায়েন তবে॥
হেন মতে মহা প্রভু সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বর।
গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥

না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠিতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥
ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর কেশ সর্ব্ব মনোহর॥
স্কন্ধে উপবীত ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন দিব্য দন্ত॥
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ বসন॥
যেই দেখে সেই এক দৃষ্টে রূপ চায়।
হেন নাহি ধন্য২ বলি যে না যায়॥
হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥
সকল সভার মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্ব্ব প্রধান করিয়া॥
গুরু বলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি বলিলাম দৃঢ়॥
প্রভু বলে তুমি আশীর্ব্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য পদ কোন দুর্ল্লভ তাহারে॥
যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌর সুন্দর।
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর॥
আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন॥
কেহ যদি কোন মতে না পারে স্থাপিতে।
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সুরীতে॥

কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥
এই মতে আছেন ঠাকুর বিদ্যারসে।
প্রকাশ না করে জগতের দিন দোষে॥
হরি ভক্তি শূন্য হৈল সকল সংসার।
অসৎ সঙ্গ অসৎ পথ বহি নাহি আর॥
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥
মিথ্যা সুখে দেখি সব লোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ দুঃখ ভাবেন অন্তর॥
কৃষ্ণ বলি সর্ব্বগণে করেন ক্রন্দন।
এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ॥
হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি রতি।
কত কাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি॥
যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখেতে বিহরে॥
কৃষ্ণ যাত্রা মহোৎসব পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি কর্ম্মে সে আনন্দ করি মরে॥
তোমার সে জীব প্রভো তুমি ত রক্ষিতা।
কি বলিব আমরা তুমি সে সর্ব্ব পিতা॥
এই মত ভক্তগণ সবার কুশল।
চিন্তেন গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল॥
এখন শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে কহি কিছু মহিমা তাহান॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি আদিখণ্ডে মিশ্রচন্দ্র পরলোক নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস গদাধরের নিধান॥
জয় জগন্নাথ শচী পুত্র বিশ্বম্ভর।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর॥
পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন লীলায়॥
হাড়ো ওঝা নামে পিতা মাতা পদ্মাবতী
একচাকা নামে গ্রাম গৌড়েশ্বর তথি॥
শিশু হইতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান।
জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের ধাম॥
সেই হৈতে রাঢ়ে হইল সর্ব্ব সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য দোষ খণ্ডিল সকল॥
যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্চ্ছাগত হৈল যেন সকল সংসারে॥
কত লোক বলিলেক হইল বজ্রপাত।
কত লোক মানিলেক পরম উৎপাত॥
কত লোক বলিলেক জানিল কারণ।
গৌড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জ্জন॥
এই মত সর্ব্ব লোক নানা কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায়॥
হেন মতে আপনা লুকাই নিত্যানন্দ।
শিশুগণ সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফূরে॥
দেব সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে॥
তবে পৃথ্বী লঞা সবে নদীতীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে ঊর্দ্ধরায়॥
কোন শিশু লুকাইয়া ঊর্দ্ধ করি বোলে।
জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা গোকুলে॥
কোন দিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব দৈবকীর করায়েন বিয়া॥
বন্দি ঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ জন্ম করায়েন কেহ নাহি জাগে॥
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লঞা ভাণ্ডিলা কংসেরে॥

কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে॥
কোন দিন শিশু সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া॥
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু সঙ্গে গিয়া চুরি করে॥
তাঁরে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রি দিন নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥
যাহার বালক তারা কিছু নাহি বলে।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লঞা কোলে॥
সবে বলে না দেখি এমত কৃষ্ণ খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা॥
কোন দিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ॥
ঝাপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া॥
কোন দিন তালবনে শিশু গণ লইয়া।
শিশু সঙ্গে তাল খায় ধনুক মারিয়া॥
শিশু সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক অঘ বৎস করিয়া তাহা মারে॥
বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠির সহিতে।
শিশুগণ সঙ্গে শৃঙ্গ বাহিতে বাহিতে॥
কোন দিন করে গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোন দিন করে খেলা॥

কোন দিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোন দিন করে যজ্ঞপত্নী দরশন॥
কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংস স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া॥
কোন দিন কোন শিশু অক্রূরের বেশে।
লঞা যায় রাম কৃষ্ণ কংসের নিদেশে॥
আপনে যে গোপী ভাবে করেন ক্রন্দন।
নদী বহে হেন সব দেখে শিশুগণ॥
বিষ্ণু মায়া মোহে কেহ লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সব বালক বিহরে॥
মধুপুরি রচিয়া ভ্রমেন শিশু সঙ্গে।
কেহ হয় মালী কেহ মালা পরে রঙ্গে॥
কুব্জা বেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে।
ধনুক ধরিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে॥
কুবলয় চাণুর মুষ্টিক মল্ল মারি।
কংস করি কাহারে পাড়েন চুলে ধরি॥
কংস বধ করিয়া নাচয়ে শিশু সঙ্গে।
সর্ব্ব লোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে॥
এই মত যত অবতার লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা॥
কোন দিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলি রাজা করি চলে তাহার ভবন॥
বৃদ্ধ কাচে শুক্ররূপে কেহ মানা করে।
ভিক্ষা লই চড়ে প্রভু শেষে তার শিরে॥

কোন দিন নিত্যানন্দ সেতু বন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণে ধরে॥
ভেরাণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে।
শ্রীলক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে॥
আবেরে বানরা মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয়॥
ঋষভ পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর সুখ॥
কোন দিন ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামেরে।
মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সত্বরে॥
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক॥
পঞ্চ বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু লইয়া লক্ষ্মণ॥
কে তোরা বানর সব বুল বনে বনে।
আমি রঘুনাথ ভৃত্য বল মোর স্থানে॥
তারা বলে আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাও শ্রীরামচন্দ্র লই পদধূলী॥
তা সবারে কোলে করি আইসে লইয়া।
শ্রীরাম চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
ইন্দ্রজিত বধ লীলা কোন দিন করে।
কোন দিন আপনে লক্ষ্মণ ভাবে হারে॥

বিভীষণ করিয়া আনেন রামস্থানে।
লঙ্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে॥
কোন শিশু বলে মুঞি আইনু রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই সম্বর লক্ষ্মণ॥
এত বলি পদ্ম পুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া॥
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়েন ছাওয়াল সব তবু নাহি জাগে॥
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে॥
শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্বরে।
দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি সর্ব্ব লোক আসি হইলা বিস্মিতে॥
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণ।
কেহ বলে বুঝিলাম ভাবের কারণ॥
পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নটবর।
রাম বনবাসী শুনি এড়েন কলেবর॥
কেহ বলে কাচ কাচিয়াছে এ ছাওয়াল।
হনূমান ঔষধ দিলে হইবেক ভাল॥
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়া ছিলেন সবারে।
পড়িলে তোমরা বেড়ি কান্দহ আমারে॥
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনূমান।
নাকে দিলে ঔষধ আসিব মোর প্রাণ॥

নিজ ভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন।
দেখি বড় বিকল হইলা শিশুগণ॥
ছন্ন হইলেন সবে শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
উঠ ভাই বলি মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
লোক মুখে শুনি কথা হইল স্মরণ।
হনূমান কাচে শিশু চলিল তখন॥
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফল মূল দিয়া হনুমানেরে আশংসে॥
রহ বাপ ধন্য কর আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা হেন জন॥
হনূমান বলে কার্য্য গৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি রহিবারে না পারিব॥
শুনিয়াছ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ॥
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহার জীবন॥
তপস্বী বলয়ে যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান করি কিছু খাই করহ বিজয়॥
নিত্যানন্দ শিক্ষায় বালকে কথা কয়।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্ব লোকে রহি চায়॥
তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি আর শিশু ধরিল চরণে॥
কুম্ভীরের রূপ ধরি যায় জলে লঞা।
হনূমান শিশু আনে কূলেতে টানিয়া॥

কতক্ষণে রণ করি জিনিয়া কুম্ভীর।
আসি দেখে হনুমান আর মহা বীর॥
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাচ।
হনুমানে খাইবারে যায় তার পাছ॥
কুম্ভীর জিনিলে মোরে জিনিবা কেমনে।
তোমা খাও তবে কে জীয়াবে লক্ষ্মণে॥
হনুমান বলে তোর রাবণ কুকুর।
তারে নাহি বস্তু বুদ্ধি তুঞি পালা দূর॥
এই মত দুই জনে হয় গালাগালি।
শেষে হয় চুলাচুলি তবে কিলাকিলী॥
কতক্ষণ সে কৌতুকে জিনিয়া রাক্ষস।
গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশ॥
তাঁহি গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি শিশুগণ।
তা সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ॥
যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্ব্বের গণ।
শিরে করি আনিলেন গন্ধমাদন॥
আর এক শিশু তহি বৈদ্যরূপ ধরি।
ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম সঙরি॥
নিত্যানন্দ মহা প্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি মাতা পিতা আদি হাসে সর্ব্ব জনে॥
কোলে করিলেন লঞা হাড়াই পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত॥
সবে বলে বাপ ইহা কোথায় শিখিলা।
হাসি বলে প্রভু মোর এ সকল লীলা॥

প্রথম বয়সে প্রভু অতি সুকুমার।
কোলে হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার॥
সর্ব্ব লোক পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়া বশে॥
হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণ লীলা বিনা আর না করে আনন্দ॥
পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব্ব শিশুগণ।
নিত্যানন্দ সংহতি বেড়ান সর্ব্বক্ষণ॥
সে সব শিশুর পায়ে বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যার এমত বিহার॥
এই মত ক্রীড়া করি নিত্যানন্দ রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা আর নাহি ভায়॥
অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে।
তাহান কৃপায় যেন মত স্ফূরে যারে॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
তীর্থ যাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর॥
নিত্যানন্দ তীর্থ যাত্রা শুন আদিখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দে দুষ্ট পাপীষ্ঠ পাষণ্ডে॥
যে প্রভু করিল সর্ব্ব জগত উদ্ধার।
করুণা সমুদ্র যাহা বহি নাহি আর॥
যাহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্য মহত্ত্ব॥

শুন শ্রীচৈতন্য প্রিয়তমের কথন।
যেমতে করিলা তীর্থ-মণ্ডলী ভ্রমণ ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর ॥
গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব রাজধানী।
যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তর বাহিনী ॥
গঙ্গা দেখি বড় সুখি নিত্যানন্দ রায়।
স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায় ॥
প্রয়াগে করিলা মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্ব জন্ম স্থান ॥
যমুনা বিশ্রাম ঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বুলেন কুতূহলী ॥
বৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ ॥
গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥
তবে প্রভু মদন গোপাল নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥
ভক্ত স্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তি শূন্যের কারণ ॥
বলরাম কীর্ত্তি দেখি হস্তিনা নগরে।
ত্রাহি হলধর বলি নমস্কার করে ॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান হইলা আনন্দ ॥

সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্ন দান॥
শিব কাঞ্চি বিষ্ণু কাঞ্চি গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুই গণে মহা মহা দ্বন্দ॥
কুরুক্ষেত্রে পুণ্যোদক বিন্দু সরোবর।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবর॥
ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থে চক্রতীর্থেতে চলিলা॥
প্রতিস্রোতা গেলা প্রভু প্রাচি সরস্বতী।
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি॥
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা নগর।
রাম জন্মভূমি দেখি কান্দিল বিস্তর॥
তবে গেলা গুহক চণ্ডাল রাজ্য যথা।
মহা মূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা॥
গুহক চণ্ডালে মাত্র হইলা স্মরণ।
তিন দিন হইলা আনন্দে অচেতন॥
যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ॥
তবে গেলা সরযু কৌশিক মুনি স্থান।
তবে গেলা পৌলস্থ আশ্রম পুণ্য স্থান॥
গোমতি গণ্ডকী শোণ তীর্থে স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্র পর্ব্বত চূড়োপরি॥
পরশুরামেরে তথা করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা জন্ম ভূমি হরিদ্বার॥

পম্পা ভীমরথি গেলা সপ্ত গোদাবরী।
বেণু তীর্থে পিপাসায় মর্জ্জন আচরি॥
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ পার্ব্বতী॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরূপে মহেশ পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি॥
নিজ ইষ্টদেব চিনিলেন দুই জন।
অবধৌতরূপে করে তীর্থ পর্য্যটন॥
পরম সন্তোষ দোহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া॥
পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি নিত্যানন্দ দোঁহে করে নমস্কারে॥
কি অন্তর কথা হৈল কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন॥
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কাম কোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চী হরিদ্বার গিয়া গেলেন কাবেরী॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্য স্থান।
তবে করিলেন হরি ক্ষেত্রেরে পয়ান॥
ঋষভ পর্ব্বতে গেলা দক্ষিণ মথুরা।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনা উত্তরা॥
মলয় পর্ব্বত গেলা অগস্ত্য আলয়।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয়॥
তা সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রমে গেলা পরম আনন্দ॥

কত দিন নর নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে॥
তবে নন্দীগ্রামে গেলা ব্যাসের আলয়।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়॥
সাক্ষাত হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড প্রণত হইলা॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসিয়াছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥
তবে প্রভু আইলেন কন্যকা নগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণ সাগর॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চ অপ্সরার সরোবরে॥
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কুলাচলে ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে ঘরে॥
দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
নির্ব্বিন্ধ্যা পায়োষ্ণী তাপী ভ্রমেণ লীলায়॥
রেমা মাহেস্বতী পুরী মল্ল তীর্থ গেলা।
সপাবক দিয়া প্রভু প্রতিচি চলিলা॥
এই মত অভয় পরমানন্দ রায়।
ভ্রমে নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কাহায়॥

নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে কে বুঝে সে রস॥
এই মত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র সহ হইল দরশন॥
মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর॥
কৃষ্ণ রস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কৃষ্ণের বিকার॥
যার শিষ্য মহা প্রভু আচার্য্য গোসাঞি।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই॥
মাধব পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ॥
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা আপনা পাসরি॥
ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
শ্রীগৌরচন্দ্র কহিয়াছেন বার বার॥
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী আদি শিষ্যগণে॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য দৃষ্টি দুই জন।
অন্যান্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন॥
বালু গড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ প্রেমের আবেশে॥
প্রেম নদী বহে দুই প্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে॥

কম্প অশ্রু পুলক ভাবের অন্ত নাঞি।
দুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য গোসাঞি॥
নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিলাম যত।
সম্যক তাহার ফল পাইলাম তত॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে রুদ্ধ কণ্ঠ প্রেম জলে॥
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি॥
ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দ পুরী আদি যত।
সর্ব্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত॥
সবে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণ প্রেম কাহার শরীরে না দেখেন॥
সবেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সবে ভ্রমেণ দেখিয়া॥
অন্যান্য সে সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যান্য দেখি কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ॥
কত দিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র সঙ্গে।
ভ্রমেণ শ্রীকৃষ্ণ কথা পরানন্দ রঙ্গে॥
মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেম মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়॥

নিত্যানন্দ মহা মত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে ॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি হরি বলি করয়ে কীর্ত্তন ॥
রাত্রি দিন কেহ নাহি জানে তত্ত্ব রসে।
কত কাল যায় কেহ ক্ষণ নাহি বাসে ॥
মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে ॥
মাধবেন্দ্র বলে প্রেম না দেখিল কোথা।
সেই মোর সর্ব্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা ॥
জানিল কৃষ্ণের কৃপা আছে আমার প্রতি
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব তীর্থ বৈকুণ্ঠাদি ময় ॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥
এই মত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি।
অহর্নিশ বলেন করেন রতি মতি ॥
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥

এই মত অন্যান্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণ প্রেমে না জানেন কোথা দিবা রাতি॥
কত দিন মাধবেন্দ্র সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ॥
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে॥
অতএব জীবনের রক্ষা সে বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে বিচ্ছেদে প্রাণ রহে॥
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র দুই দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ প্রেম ধন॥
হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেম রসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে॥
ধনু তীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়া নগর॥
মায়াপুরী অবন্তি দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড় নৃসিংহ দেবপুরী॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্য স্থান।
শেষে নীলাচল-চন্দ্র দেখিতে পয়ান॥
আইলেন নীলাচল চন্দ্রের নগরে।
ধ্বজ দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইলা শরীরে॥
দেখিলেন চতুর্ব্বূহ রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ॥
দেখি মাত্র হইলেন পুলকে মূর্চ্ছিতে।
পুনঃ বাহ্য হয় পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে॥

কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু আছাড় হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ॥
এই মত নিত্যানন্দ থাকি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গা সাগর আইলা কুতূহলে ॥
তার তীর্থ যাত্রা সব কে পারে কহিতে।
কিছু লিখিলাম মাত্র তাঁর কৃপা হৈতে ॥
এই মত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায় ॥
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা রাতি ॥
আহার নাহিক কদাচিত দুগ্ধ পান।
সেহ অযাচিত যদি কেহ করে দান ॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ॥
আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে ॥
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায় ॥
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা খেলা খেলে ॥
যদ্যপিও নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্ব শক্তি।
তথাপিও কারে দিতে না পারেন ভক্তি ॥
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ।
তাঁহার আজ্ঞায় ভক্তি দানের বিলাস

কেহ কিছু না করে চৈতন্য আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে অল্পতা নাহি পায় প্রভুগণে॥
কি অনন্ত কিবা শিব অজাদি দেবতা।
চৈতন্য আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা॥
ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বথায়॥
সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ দ্বারা পাইলেন প্রেমধনে॥
চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রায।
চৈতন্যের রস বৈসে যাহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্যে ভক্তি হয়॥
আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য মহিমা স্ফূরে যাঁহার কৃপায়॥
চৈতন্য কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ যায় কতি॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥
কেহ বলে নিত্যানন্দ যেন বলরাম।
কেহ বলে চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥
কিবা যতী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানি।
যার যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তোমার সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারি তার শিরের উপরে॥
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি।
মন্দ বলে হেন দেখ সে কেবল স্তুতি॥
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে সে কলহ দেখ সব কুতূহল॥
ইথে একজনের হইয়া পক্ষ সে।
অন্য জনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তার পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায়॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁর হইয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাও এই অভিমত॥
জয় জয় মহা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়।
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্ত বিত্ত রয়॥
তোমার পরম ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
বিনা তুমি দিলে তাঁরে কেহ নাহি পায়॥
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ।
যাবত না আপনে প্রকাশে গৌরচন্দ্র॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের তীর্থ পর্য্যটন।
যেই ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি আদিখণ্ডে শ্রীনিতাইচাঁদ বাল্যলীলা
তীর্থযাত্রা কথনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র মহা মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ প্রিয় নিত্য কলেবর॥
জয় শ্রীগোবিন্দ দ্বারপালকের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
জয় জয় জগন্নাথ পুত্র বিপ্ররাজ।
জয় হউ তোর যত শ্রীভক্ত সমাজ॥
জয় জয় কৃপাসিন্ধু কমল লোচন।
হেন কৃপা কর তোর যশে রহু মন॥
আদিখণ্ডে শুন ভাই চৈতন্যের কথা।
বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
রাত্রি দিন বিদ্যা-রসে নাহি অবসর॥
উষা কালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্ব শিষ্যগণ সাথ॥

আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ প্রতি পক্ষ প্রভু করেন সদায়॥
প্রভু স্থানে পুথি নাহি চিন্তয়ে যে জন।
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ॥
পড়িয়া বসেন প্রভু পুথি চিন্তাইতে।
যার যত গণ লৈয়া বৈসে নানা ভিতে॥
না চিন্তে মুরারি গুপ্ত পুথি প্রভু স্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালয়ে তাহানে॥
যোগপট্ট ছাঁদে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন॥
চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ তিলক সুভাতি।
মুকুতা গঞ্জয়ে শ্রীদশনের জ্যোতিঃ॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদন মোহন।
ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন॥
বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য পরকাশ।
স্বতন্ত্রয়ে পুথি চিন্তে তারে করে হাস॥
প্রভু বলে ইথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥
সন্ধি কার্য্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুথি প্রবোধে আপনা॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঞি পুথি না চিন্তয়॥
শুনয়ে মুরারি গুপ্ত আটোপ টঙ্কার।
না বলয়ে কিছু কার্য্য করে আপনার॥

তথাপিও প্রভু তারে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখি দ্বিজরায়॥
প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দড়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া॥
রুদ্র অংশ মুরারি পরম খরতর।
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর॥
প্রত্যুত্তর দিলে কেনে বড়ত ঠাকুর।
সবারেই চাল দেখি গর্ব্বহ প্রচুর॥
সূত্রবৃত্তি পাঁজি টীকা কত হেন কর।
আমা জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলে উত্তর॥
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বল কি জানিস তুঞি।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুঞি॥
প্রভু বলে ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা॥
গুপ্ত বলে এক অর্থ প্রভু বলে আর।
প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার॥
প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত।
মুরারির ব্যাখ্যা শুনি হন হরষিত॥
সন্তোষে দিলেন তার অঙ্গে পদ্ম হস্ত।
মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত॥

চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত আপন হৃদয়।
প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নয়॥
এতাদৃশ পাণ্ডিত্য কি মনুষ্যের হয়।
হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দ ময়॥
চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জা নাঞি।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাঞি॥
সন্তোষিত হইয়া বলেন বৈদ্যবর।
চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর॥
ঠাকুর সেবকে এই মত করি রঙ্গ।
গঙ্গা স্নানে চলিলেন লৈয়া সব সঙ্গ॥
গঙ্গা স্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে।
এই মত বিদ্যা রসে ঈশ্বর বিহরে॥
মুকুন্দ সঞ্জয় বড় মহা ভাগ্যবান।
যাহার আলয় বিদ্যা বিলাসের স্থান॥
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়।
তাহারাও তাঁর প্রতি ভক্ত সর্ব্বথায়॥
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে।
চতুর্দ্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তার ধরে॥
গোষ্ঠি করি তাঁহাই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ॥
কতরূপে ব্যাখ্যা করে কত বা খণ্ডন।
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ॥
প্রভু কহে সন্ধি কার্য্য নাহিক যাহার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥

হেন জন দেখি ফাকি বলুক আমার।
তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী সবার॥
এইমত বৈকুণ্ঠ নায়ক বিদ্যারসে।
ক্রীড়া করে চিনিতে না পারে কোন দাসে॥
কিছু মাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন।
বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ॥
দৈবে সেই নবদ্বীপে এক সুব্রাহ্মণ।
বল্লভ আচার্য্য নাম জনকের সম॥
তার কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
নিরবধি বিপ্র তার চিন্তে যোগ্যপতি॥
দৈবে লক্ষ্মী এক দিন গেলা গঙ্গা স্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই খানে॥
নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পদদ্বন্দ॥
হেনমতে দোঁহা চিনি দোহা ঘর গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্র বনমালী নাম।
সেই দিন গেলা তিঁহো শচী দেবী স্থান॥
নমস্করি আই-রে বসিল দ্বিজবর।
আসন দিলেন আই করিয়া আদর॥
আই-রে বলেন তবে বনমালী আচার্য্য।
পুত্র বিবাহের কেন না চিন্তিহ কার্য্য॥
বল্লভ আচার্য্য কুলে শীলে সদাচারে।
নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে॥

তার কন্যা লক্ষ্মী প্রায় রূপে শীলে মানে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে ॥
আই বলে পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য্য আর ॥
আইর কথার বিপ্র রস না পাইয়া।
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া ॥
দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র সঙ্গে।
তারে দেখি আলিঙ্গন কৈল প্রভু রঙ্গে ॥
প্রভু বলে কহ গিয়াছিলে কোন ভিতে।
দ্বিজ বলে তোমার জননী সম্ভাষিতে ॥
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাম তানে।
না জানি শুনিয়া শ্রদ্ধা না করিল কেনে ॥
শুনি তার বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।
হাসি তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা ॥
জননীরে হাসিয়া বলেন সেইক্ষণে।
আচার্য্যের সম্ভাষা না করিলা কেনে ॥
পুত্রের ইঙ্গিত পাই শচী হরষিতা।
আর দিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথা ॥
শচী বলে বিপ্র কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করহ বলিল এই আমি ॥
আইর চরণ ধূলী লইয়া ব্রাহ্মণ।
সেইক্ষণে চলিলেন বল্লভ ভবন ॥
বল্লভ আচার্য্য দেখি সম্ভ্রমে তাহানে।
বহু মান করি বসাইলেন আসনে ॥

আচার্য্য বলেন শুন আমার বচন।
কন্যা বিবাহের এবে কর সু লগণ॥
মিশ্র পুরন্দর পুত্র নাম বিশ্বম্ভর।
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের সাগর॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।
কহিলাম এই কর যদি চিত্ত লয়॥
শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বলেন হরিষে।
সে হেন কন্যার পতি মিলি ভাগ্যবশে॥
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্ট কন্যারে॥
তবে সে সে হেন আসি মিলিবে জামতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্ব্বথা॥
সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাঞি
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া॥
বল্লভ মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য।
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি সব কার্য্য॥
সিদ্ধি কথা আসিয়া কহিলা আই স্থানে।
সকল হইল কার্য্য কর শুভক্ষণে॥
আপ্ত লোক শুনি সবে হরষিত হৈলা।
সবেই উদ্যোগ আসি করিতে লাগিলা॥
অধিবাস লগ্ন করিলেন শুভ দিনে।
নৃত্য গীত নানা বাদ্য গায় নটগণে॥

চতুর্দ্দিগে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি।
মধ্যে চন্দ্র সম বসিলেন দ্বিজমণি॥
ঈশ্বরের গন্ধমালা দিয়া শুভক্ষণে।
অধিবাস করিলেন আত্মবর্গগণে॥
দিব্য গন্ধ চন্দন তাম্বুল মালা দিয়া।
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥
বল্লভ আচার্য্য আসি যথা বিধি রূপে।
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি স্নান দান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সন্মান॥
নৃত্য গীতে বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল।
চতুর্দ্দিকে লেহ দেহ শুনি কোলাহল॥
কত বা মিলিল আসি পতিব্রতা-গণ।
কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
খই কলা সিন্দুর তাম্ব ল তৈল দিয়া।
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হঞা॥
দেবগণ দেব বধূগণ নররূপে।
প্রভুর বিবাহে আসিয়াছেন কৌতুকে॥
বল্লভ আচার্য্য এইমত বিধি ক্রমে।
করিলেন দেব পিতৃ কার্য্য হর্ষ মনে॥
তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধুলী সময়ে।
যাত্রা করি আইলেন মিশ্রের আলয়ে॥
প্রভু আইলেন মাত্র মিশ্র গোষ্ঠি সনে।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈলা সবে মনে॥

সম্ভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধি রূপে।
জামাতারে বসাইলা পরম কৌতুকে॥
শেষে সর্ব্ব অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ॥
হরি ধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিলা করিতে।
তুলিলেন সবে লক্ষ্মী পৃথিবী হইতে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
যোড় হস্তে রহিলেন করি নমস্কার॥
তবে শেষে হৈল পুষ্প মালা ফেলাফেলী।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে মহা কুতূহলী॥
দিব্য মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্করি করিলেন আত্ম সমর্পণে॥
সর্ব্ব দিকে মহা জয় জয় হরিধ্বনি।
উঠিল পরমানন্দ আর নাহি শুনি॥
হেনমতে শ্রীমুখ চন্দ্রিকা করি রসে।
বসিলেন প্রভু লক্ষ্মী করি বাম পাশে॥
প্রথম বয়স প্রভু জিনিয়া মদন।
বাম পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ॥
কি শোভা কি সুখ সে হইল মিশ্র ঘরে।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে॥
তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যা দান।
বসিলেন যে হেন ভীষ্মক বিদ্যমান॥
যে চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর ব্রহ্মার।
জগত সৃজিতে শক্তি হইল সবার॥

হেন পাদ পদ্মে পাদ্য দিলা বিপ্রবর।
বস্ত্র মাল্য চন্দনে ভূষিয়া কলেবর॥
যথাবিধি রূপে কন্যা করি সমর্পণ।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ॥
তবে যত কিছু কুল ব্যবহার আছে।
পতিব্রতাগণে তাহা করিলেন পাছে॥
সে রাত্রি তথায় থাকি তবে আর দিনে।
নিজ গৃহে আইলা মহাপ্রভু লক্ষ্মী সনে॥
লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায়।
আইসেন দেখিতে সকল লোক ধায়॥
গন্ধ মাল্য অলঙ্কার মুকুট চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী নারায়ণ॥
সর্ব্ব লোক দেখি মাত্র ধন্য ধন্য বলে।
বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে॥
কতকাল এ বা ভাগ্যবতী হরগৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি॥
অল্প ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে।
এই হর গৌরী হেন বুঝি কেহ বলে॥
কেহ বলে ইন্দ্র শচী রতি বা মদন।
কোন নারী বলে এই লক্ষ্মী নারারণ॥
কোন নারীগণ বলে যেন সীতারাম।
দোলাপরি শোভিয়াছে অতি অনুপম॥
এই মত নানারূপ বলে নারীগণে।
শুভ দৃষ্টে সবে দেখে লক্ষ্মী নারায়ণে॥

হেনমতে নৃত্য গীতে বাদ্য কোলাহলে।
নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে॥
তবে শচী দেবী বিপ্র পত্নীগণ লঞা।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হঞা॥
দ্বিজ আদি যত জাতি নট বাজনীয়া।
সবারে তুষিলা ধন বস্ত্র বাক্য দিয়া॥
যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ পুণ্য কথা।
তাহার সংসার বন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥
প্রভু পার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান।
শচী গৃহ হইল পরম জ্যোতিঃধাম॥
নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে।
পরম অদ্ভুত রূপ লখিতে না পারে॥
কখন পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।
উলটিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা॥
কমল পুষ্পের গন্ধ ক্ষণে২ পায়।
পরম বিস্মিত আই চিন্তেন সদায়॥
আই চিন্তে বুঝিলাম কারণ ইহার।
এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার॥
অতএব জ্যোতিঃ দেখি পদ্মগন্ধ পাই।
পূর্ব্ব প্রায় দারিদ্র্য দুঃখ তত নাই॥
এই লক্ষ্মী বধূ আসি গৃহে প্রবেশিলে।
কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে॥
এইরূপ নানা মত কথা আই কয়।
ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয়॥

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
কিরূপে করেন কোন কালের বিহার॥
ঈশ্বরে ও আপনারে না জানয়ে যবে।
লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে॥
এই সব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে।
যারে তান কৃপা হয় সেই জানে তানে॥
এই মত গুপ্তভাবে আছে দ্বিজরাজ।
অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটী রূপ মনোহর।
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর॥
আজানু-লম্বিত ভুজ কমল নয়ন।
অধরে তাম্বুল দিব্য বাস পরিধান॥
সর্ব্বদায় পরিহাস মূর্ত্তি বিদ্যাবলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে যবে প্রভু চলে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপ ভ্রমে নবদ্বীপ-পতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী॥
নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান॥
সবে এক গঙ্গাদাস মহা ভাগ্যবান।
যার ঠাঞি প্রভু করে বিদ্যার আদান॥
সকল সংসার দেখি বলে ধন্য ধন্য।
এ নন্দন যাহার তাহার কোন দৈন্য॥
যতেক প্রকৃতি দেখে মদন সমান।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান॥

পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এই মত দেখে সবে যার যেন মতি॥
দেখি বিশ্বম্ভর রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ বিষাদ হই মনে ভাবে সব॥
হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণ রস।
কি করিবে বিদ্যায় হইলে কালবশ॥
মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায়।
দেখিয়াও তবু কেহ দেখিতে না পায়॥
সাক্ষাতেও প্রভু দেখি কেহ কেহ বলে।
কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্য।
প্রভু বলে তোমরা শিক্ষাও মোর ভাগ্য॥
হেনমতে প্রভু গোঙায়েন বিদ্যারসে।
সেবকে চিনিতে নারে অন্য জন কিসে॥
চতুর্দ্দিগ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা রস পায়॥
চাটীগ্রাম নিবাসিও অনেক তথায়।
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায়॥
সবেই জন্মিয়াছেন প্রভুর আজ্ঞায়।
সবেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বথায়॥
অন্যান্যে মিলি সবে পড়িয়া শুনিয়া।
করেন গোবিন্দ চর্চ্চা নিভৃতে বসিয়া॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত॥

বিকাল হইলে আসি ভাগবতগণ।
অদ্বৈত সভায় সবে হয়েন মিলন॥
যেই মাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
হেন নাহি জানি কেবা পড়ে কোন ভীত॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে॥
হুঙ্কার করয়ে কেহ মালসাট মারে।
কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পায়ে ধরে॥
এইমতে উঠয়ে পরমানন্দ সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ॥
প্রভুও মুকুন্দ প্রতি বড় সুখী মনে।
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে॥
প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাকি বাখানে মুকুন্দ।
প্রভু বলে কিছু নহে বড় লাগে ধন্দ॥
মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রভাবে।
পক্ষ প্রতি পক্ষ করি প্রভু সনে লাগে॥
এই মত প্রভু নিজ সেবক চিনিয়া।
জিজ্ঞাসেন ফাকি সবে যায়েন হারিয়া॥
শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা বাক্য ব্যয় ভয়ে সবে পলায়েন॥
সহজে বিরক্ত সবে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥
দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহ হাসে উপহাসে॥

যদি কেহ দেখে প্রভু আইসেন দূরে।
সবে পলায়েন ফাকি জিজ্ঞাসের ডরে॥
কৃষ্ণ কথা শুনিতেই সবে ভাল বাসে।
ফাকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ কথা না জিজ্ঞাসে॥
রাজপথে প্রভু আইসেন এক দিন।
পড়ুয়ার সঙ্গে মহা উদ্ধতের চিন॥
মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা স্নান করিবারে।
প্রভু দেখে আড়ে পলাইলা কত দূরে॥
দেখি প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে।
এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥
গোবিন্দ বলেন আমি না জানি পণ্ডিত।
আর কোন কার্য্যে বা চলিল কোন ভীত॥
প্রভু বলে জানিলাম যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ সম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানি যে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥
সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে।
ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে॥
প্রভু বলে আরে বেটা কত দিন থাক।
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক॥
হাসি বলে প্রভু আগে পড় কত দিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন॥

এমন বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাই সব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ব বিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায়॥
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে।
ঘরে গেলা নিজ শিষ্যগণের সহিতে॥
এই মত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
হেনমতে ভক্তগণে নদীয়ায় বৈসে।
সকল নদীয়া মত্ত ধন পুত্র রসে॥
শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে সব পেট পুষিবার আশ॥
কেহ বলে জ্ঞান যোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য কোন ব্যবহার॥
কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিল পথ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাই যাই ভাই ভোজন করিয়া॥
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে গাইলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥
এই মত যত পাপ পাষণ্ডীর গণ।
দেখিলেই বৈষ্ণব করেন সংকথন॥

শুনিয়া বৈষ্ণব সব মহা দুঃখ পায়।
কৃষ্ণ বলি সবেই কাঁদেন ঊর্দ্ধরায় ॥
কত দিনে এ সব দুঃখের হইব নাশ।
জগতেরে কৃষ্ণচন্দ্র করহ প্রকাশ ॥
সকল বৈষ্ণব মিলি অদ্বৈতের স্থানে।
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে ॥
শুনিয়া অদ্বৈত হয় রুদ্র অবতার।
সংহারিমু সব বলি করয়ে হুঙ্কার ॥
আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া ভিতর ॥
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
আর দিনকত গিয়া থাক ভাই সব।
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ অনুভব ॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
দুঃখ পাসরিয়া সবে করেন কীর্ত্তন ॥
উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।
অদ্বৈত সহিত সবে হইলা বিহ্বল ॥
পাষণ্ডীর বাক্য জ্বালা সব গেল দূর।
এই মত পুলকিত নবদ্বীপ পুর ॥
অধ্যয়ন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ বাড়ায় ॥
হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি ॥

কৃষ্ণ-রসে পরম বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময় ॥
তার বেশে তারে কেহ চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত মন্দিরে ॥
যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কোচিত হইয়া ॥
বৈষ্ণবের তেজঃ বৈষ্ণবেরে না লুকায়।
পুনঃ পুনঃ অদ্বৈত তাহার পানে চায় ॥
অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন জন।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন ॥
বলেন ঈশ্বর পুরী আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ ॥
বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত।
গাইতে লাগিলা অতি প্রেমের সহিত ॥
যেই মাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বর পুরী ঢলি পৃথিবীতে ॥
নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে প্রেম ধারার পয়ান ॥
আস্তে ব্যস্তে অদ্বৈত তুলিলা নিজ কোলে।
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে ॥
সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি শ্লোক পড়ে ॥
দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার।
অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার ॥

পাছে সবে জানিলেন শ্রীঈশ্বর পুরী।
প্রেম দেখি সবেই সঙরে হরি হরি॥
এই মত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ পুরে।
অলক্ষিতে বুলেন চিনিতে কেহ নারে॥
দৈবে এক দিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পড়াইয়া আইসেন আপনার ঘর॥
পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিলা আপনে॥
অতি অনির্ব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর।
সব্ব মতে সর্ব্ব বিলক্ষণ গুণধর॥
যদ্যপিও তান মর্ম্ম কেহ নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্ব জনে॥
চাহেন ঈশ্বর পুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর॥
জিজ্ঞাসেন তোমার কি নাম বিপ্রবর।
কি পুথি পড়াও পড় কোন স্থানে ঘর॥
শেষে সবে বলিলেন নিমাঞি পণ্ডিত।
তুমি সে বলিয়া বড় হৈলা হরষিত॥
ভিক্ষা নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তানে।
মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি বিষ্ণুগৃহে বসিলা আসিয়া॥
কৃষ্ণের প্রস্তাব সব কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা অবশ হইলা॥

অপূর্ব্ব প্রেমের ধারা দেখিয়া সন্তোষ ।
না প্রকাশে আপন লোকের দিন দোষ ॥
মাস কত গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে ।
রহিলা ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপ পুরে ॥
সবে বড় উল্লাসিত দেখিতে তাহানে ।
প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে ॥
গদাধর পণ্ডিতের দেখি প্রেম জল ।
বড় প্রীত বাসে তারে বৈষ্ণব সকল ॥
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে ।
ঈশ্বর পুরীও স্নেহ করেন তাহানে ॥
গদাধর পণ্ডিতের আপনার কৃত ।
পুথি পড়ায়েন নাম কৃষ্ণলীলামৃত ॥
পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যা কালে ।
ঈশ্বরপুরীরে নমস্করিবারে চলে ॥
প্রভু দেখি শ্রীঈশ্বরপুরী হরষিত ।
প্রভু হেন না জানেন তবু বড় প্রীত ॥
হাসিয়া বলেন তুমি পরম পণ্ডিত ।
আমি পুথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত ॥
সকল বলিবা কথা থাকে কোন দোষ ।
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ ॥
প্রভু বলে ভক্ত বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন ।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপী জন ॥
ভক্তের কবিত্ব যেতেমতে কেনে নয় ।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয় ॥

মূর্খে বলে বিষ্ণায় বিষ্ণবে বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥

তথাহি। মূর্খো বদতি বিষ্ণায় বুধো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়স্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দূষিবে কোন্ সাহসিক জন॥
শুনিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর।
অমৃত সিঞ্চিত হইল সর্ব্ব কলেবর॥
পুনঃ হাসি বলেন তোমার দোষ নাঞি।
অবশ্য বলিবা দোষ থাকে যেই ঠাঞি॥
এই মত প্রতি দিন প্রভু তান সঙ্গে।
বিচার করেন দুই চারি দণ্ড রঙ্গে॥
এক দিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিয়া।
হাসি দুষিলেন ধাতু না লাগে বলিয়া॥
প্রভু বলে এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন আলয়॥
ঈশ্বরপুরীও সর্ব্ব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বিদ্যারস বিচারেও বড় হরষিত॥
প্রভু গেলে সেই ধাতু করেন বিচার।
সিদ্ধান্ত করেন তহি অশেষ প্রকার॥
সেই ধাতু করেন আত্মনেপদী নাম।
আর দিন প্রভু গেলে করেন ব্যাখ্যান॥

যে ধাতু পরস্মৈপদী বলি গেলা তুমি।
তাহা এই সাধিল আত্মনেপদী আমি॥
ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম সন্তোষ।
ভৃত্য জয় নিমিত্ত না দেন আর দোষ॥
সর্ব্ব কাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য জয়।
এ তান স্বভাব সকল বেদে কয়॥
এই মত কত দিন বিদ্যারস রঙ্গে।
আছিলা ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র সঙ্গে॥
ভক্তি রসে চঞ্চল একত্র নহে স্থিতি।
পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি॥
যে শুনয়ে ঈশ্বর পুরীর পুণ্য কথা।
তার বাস হয় কৃষ্ণ পাদপদ্ম যথা॥
যত প্রেম মাধবেন্দ্র পুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বর পুরীরে॥
পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেণ ঈশ্বরপুরী অতি নির্ব্বিরোধে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

জয় জয় মহা প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
জয় হউ প্রভুর যতেক অনুচর॥

হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
যত অধ্যাপক প্রভু চালেন সবারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোন জন নাহি ধরে॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ জ্ঞান॥
স্বানুভাবানন্দে করে নগর ভ্রমণ।
সংহতি পরম ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ॥
দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন।
হস্তে ধরি প্রভু তানে বলেন বচন॥
আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্যে পলাও।
আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও॥
মনে ভাবে মুকুন্দ জিনিব কেমনে।
ইহার অভ্যাস মাত্র সবে ব্যাকরণে।
ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলঙ্কার।
মোর সঙ্গে যেন গর্ব্ব না করেন আর॥
লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভু সনে।
প্রভু খণ্ডে যত অর্থ মুকুন্দ বাখানে॥
মুকুন্দ বলেন ব্যাকরণ শিশু শাস্ত্র।
বালকেতে ইহার বিচার করে মাত্র॥
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা সনে।
প্রভু কহে বুঝ তোমার যে বা লয় মনে
বিষম বিষম যত কবিত্ব প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার॥

সর্ব্ব শক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি দোষে সব অলঙ্কার॥
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলেন বচন॥
আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুথি চাহ।
কালি বুঝাবাও ঝাট আসিবারে চাহ॥
চলিলা মুকুন্দ লই চরণের ধূলী।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী॥
মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা॥
এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেক ইহার সঙ্গ না ছাড়ি যে তবে॥
এই মতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
ভ্রমিতে দেখেন আর দিনে গদাধর॥
হাসি দুই হাতে প্রভু রাখিল ধরিয়া।
ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥
জিজ্ঞাসিহ গদাধর বলয়ে বচন।
প্রভু বলে কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥
শাস্ত্র অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বলেন ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা॥
গদাধর বলে আত্যন্তিক দুঃখ নাশ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ॥
নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতী পতি।
হেন নাহি তার্কিক যে করিবেক স্থিতি॥

হেন জন নাহিক যে প্রভু সনে বলে।
গদাধর ভাবে আজি বর্ত্তি পলাইলে॥
প্রভু বলে গদাধর আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিবাঙ তুমি আসিবে সত্বর॥
নমস্করি গদাধর চলিলেন ঘরে।
ঠাকুর ভ্রমেণ সর্ব্ব নগরে নগরে॥
পরম পণ্ডিত জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন দেখি সংভ্রম অপার॥
বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে।
গঙ্গা তীরে আসিয়া বসেন মহা রঙ্গে॥
সিন্ধুসুতা সেবিত প্রভুর কলেবর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর॥
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ।
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচী নন্দন॥
বৈষ্ণব সকল যথা সন্ধ্যা কাল হৈলে।
আসিয়া বৈসেন গঙ্গা তীরে কুতূহলে॥
দূরে থাকি প্রভুর ব্যাখ্যান সব শুনে।
হরিষ বিষাদ সবে ভাবে মনে মনে॥
কেহ বলে হেনরূপ হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ নহে কিছু উপকার॥
সবেই বলেন ভাই ইহানে দেখিয়া।
ফাকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া॥
কেহ বলে দেখা হইলে না দেন এড়িয়া।
মহা দানী প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া॥

কেহ বলে ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী।
কোন মহা পুরুষ বা হয় হেন বাসী॥
যদ্যপিও নিরন্তর বাখানেন ফাকি।
তথাপি সন্তোষ বড় পাও ইহা দেখি॥
মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥
অন্যান্যে সবেই সাধেন সবা প্রতি।
সবে বলে ইহান হউক কৃষ্ণে রতি॥
দণ্ডবত হই সবে পড়িলা গঙ্গারে।
সর্ব্ব ভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে॥
হেন কর কৃষ্ণ জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হয় ছাড়ি অন্য মন॥
নিরবধি প্রেম ভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ দেহ আমা সবাকারে॥
অন্তর্যামি প্রভু চিত্ত জানেন সবার।
শ্রীবাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার॥
ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণে ভক্তি হয়॥
কেহ কেহ সাক্ষাতেও প্রভু দেখি বলে।
কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে॥
কেহ বলে হের দেখ নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যায় কি লাভ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥
পড়ে কেনে লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥

হাসি বলে প্রভু বড় ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণ ভক্তি সার॥
তুমি সব যার কর শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান॥
কত দিন পড়াইয়া মোর চিত্ত আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে॥
এত বলি হাসে প্রভু সেবকের সনে।
প্রভুর মায়ায় কেহ প্রভুরে না চিনে॥
এই মত ঠাকুর সবার চিত্ত হরে।
হেন নাহি যে জন অপেক্ষা নাহি করে॥
এই মত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গা তীরে।
কখন ভ্রমেণ প্রতি নগরে নগরে॥
প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরীয়াগণ।
পরম আদর করি বন্দেন চরণ॥
নারীগণ দেখি বলে এই ত মদন।
স্ত্রী লোকে পাউক জন্মে জন্মে হেন ধন॥
পণ্ডিতে দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।
বৃদ্ধ আদি পাদ-পদ্মে করয়ে প্রণাম॥
যোগীগণে দেখে যেন সিদ্ধ কলেবর।
দুষ্ট জন দেখে যেন মহা ভয়ঙ্কর॥
দিবসেক যারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
বন্দি প্রায় হয় যেন পরে প্রেম-ফাঁস॥
বিদ্যারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার।
শুনেন তথাপি প্রীত প্রভুরে সবার॥

যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত।
সর্ব্বভূত কৃপালুতা প্রভুর চরিত॥
পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপ পুরে।
মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের দুয়ারে॥
পক্ষ প্রতি পক্ষ সূত্র খণ্ডন স্থাপন।
বাখানে অশেষ রূপে শচীর নন্দন॥
গোষ্ঠি সহ মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবান।
ভাসয়ে আনন্দে মর্ম্ম না জানয়ে তান॥
বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
এক দিন বায়ু পথে মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তি বিকার সকল॥
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায় হাসে ঘর ভাঙ্গি ফেলে॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে মালসাট পুরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহারেই মারে॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্চ্ছা হয় লোকে দেখি পায় ভয়॥
শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সবে করে প্রতিকার॥
বুদ্ধিমন্ত খাঁন আর মুকুন্দ সঞ্জয়।
গোষ্ঠি সহ আইলেন প্রভুর আলয়॥
বিষ্ণু তৈল নারায়ণ তৈল দেন শিরে।
সবে করে প্রতিকার যার যেই স্ফুরে॥

আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে॥
সর্ব্ব-অঙ্গে কম্প প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্ব্ব জন॥
প্রভু বোলে মুঞি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্বধর মোর নাম বিশ্বম্ভর॥
মুঞি সেই মোরেত না চিনে কোন জনে।
এত বলি লড় দেই ধরে সর্ব্ব জনে॥
আপনা প্রকাশ প্রভু করে বায়ু ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহ তাঁর মায়া বলে॥
কেহ বলে হইল দানব অধিষ্ঠান।
কেহ বলে হেন বুঝি ডাকিনীর কাম॥
কেহ বলে সদাই করেন বাক্য ব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয়॥
এই মত সর্ব্ব জনে করেন বিচার।
বিষ্ণু মায়া মোহে তত্ত্ব না জানিয়া তার॥
বহুবিধ পাক তৈল সবে দেন শিরে।
তৈল দ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে॥
তৈল দ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল॥
এই মত আপন ইচ্ছায় লীলা করি।
স্বাভাবিক হইলা প্রভু বায়ু পরিহরি॥
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ হরিধ্বনি।
কেবা কারে বস্ত্র দেয় হেন নাহি জানি॥

সর্ব্ব লোকে শুনিয়া হইলা হরষিত।
সবে বলে জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত॥
এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
প্রভুরে দেখিয়া সব ত্রিদশের গণ।
সবে বলে ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ॥
ক্ষণেকে নাহিক বাপ অনিত্য শরীর।
তোমারে কি শিখাইব তুমি মহাধীর॥
হাসি প্রভু সবারে করিয়া নমস্কার।
পড়াইতে চলে শিষ্য সংহতি অপার॥
মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে॥
পরম সুগন্ধি পাক তৈল প্রভু শিরে।
কোন পুণ্যবন্ত দেয় প্রভু ব্যাখ্যা করে॥
চতুর্দ্দিকে শোভে পুণ্যবন্ত শিষ্যগণ।
মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগত জীবন॥
সে শোভার মহিমা কহিতে না পারি।
উপমা কি দিব কোন জনে বা বিচারি॥
হেন বুঝি যেন সনকাদি শিষ্যগণ।
নারায়ণ বেড়ি যেন বদরিকাশ্রম॥
তা সবা লইয়া যেন সে প্রভু পড়ায়।
হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌররায়॥
সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ।
নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন॥

অতএব শিষ্য সঙ্গে সেই লীলা করে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
পড়াইয়া প্রভু দুই প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণ লঞা গঙ্গা স্নানে চলে॥
গঙ্গা জলে বিহার করিয়া কতক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূজন॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি হরি হরি॥
লক্ষ্মী দেন অন্ন খান বৈকুণ্ঠের পতি
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী॥
ভোজন অন্তরে করি তাম্বুল চর্ব্বণ।
শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥
কতক্ষণ যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া॥
নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।
সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ॥
যদ্যপি প্রভুর কেহ তত্ত্ব নাহি জানে॥
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্ব জনে॥
নগরে ভ্রমণ করে শ্রীশচী নন্দন।
দেবের দুর্ল্লভ বস্তু দেখে সর্ব্ব জন॥
উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্করে॥
ভাল বস্ত্র আন প্রভু বলয়ে বচন।
তন্তুবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ॥

প্রভু বলে এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা।
তন্তুবায় বলে তুমি আপনে যে দিবা॥
মূল্য করি বলে প্রভু এবে কড়ি নাই।
তাঁতি বলে দশ পক্ষে দিবা যে গোসাঞি॥
বস্ত্র লৈয়া পর তুমি পরম সন্তোষে।
পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে॥
তন্তুবায় প্রতি প্রভু শুভ দৃষ্টি করি।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালার পুরী॥
বসিলেন মহা প্রভু গোপের দুয়ারে।
ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে॥
প্রভু বোলে আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন।
আজি তোর ঘরের লইব মহা দান॥
গোপ বৃন্দে দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন।
সম্ভ্রমে দিলেন আনি উত্তম আসন॥
প্রভু সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
মামা মামা বলি সবে করেন সম্ভাষ॥
কেহ বলে চল মামা ভাত খাই গিয়া।
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া॥
কেহ বলে আমার ঘরের যত ভাত।
পূর্ব্বে যে খাইলে মনে নাহিক তোমার॥
সরস্বতী সত্য কহে গোপ নাহি জানে।
হাসে মহা প্রভু গোপগণের বচনে॥
দুগ্ধ ঘৃত দধি সর সুন্দর নবনী।
সন্তোষে প্রভুরে সব গোপে দেয় আনি॥

গোয়ালা-কুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
গন্ধ-বণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া॥
সম্ভ্রমে বণিক করে চরণে প্রণাম।
প্রভু বলে আরে ভাই ভাল গন্ধ আন॥
দিব্য গন্ধ বণিক আনিল ততক্ষণ।
কি মূল্য লইবা বলে শ্রীশচী নন্দন॥
বণিক বলয়ে তুমি জান মহাশয়।
তোমা স্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্তি হয়॥
আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহ-ত ঠাকুর।
কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর॥
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিও মোরে যেই চিত্তে পড়ে॥
এত বলি আপনে প্রভুর সর্ব্ব অঙ্গে।
গন্ধ দেয় বণিক না জানি কোন রঙ্গে॥
সর্ব্ব ভূত হৃদয় আকর্ষে সর্ব্ব মন।
সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন জন॥
বণিকেরে অনুগ্রহ করি বিশ্বম্ভর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার ঘর॥
পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মালাকার।
আদরে আসন দিয়া করে নমস্কার॥
প্রভু বলে ভাল মালা দেহ মালাকার।
কড়ি পাতি লাগে কিছু নাহিক আমার॥
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় দেখি মালাকার।
মালী বলে কিছু দায় নাহিক তোমার॥

এত বলি মালা দিলা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।
হাসে মহা-প্রভু সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে॥
মালাকার প্রতি প্রভু শুভ দৃষ্টি করি।
উঠিলা তাম্বুলী ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
তাম্বুলী দেখয়ে রূপ মদন মোহন।
চরণের ধূলি লই দিলেন আসন॥
তাম্বুলী বলয়ে বড় ভাগ্য সে আমার।
কোন্ ভাগ্যে তুমি আমা ছারের দুয়ার॥
এতবলি আপনে সে পরম সন্তোষে।
দিলেন তাম্বুল আনি প্রভু দেখি হাসে॥
প্রভু বলে কড়ি বিনা কেনে গুয়া দিলা।
তাম্বুলী বলয়ে চিত্তে হেনই লইলা॥
হাসে প্রভু তাম্বুলীর শুনিয়া বচন।
পরম সন্তোষে করে তাম্বুল চর্ব্বণ॥
দিব্য চূর্ণ কর্পূরাদি যত অনুকূল।
শ্রদ্ধা করি দিল তার নাহি নিল মূল॥
তাম্বূলীরে অনুগ্রহ করি গৌর রায়।
হাসিয়া হাসিয়া সর্ব্ব নগরে বেড়ায়॥
মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপ পুরী।
এক জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি॥
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সংপূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন॥

তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে।
দেখি শঙ্খবণিক সম্ভ্রমে নমস্করে॥
প্রভু বলে দিব্য শঙ্খ আন দেখি ভাই।
কেমনে বা নিব শঙ্খ কড়ি পাতি নাই॥
দিব্য শঙ্খ শাথারি আনিয়া সেইক্ষণে।
প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে॥
শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলহ গোসাঞি।
পাছে কড়ি দিহ না দিলেও দায় নাঞি॥
তুষ্ট হইলা প্রভু শঙ্খবণিক বচনে।
চলিলেন হাসি শুভ দৃষ্টি করি তানে॥
এই মত নবদ্বীপে যত নগরীয়া।
সবার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের চরণ॥
তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান।
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্ব্বজ্ঞান।
বিনয় সম্ভ্রম করি করিলা প্রণাম॥
প্রভু বলে তুমি সর্ব্ব জান ভাল শুনি।
বল দেখি অন্য জন্মে কি ছিলাম আমি॥
ভাল বলি সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি চিন্তে মনে।
জপিতে গোপাল মন্ত্র দেখে সেইক্ষণে॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে মহা জ্যোতিঃ ধাম॥

নিশা ভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দিঘরে।
পিতা মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে॥
সেইক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লইয়া কোলে।
সেই রাত্রে থুইলেন আনিয়া গোকুলে॥
পুনঃ দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী নবনীত দুই করে॥
নিজ ইষ্ট মন্ত্র যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ॥
পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন।
চতুর্দ্দিগে যন্ত্র গীত গায় গোপীগণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত চক্ষু মেলি সর্ব্বজান।
গৌরাঙ্গে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ করে ধ্যান॥
সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে শুন শ্রীবাল গোপাল।
কে আছিলা দ্বিজ এই দেখাও সকল॥
তবে দেখে ধনুর্দ্ধর দুর্ব্বাদল শ্যাম।
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজান॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয় জলমাঝে।
অদ্ভুত বরাহ মূর্ত্তি দন্তে পৃথ্বী সাজে॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে নৃসিংহ অবতার।
মহা উগ্র রূপ ভক্তবৎসল অপার॥
পুনঃ দেখে তাঁহারে বামন-রূপ ধরি।
বলি যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি॥
পুনঃ দেখে মৎস্যরূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে॥

সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধর রূপ শ্রীমূষল করে॥
পুনঃ দেখে জগন্নাথ মূর্ত্তি সর্ব্বজান।
মধ্যে শোভে সুভদ্রা দক্ষিণে বলরাম॥
এই মত ঈশ্বর-তত্ত্ব দেখে সর্ব্বজান।
তথাপি না বুঝে কিছু হেন মায়া তান॥
চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত।
হেন বুঝি এ ব্রাহ্মণ মহা মন্ত্রবিৎ॥
অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে।
পরীক্ষিতে আমারে বা ছলে বিপ্ররূপে॥
অমানুষী তেজ দেখি বিপ্রের শরীরে।
সর্ব্বজ্ঞ করিয়া কিবা কদর্থে আমারে॥
এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিল হাসিয়া।
কে আমি কি দেখ কেন না কহ ভাঙ্গিয়া॥
সর্ব্বজ্ঞ বলয়ে তুমি চলহ এখনে।
বিকালে বলিব মন্ত্র জপি ভাল মনে॥
ভাল ভাল বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয় শ্রীধরের মন্দিরে আইলা॥
শ্রীধরেরে বড় প্রভু প্রসন্ন অন্তরে।
নানা ছলে প্রভু আইসেন তান ঘরে॥
বাক কাব্য পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে।
দুই চারি দণ্ড প্রভু করি চলে রঙ্গে॥
প্রভু দেখি শ্রীধর করিয়া নমস্কার।
শ্রদ্ধা করি আসন দিলেন বসিবার॥

পরম সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায়।
প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায়॥
প্রভু বলে শ্রীধর তুমি সে অনুক্ষণ।
হরি হরি বল তবে দুঃখ কি কারণ॥
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥
শ্রীধর বলেন উপবাস-ত না করি।
ছোট হউক বড় হউক বস্ত্র দেখ পরি॥
প্রভু বলে দেখিলাম গাঁঠি দশ ঠাঞি।
ঘরে বল এই দেখিতেছি খড় নাই॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কেন ঘরে খায় পরে সব নগরিয়া॥
শ্রীধর বলেন বিপ্র বলিলা উত্তম।
তথাপি সবার কাল যায় এক সম॥
রত্ন ঘরে থাকে রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সবার সমান এক যায়।
সবে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে আপন ইচ্ছায়॥
প্রভু বলে তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তাহা মুই বিদিত করিমু কত দিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে॥
শ্রীধর বলেন ঘরে চলহ পণ্ডিত।
তোমায় আমায় দ্বন্দ না হয় উচিত॥

প্রভু বলে আমি তোমা না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে॥
শ্রীধর বলেন আমি খোলা বেচে খাই।
ইহাতে কি দিব তাহা বলহ গোসাঞি॥
প্রভু বলে যে তোমার পোতা ধন আছে।
সে থাকুক এখন পাইব তাহা পাছে॥
এবে কলা মূলা থোড় দেহ কড়ি বিনে।
দিলে আমি কন্দল না করি তোমা সনে॥
মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত বিপ্র বড়।
কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দড়॥
মারিলেও ব্রাহ্মণের কি করিতে পারি।
কড়ি বিনা প্রতি দিন দিবারেও নারি॥
তথাপিও বলে ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে।
সে আমার ভাগ্য বটে দিব প্রতি দিনে॥
চিন্তিয়া শ্রীধর বলে শুনহ গোসাঞি।
কড়ি পাতি তোমার কিছুই দায় নাঞি॥
থোড় কলা মূলা খোলা দিব এই মনে।
সবে আর কলহ না কর আমা সনে॥
প্রভু বলে ভাল ভাল আর দ্বন্দ নাঞি।
তবে থোড় কলা মূলা ভাল যেন পাই॥
*তাহার খোলায় নিত্য করেন ভোজন।
*যার থোড় কলা মূলা হয় শ্রীব্যঞ্জন॥
*শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।
*তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ মরিচের ঝালে॥

প্রভু বলে আমারে কি বাসহ শ্রীধর।
তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর॥
শ্রীধর বলেন তুমি বিপ্র বিষ্ণু অংশ।
প্রভু বলে না জানিলা আমি গোপ বংশ॥
তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ ছাওয়াল।
আমি আপনারে বাসি যে হেন গোওয়াল॥
হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন।
না চিনিল নিজ প্রভু মায়ার কারণ॥
প্রভু বলে শ্রীধর তোমারে কহি তত্ত্ব।
আমা হৈতে তোর সব গঙ্গার মাহাত্ম্য॥
শ্রীধর বলেন ওহে পণ্ডিত নিমাঞি।
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই॥
বয়স বাড়িলে লোক, কত স্থির হয়।
তোমার চাপল্য আর দ্বিগুণ বাড়য়॥
এই মত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি।
আইলেন নিজ গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
বিষ্ণু দ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর॥
দেখি প্রভু পৌর্ণমাসী চন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনচন্দ্র ভাব হইল হৃদয়॥
অপূর্ব্ব মুরলী ধ্বনি লাগিলা করিতে।
আই বিনা আর কেহ না পায় শুনিতে॥
ত্রিভুবন মোহন মুরলী শুনি আই।
আনন্দ মগনে মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঞি॥

ক্ষণেকে চৈতন্য পাই স্থির করি মন।
অপূর্ব্ব মুরলী ধ্বনি করেন শ্রবণ॥
যেখানে বসিয়া আছে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সেই দিকে শুনিলেন বাঁশী মনোহর॥
অদ্ভুত শুনিয়া আই আইলা বাহিরে।
দেখে পুত্র বসিয়াছে বিষ্ণুর দুয়ারে॥
আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ।
পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ॥
পুত্র বক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে।
বিস্মিত হইয়া আই চাহে চারি ভিতে॥
এই মত কত ভাগ্যবতী শচী আই।
যত দেখে প্রকাশ তাহার অন্ত নাঞি॥
কোন দিন নিশা ভাগে শচী আই শুনে।
গীত বাদ্য যন্ত্র বায় কত শত জনে॥
বহুবিধ মুখবাদ্য নৃত্য পদতল।
যেন মহা রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল॥
কোন দিন দেখে সর্ব্ব রাত্রি ঘর দ্বার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু না দেখেন আর॥
কোন দিন দেখে অতি দিব্য নারীগণ।
লক্ষ্মী প্রায় সবে হস্তে পদ্ম বিভূষণ॥
কোন দিন দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ।
দেখি পুনঃ আর নাহি পায় দরশন॥
আইর এ সব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে।
বিষ্ণুভক্তি স্বরূপিণী বেদে যারে কহে॥

আই যারে সকৃত করেন দৃষ্টিপাতে।
সেই হয় অধিকারী এ সব দেখিতে॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর বনমালী।
আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতূহলী॥
যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা প্রকাশে।
তথাপিও চিনিতে না পারে কোন দাসে।
হেন সে উদ্ধাও প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে॥
যখনে যে রূপে লীলা করেন ঈশ্বর।
সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর॥
যুদ্ধ লীলা প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন।
অস্ত্র শিক্ষা বীর আর না থাকে তেমন॥
কাম লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্ব্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়॥
ধন বিলসিতে সে যখন ইচ্ছা হয়।
পূজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময়॥
এমত উদ্ধত গৌরসুন্দর যখনে।
এই প্রভু বিরক্ত ধর্ম্ম লভিতা যখনে॥
সে বিরক্তি ভক্তিও কোথায় ত্রিভুবনে।
অন্যে কি সম্ভবে তাহা ব্যক্ত সর্ব্ব জনে॥
এই মত ঈশ্বর রস সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
সবে সেবকেরে হারে সে তাহার ধর্ম্ম॥
এক দিন প্রভু আইসেন রাজ-পথে।
সাত পাঁচ পড়ুয়া প্রভুর চারি ভিতে॥

ব্যবহারে রাজ-যোগ্য বস্ত্র পরিধান।
অঙ্গে পীত বস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান॥
অধরে তাম্বুল কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বলে মূর্ত্তিমন্ত এই কি মদন॥
ললাটে তিলক ঊর্দ্ধ পুস্তক শ্রীকরে।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্ম-নেত্রে সর্ব্ব পাপ হরে॥
স্বভাবেই চঞ্চল পড়ুয়াবর্গ সঙ্গে।
বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে॥
দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস।
প্রভু দেখি মাত্র তান হৈল মহা হাস॥
তারে দেখি প্রভু করিলেন নমস্কার।
চিরজীবি হও বলে শ্রীবাস উদার॥
হাসিয়া শ্রীবাস বলে কহ দেখি শুনি।
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি॥
কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্য্যে গোঙাও।
রাত্রি দিন নিরবধি কেনে বা পড়াও॥
পড়ে লোক কেন কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥
এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা-ত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥
হাসি বলে মহা প্রভু শুনহ পণ্ডিত।
তোমার কৃপায় সেহ হইব নিশ্চিত॥
এত বলি মহা প্রভু হাসিয়া চলিলা।
গঙ্গা তীরে আসি শিষ্য সহিতে বসিলা॥

গঙ্গা তীরে বসিলেন শ্রীশচী নন্দন।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া বসিলা শিষ্যগণ॥
কোটি মুখে সে শোভা ত না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥
চন্দ্র তারাগণ বা বলিব তাহা নয়।
সকলঙ্ক তার কলা ক্ষয় বৃদ্ধি হয়॥
সর্ব্ব কাল পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক তেঞি সে উপমা দূর গেলা॥
বৃহস্পতি উপমাও দিতে না জুয়ায়।
তিঁহো এক পক্ষ দেবগণের সহায়॥
এ প্রভু সবার পক্ষ সহায় সবার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইহাঁর॥
কামদেব উপমা দিব সে ইহা নহে।
তিঁহো চিত্তে জাগিলে চিত্তের ক্ষোভ হয়॥
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে সর্ব্ববন্ধ ক্ষয়।
পরম নির্ম্মল প্রভু প্রসন্ন চিত্ত হয়॥
এই মত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয়।
সবে এক উপমা দেখি যে চিত্তে লয়॥
কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দ-কুমার।
গোপবৃন্দ মধ্যে বসি করিলা বিহার॥
সেই গোপবৃন্দ লই সেই কৃষ্ণ চন্দ্র।
বুঝি দ্বিজরূপে গঙ্গা-তীরে করে রঙ্গ॥
গঙ্গা তীরে যে জন দেখয়ে প্রভুর মুখ।
সেই পায় অতি অনির্ব্বচনীয় সুখ॥

দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি বিলক্ষণ।
গঙ্গা-তীরে কাণাকাণি করে সর্ব্ব জন॥
কেহ বলে এত তেজ মানুষের নয়।
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-অংশ হয়॥
কেহ বলে বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই হেন বুঝি কখন না নড়ে॥
রাজশ্রী রাজ-চিহ্ন দেখি এ সকল।
এই মত বলে যার যত বুদ্ধি বল॥
অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা সমীপে বসিয়া॥
হয় ব্যাখ্যা নয় করে নয় করে হয়।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয়॥
প্রভু বলে তারে আমি বলি যে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত॥
সেই বাক্য ব্যাখ্যান করিয়ে আর বার।
আমা প্রবোধিবে হেন দেখি শক্তি কার॥
এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।
সর্ব্ব গর্ব্ব চূর্ণ হয় শুনিয়া সবার॥
কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঞি২॥
প্রতি দিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ কুমার।
আসিয়া প্রভুর পায় করে নমস্কার॥
পণ্ডিত আমরা পড়িবাঙ তোমা স্থানে।
কিছু জানি হেন কৃপা করিবা আপনে॥

ভাল ভাল হাসি প্রভু বলেন বচন।
এই মত প্রতি দিন বাড়ে শিষ্য-গণ॥
গঙ্গা তীরে শিষ্য সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া।
বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া॥
চতুর্দ্দিগে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক।
সর্ব্ব নবদ্বীপে প্রভু প্রভাবে অশোক॥
সে আনন্দ যে যে ভাগ্যবন্ত দেখিলেক।
কোন জন আছে তার ভাগ্য বলিবেক॥
সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতি জন।
তাবে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন॥
হইল পাপীষ্ঠ জন্ম না হৈল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥
তথাপিও এই কৃপা কর গৌরচন্দ্র।
সে লীলা মোহার স্মৃতি হউক জন্ম জন্ম॥
স-পার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা যথা।
লীলা কর মুঞি যেন ভৃত্য হঙ তথা॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ-চন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ
নগর ভ্রমণং দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

জয় জয় দ্বিজকুল-দীপ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় ভক্ত-গোষ্ঠি হৃদয় আনন্দ॥
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টি-পাত॥
জয় অধ্যাপক শিরোরত্ন বিপ্ররাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত সমাজ॥
হেন মতে বিদ্যা-রসে শ্রীগৌরাঙ্গনাথ।
বৈসেন সবার করি বিদ্যা গর্ব্ব-পাত॥
যদ্যপিও নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজ।
কোট্যর্ব্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্র সাজ॥
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র বা আচার্য্য।
অধ্যাপনা বিনা কার আর নাহি কার্য্য॥
যদ্যপিও সবেই স্বতন্ত্র সবে জয়ী।
শাস্ত্র চর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মারও নাহি সহি॥
প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন।
পরস্পর সাক্ষাতেও সবেই শুনেন॥
তথাপিও হেন জন নাহি প্রভু প্রতি।
দ্বিরুক্তি করিতে কার নাহি শক্তি কতি॥
হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সবেই যায়েন এক দিগে নম্র হৈয়া॥
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেই জন হয় যেন অতি বড় দাস॥
প্রভুর পাণ্ডিত্য বুদ্ধি শিশু কাল হৈতে।
সবেই জানেন গঙ্গা-তীরে ভাল মতে॥

কোন রূপে কেহ প্রবোধিতে নাহি পারে।
ইহাও সবার চিত্তে জাগয়ে অন্তরে॥
প্রভু দেখি স্বভাবেই জন্ময়ে সাধ্বস।
অতএব প্রভু দেখি সবে হয় বশ॥
তথাপিও হেন তান মায়ার বড়াই।
বুঝিবারে পারে তারে হেন জন নাই॥
তিঁহো যদি না করেন আপনা বিদিত।
তবে তানে কেহ নাহি জানে কদাচিত॥
তেহোঁ পুণ্য নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব্বনীত।
তাহান মায়ায় পুনী সবে বিমোহিত॥
হেন মতে সবারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে নবদ্বীপে করে প্রভু রঙ্গ॥
হেনকালে তথা এক মহা দিগ্বিজয়ী।
আইল পরম অহঙ্কার-যুক্ত হই॥
সরস্বতী মন্ত্রের একান্ত উপাসক।
মন্ত্র জপি সরস্বতী করিলেক বশ॥
বিষ্ণু-ভক্তি স্বরূপিণী বিষ্ণু-বক্ষ-স্থিতা।
মূর্ত্তি ভেদে রমা সরস্বতী জগন্মাতা॥
ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা।
ত্রিভুবন দিগ্বিজয়ী করি বর দিলা॥
যার দৃষ্টি-পাত-মাত্রে হয় বিষ্ণু-ভক্তি।
দিগ্বিজয়ী বর বা তাহান কোন শক্তি॥
পাই সরস্বতীর সাক্ষাৎ বর দান।
সংসার জিনিয়া বিপ্র বুলে স্থানে স্থান॥

সর্ব্ব শাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর।
হেন নাহি জগতে যে দিবেক উত্তর॥
যার কক্ষা মাত্র নাহি বুঝে কোন জনে।
দিগ্বিজয়ী হই বুলে সর্ব্ব স্থানে স্থানে॥
শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা।
পণ্ডিত সমাজ যত তার নাহি সীমা॥
পরম সমৃদ্ধ অশ্ব গজ-যুক্ত হই।
সবা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত সভায়।
মহা-ধ্বনি উপজিল সর্ব্ব নদীয়ায়॥
সর্ব্ব রাজ্য দেশ জিনি জয়-পত্র লই।
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী॥
সরস্বতীর বর-পুত্র শুনি সর্ব্ব জনে।
পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হইল মনে॥
জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান।
সবা জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখান॥
হেন স্থান দিগ্বিজয়ী যাইব জিনিয়া।
সংসারেই অপ্রতিষ্ঠা যুঝিব শুনিয়া॥
যুঝিতে বা কার শক্তি আছে তার সনে।
স্বরস্বতী বর যারে দিলেন আপনে॥
সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে।
মনুষ্যে কি বাদে কভু পারে তার সনে॥
সহস্র সহস্র মহা মহা ভট্টাচার্য্য।
সবেই চিন্তেন মনে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥

চতুর্দ্দিগে সবেই করেন কোলাহল।
বুঝিবাঙ এই যত যার বিদ্যাবল॥
এ সব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার-গণে।
কহিলেন নিজ গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে॥
এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি।
সর্ব্বত্র জিনিয়া বুলে জয়-পত্র ধরি॥
হস্তী ঘোড়া দোলা লোক অনেক সংহতি।
সম্প্রতি আসিয়া হইল নবদ্বীপে স্থিতি॥
নবদ্বীপে আপনার প্রতি-দ্বন্দি চায়।
নহে জয়-পত্র মাগে সকল সভায়॥
শুনি শিষ্য গণের বচন গৌরমণি।
হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী॥
শুন ভাই সব এই কহি তত্ত্ব কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥
হৈহয় নহুষ বাণ নরক রাবণ।
মহা-দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন॥
বুঝ দেখি কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সয়॥
এতেকে তাহার যত বিদ্যা অহঙ্কার॥
দেখিবে এথাই সব হইব সংহার।

এত বলি হাসি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
সন্ধ্যা-কালে গঙ্গা-তীরে আইলেন রঙ্গে॥
গঙ্গা জল স্পর্শ করি গঙ্গা নমস্করি।
বসিলেন শিষ্য সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে পরম শোভন॥
ধর্ম্ম কথা শাস্ত্র কথা অশেষ কৌতুকে।
গঙ্গা তীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে॥
কাহাকে না কহি মনে ভাবেন ঈশ্বরে।
দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে॥
এ বিপ্রের হইয়াছে মহা অহঙ্কার।
জগতে আমার প্রতি-দ্বন্দী নাহি আর॥
সভা মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃত্যু তুল্য হইবেক সংসার ভিতরে॥
লাঘবতা বিপ্রেরে করিবে সর্ব্ব লোকে।
লুটিবে সর্ব্বস্ব বিপ্র মরিবেক শোকে॥
দুঃখ না পাইব বিপ্র গর্ব্ব হৈব ক্ষয়।
বিরলে সে করিবাঙ দিগ্বিজয়ী জয়॥
এইমত ঈশ্বর চিন্তিতে সেইক্ষণে।
দিগ্বিজয়ী নিশাতে আইলা সেই স্থানে॥
পরম নির্ম্মল নিশা পূর্ণ-চন্দ্রবতী।
কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগিরথী॥
ধানশী রাগঃ॥ শিষ্য সঙ্গে গঙ্গা তীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ সর্ব্ব মনোহর॥

ধ্রু। হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন॥
মুক্তা জিনি শ্রীদশন অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব্ব কলেবর॥
সুবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর কেশ।
সিংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ বিলক্ষণ বেশ॥
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্ররূপে তহি অনন্ত বিজয়॥
শ্রীললাটে ঊর্দ্ধ সুতিলক মনোহর।
আজানু-লম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর॥
যোগ পট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম উরু মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
হয় নয় করে নয় করেন প্রমাণ॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ।
চতুর্দ্দিগে বসিয়া আছেন সুশোভন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।
মনে ভাবে এই বুঝি নিমাই পণ্ডিত॥
অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকি দিগ্বিজয়ী।
প্রভুর সৌন্দর্য্য চাহে এক দৃষ্টি হই॥
শিষ্য স্থানে জিজ্ঞাসিল কি নাম ইহান।
শিষ্য বলে নিমাঞি পণ্ডিত খ্যাতি যান॥
তবে গঙ্গা নমস্করি সেই বিপ্রবর।
আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর॥

তারে দেখি প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া।
বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া॥
পরম নিঃশঙ্ক দেহ দিগ্বিজয়ী আর।
তবু প্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তার॥
ঈশ্বর স্বভাব শক্তি সেই মত হয়।
দেখিতেই মাত্র তার সাধ্বস জন্ময়॥*
সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি বিপ্র সঙ্গে।
জিজ্ঞাসিতে তাঁরে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে॥
প্রভু কহে তোমার কবিত্বের নাহি সীমা।
হেন নাহি যাহা তুমি না কর বর্ণনা॥
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিয়া সবার হউক পাপ বিমোচন॥
শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন।
সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন॥
দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা।
কত রূপে বলে তার কে করিবে সীমা॥
শত মেঘে শুনি যেন করয়ে গর্জ্জন।
এই মত কবিত্বের দাস্তর্য্য পঠন॥
জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান।
যে বলয়ে সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ॥
মনুষ্যের শক্তি তাহা বুঝিবেক কে।
হেন বিদ্যাবন্ত নাহি দুষিবেক যে॥

---

* দণ্ড দেখিতে কি বাহু কথন উঠয়।
হস্ত লিখিত পুস্তকে এই পাঠ আছে।

সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক হইলা সবে শুনিয়া বর্ণন॥
রাম রাম অদ্ভুত স্মরেন শিষ্যগণ।
মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন॥
জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার।
সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে মহা বিশারদ যে যে জন!
হেন শব্দ তাহারাও বুঝিতে বিষম॥
এইমত প্রহর ক্ষণেক দিগ্বিজয়ী।
অদ্ভুত পড়য়ে তথাপি অন্ত নাই॥
পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।
তবে হাসি বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥
তোমার যে শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়।
তুমি বিনে বুঝাইলে বুঝা নাহি যায়॥
এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান।
যে শব্দে যে বল তুমি সেই সুপ্রমাণ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব মনোহর।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর॥
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
দূষিলেন আদি মধ্য অন্তে তিন স্থানে॥
প্রভু বলে এ সকল শব্দ অলঙ্কার।
শাস্ত্র মতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার॥
তুমি বা দিয়াছ কোন অভিপ্রায় করি।
বল দেখি কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

এত বড় সরস্বতী পুত্র দিগ্বিজয়ী।
সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু বুদ্ধি গেল কহি॥
সাত পাঁচ বলে বিপ্র প্রবোধিতে নারে।
যেই বলে তাই দোষে গৌরাঙ্গ সুন্দরে॥
সকল প্রতিভা পলাইল কোন স্থানে।
আপনে না বুঝে বিপ্র কি বলে আপনে॥
প্রভু বলে এ থাকুক পড় কিছু আর।
পড়িতেও পূর্ব্ব মত শক্তি নাহি আর॥
কোন চিত্র তাহা সম্মোহন প্রভু স্থানে।
বেদেও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে॥
আপনে অনন্ত চতুর্ম্মুখ পঞ্চানন।
যা সবার দৃষ্টে হয় অনন্ত ভুবন॥
তাহারাও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে।
কোন চিত্র সে বিপ্রের মোহ প্রভু স্থানে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহে যা সবার ছায়া॥
তাহারা পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
বেদকর্ত্তা শেষে মোহ পায় যার স্থানে।
কোন চিত্র দিগ্বিজয়ী মোহ বা তাহানে॥
মনুষ্যে এ কার্য্য সব অসম্ভব বড়।
তেঞি বলি তাঁর সকল কার্য্য দড়॥
মূলে যত কিছু কর্ম্ম করেন ঈশ্বরে।
সকল নিস্তার হেতু দুঃখিত জীবেরে

দিগ্বিজয়ী যদি পরাজয়ে প্রবেশিলা।
শিষ্যগণে হাসিবারে উদ্যত হইলা॥
সবারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।
বিপ্র প্রতি বলিলেন মধুর বচন॥
আজি চল তুমি শুভ কর বাসা প্রতি।
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি॥
তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায় শুই থাক গিয়া॥
এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন সেহ দুঃখ নাহি পায়॥
সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে।
জিনিয়া সবারে তোষে মহা প্রভু পাছে॥
চল আজি ঘরে গিয়া বসি পুথি চাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাহ॥
জিনিয়াও কাহার না করে তেজ ভঙ্গ।
সবেই পায়েন প্রীতি হেন তান সঙ্গ॥
অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।
সবার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত॥
শিষ্যগণ সংহতি চলিলা প্রভু ঘর।
দিগ্বিজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত অন্তর॥
দুঃখিত হইয়া বিপ্র চিন্তে মনে মনে।
সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন।
বৈষেষিক বেদান্তে নিপুণ যত জন॥

হেন জন না দেখিল সংসার ভিতরে।
জিনিতে কি দায় মোর সনে কক্ষ করে॥
শিশু শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ।
সে মোহারে জিনে হেন বিধির ঘটন॥
সরস্বতীর বর অন্যথা দেখি হয়।
এ মোহার চিত্তে বড় লাগিল সংশয়॥
দেবী স্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ।
অতএব হৈল মোর প্রতিভা সঙ্কোচ॥
অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ।
এত বলি মন্ত্র জপে বসিলা ব্রাহ্মণ॥
মন্ত্র জপি দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা।
স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র সম্মুখে আইলা॥
কৃপা দৃষ্টে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা অতি গোপ্য সরস্বতী॥
সরস্বতী বলেন শুনহ বিপ্রবর।
বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর॥
কার স্থানে কহ যদি এ সকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা॥
যার ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয়॥
আমি যার পাদ-পদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥

তথাহি। দ্বিতীয় স্কন্ধে নারদ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা পথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ॥

আমি সে বুলিয়ে বিপ্র তোমার জিহ্বায়।
তাহার সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়॥
আমার কি দায় শেষ দেব ভগবান।
সহস্র বদনে বেদ যে করে ব্যাখ্যান॥
অজ ভব আদি যার উপসনা করে।
হেন শেষ মোহ মানে যাহার গোচরে॥
পরব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈ বৈসে সবার হৃদয়॥
ভক্তি জ্ঞান বিদ্যা শুভ অশুভাদি যত।
দৃষ্যাদৃষ্য তোমারে বা কহিবাঙ কত॥
সকল প্রলয় হয় শুন যাহা হৈতে।
সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলা সাক্ষাতে॥
ব্রহ্মা আদি যত দেখ সুখ দুঃখ পায়।
সকল জানিহ বিপ্র ইহান আজ্ঞায়॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি যত শুন অবতার।
এই প্রভু বিনা বিপ্র কিছু নাহি আর॥
অই সে বরাহ-রূপে ক্ষিতি স্থাপয়িতা।
অই সে নৃসিংহ রূপে প্রহ্লাদ রক্ষিতা॥
অই সে বামন-রূপী বলির জীবন।
যার পাদ-পদ্ম হইতে গঙ্গার জনম॥
অই সে হইলা অবতীর্ণ অযোধ্যায়।
বধিল রাবণ দুষ্ট অশেষ লীলায়॥
উহারে সে বসুদেব নন্দ-পুত্র বলি।
এবে বিপ্র-পুত্র বিদ্যা-রসে কুতূহলী॥

বেদেও কি জানেন উহান অবতার।
জানাইলে জানয়ে অন্যথা শক্তি কার॥
যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার।
দিগ্বিজয়ী পদ ফল না হয় তাহার॥
মন্ত্র জপের ফল এবে সে পাইলা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা॥
যাহ শীঘ্র বিপ্র তুমি ইহান চরণে।
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে॥
স্বপ্ন হেন না মানিহ এ সব বচন।
মন্ত্র বশে কহিলাম বেদ সঙ্গোপন॥
এত বলি সরস্বতী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিলেন বিপ্রবর মহা ভাগ্যবান॥
জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেইক্ষণে।
চলিলেন অতি উষা-কালে প্রভু স্থানে॥
প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা।
প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা॥
প্রভু বলে কেন ভাই একি ব্যবহার।
বিপ্র বলে কৃপা দৃষ্টি যে হেন তোমার॥
প্রভু বলে দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে।
তবে তুমি আমারে এমত কর কেনে॥
দিগ্বিজয়ী বলেন শুনহ বিপ্ররাজ।
তোমা ভজিলে সে সিদ্ধি হয় সর্ব্ব কাজ॥
কলি যুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ।
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন জন॥

তখনি আমার চিত্তে জন্মিল সংশয়।
তুমি জিজ্ঞাসিলে মোর বাক্য না স্ফুরয়॥
তুমি যে অগর্ব্ব ইহা সর্ব্ব বেদে কহে।
তাহা সত্য দেখিল অন্যথা কভু নহে॥
তিন বার আমারে করিলে পরাভব।
তথাপি আমার তুমি রাখিলে গৌরব॥
এহ কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অন্যে হয়।
অতএব তুমি নারায়ণ সুনিশ্চয়॥
গৌড় তিরহুত দিল্লী কাশী আদি করি।
গুজরাট বিজয়-নগর কাঞ্চীপুরী॥
তেলঙ্গ তৈলঙ্গ উড্র দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত॥
দূষিবে আমার বাক্য সে থাকুক দূরে।
বুঝিতেই কোন জনে শক্তি নাহি ধরে॥
হেন আমি তোমা স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে।
না পারিনু সব বুদ্ধি গেল কোন ভিতে॥
এহ কর্ম্ম তোমার আশ্চর্য্য কিছু নহে।
সরস্বতী-পতি তুমি দেবী মোরে কহে॥
বড় শুভ লগ্নে আইলাম নবদ্বীপে।
তোমা দেখিলাঙ ডুবিঞাঙ ভব-কূপে॥
অবিদ্যা বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া।
বেড়াঙ পাসরি তত্ত্ব আপনা বঞ্চিয়া॥
দৈব ভাগ্যে পাইলাঙ তোমা দরশনে।
এবে কৃপা-দৃষ্টে মোরে করহ মোচনে॥

পর উপকার ধর্ম্ম স্বভাব তোমার।
তোমা বিনে শরণ্য দয়াল নাহি আর॥
হেন উপদেশ মোরে কহ মহাশয়।
আর যেন দুর্ব্বাসনা চিত্তে নাহি হয়॥
এই মত কাকুর্ব্বাদ অনেক করিয়া।
স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি নম্র হৈয়া॥
শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রীগৌর-সুন্দর।
হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর॥
শুন দ্বিজবর তুমি মহা ভাগ্যবান।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥
দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিতে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥
মন দিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ় চিত্ত করি॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ হইয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদ-পদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥
মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণু অনন্ত ভক্তি সত্য সংসারে॥

এত বলি মহা প্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সব বন্ধ বিমোচন॥
প্রভু বলে বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্ব-ভূতে দয়া করি॥
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
সে সকল কিছু না কহিবা কাহা প্রতি॥
বেদ-গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয়।
পর-লোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর।
প্রভুরে করিয়া দণ্ড প্রণাম বিস্তর॥
পুনঃ পুনঃ পাদ-পদ্ম করিয়া বন্দন।
মহা কৃতকৃত্য হই চলিলা ব্রাহ্মণ॥
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি বিরক্তি বিজ্ঞান।
সেইক্ষণে বিপ্র-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী দম্ভ।
তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র॥
হস্তী ঘোড়া দোলা ধন যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার॥
চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেন মত শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের রঙ্গ॥
তাহান কৃপার স্বভাব এই ধর্ম্ম।
রাজ্য-পদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥

কলি যুগে তার সাক্ষী শ্রীদবিরখাস।
রাজ্য-সুখ ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস॥
যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণ-দাস তাহা পরিহরে॥
তাবৎ রাজ্যাদি পদ সুখ করি মানে।
ভক্তি-সুখ মহিমা যাবৎ নাহি জানে॥
রাজ্যাদি সুখের কথা সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ সুখ অল্প মানে কৃষ্ণ অনুচরে॥
ঈশ্বরের শুভ দৃষ্টি বিনা কিছু নহে।
অতএব ঈশ্বর ভজন বেদে কহে॥
হেন মতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন।
হেন গৌর-সুন্দরের অদ্ভুত কথন॥
দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌর-সুন্দরে।
শুনিলেন এই সব নদীয়া নগরে॥
সকল লোকের হৈল মহাশ্চর্য্য জ্ঞান।
নিমাঞি পণ্ডিত হয় মহা বিদ্যাবান॥
দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিল যার ঠাঞি।
এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাঞি॥
সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাঞি পণ্ডিত।
এবে সে তাহার বিদ্যা হইল বিদিত॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ ন্যায় যদি পড়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে কথন না নড়ে॥
কেহ কেহ বলে ভাই মিলে সর্ব্ব জনে।
বাদী সিংহ বলিয়া পদবী দিব তানে॥

হেন সে তাহার অতি মায়ার বড়াই।
এত দেখিলাঙ জানিবারে শক্তি নাই॥
এই মত সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্বজনে।
প্রভুর সংকীর্ত্তি সবে ঘোষে সর্ব্বগণে॥
নবদ্বীপ-বাসীর চরণে নমস্কার।
এ সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যার॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী জয়।
কোথায় তাহার পরাভব নাহি হয়॥
বিদ্যা-রস গৌরাঙ্গের অতি মনোহর।
ইহা যেই শুনে হয় তাঁর অনুচর॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ী উদ্ধারো নামঃ একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ প্রিয় নিত্য কলেবর॥
জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের জীবন।
জয় শ্রীপরমানন্দপুরী প্রাণধন॥
জয় জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্টে কর প্রভু সর্ব্ব জীবে ত্রাণ॥
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন এক মনে।
বিপ্র-রূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে॥

হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক সর্ব্বক্ষণ।
বিদ্যা-রসে বিহরেন লঞা শিষ্যগণ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে প্রতি নগরে নগরে।
শিষ্যগণ সঙ্গে বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্ব লোকে হৈল ধ্বনি।
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি॥
বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে।
নামিয়া করেন নমস্কার বহু মতে॥
প্রভু দেখি মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস।
নবদ্বীপে হেন নাহি যে না হয় বশ॥
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু ঘরে॥
প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখিত দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কড়িপাতি দেন গৌর-হরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে॥
কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ॥
সেইক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে॥
ঘরে কিছু নাই আই চিন্তে মনে মনে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে॥

চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন জনে।
সকল সম্ভার আনি দেই সেই-ক্ষণে॥
তবে লক্ষ্মী-দেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ তবে প্রভু আসি বৈসে॥
সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥
এই মত যতেক অতিথি আসি হয়।
সবারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময়॥
গৃহস্থেরে মহা-প্রভু শিক্ষায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশু পক্ষী হইতে অধম বলি তারে॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে।
সেহ তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥

তথাহি। তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী চ সুনৃতাং।
এতান্যপি সতাং গেহে নচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি আতিথ্য শূন্য না হয় তাহার॥
অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথিরে ভক্তি॥
অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম আদরে॥
সেই সব অতিথি পরম ভাগ্যবান।
লক্ষ্মী নারায়ণ যারে করে অন্ন দান॥

যার অন্নে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ।
হেন সে অদ্ভুত তাহা খায় যে যে জন॥
কেহ কেহ ইতিমধ্যে কহে অন্য কথা।
সে অন্নের যোগ্য অন্য না হয় সর্ব্বথা॥
ব্রহ্মা শিব শুক ব্যাস নারদাদি করি।
সুর সিদ্ধ আদি যত স্বচ্ছন্দ বিহারি॥
লক্ষ্মী নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।
জানি সবে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে॥
অন্যথা সে স্থানে যাইবার শক্তি কার।
ব্রহ্মাদিও বিনা কি সে অন্ন পায় আর॥
কেহ বলে দুঃখিত তারিতে অবতার।
সর্ব্ব মতে দুঃখিতের করেন নিস্তার॥
ব্রহ্মা আদি দেবতার অঙ্গ প্রতি অঙ্গ।
সর্ব্বদা তাহারা ঈশ্বরের নিত্য সঙ্গ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা তাঁন এই অবতারে।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দিমু সকল জীবেরে॥
অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজ গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার কারণে॥
একেশ্বর লক্ষ্মী-দেবী করেন রন্ধন।
তথাপিও পরম আনন্দ-যুক্ত মন॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাড়ে অতি॥
উষা-কাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ কর্ম্ম।
আপনে করেন সব এই তাঁর ধর্ম্ম॥

দেব-গৃহে করেন যত স্বস্তিক মণ্ডলী।
শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন।
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌর-সুন্দর॥
মুখে কিছু না বলেন সন্তোষ অন্তর॥
কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদ-তলে অনুক্ষণ॥
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র পদ-তলে।
মহা জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি পঞ্চ-শিখা জ্বলে॥
কোন দিন পদ্ম-গন্ধ পাই শচী আই।
ঘর দ্বার সর্ব্বত্র ব্যাপিত অন্ত নাই॥
হেন মতে লক্ষ্মী নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহ নাহি চিনেন আছেন গূঢ়রূপে॥
তবে কত দিনে ইচ্ছা-ময় ভগবান।
বঙ্গ-দেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥
তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী।
কত দিন প্রবাস করিব মাতা আমি॥
লক্ষ্মী প্রতি কহিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর।
মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর॥
তবে প্রভু কত আপ্ত শিষ্য-বর্গ লৈয়া।
চলিলেন বঙ্গ-দেশে হরষিত হৈয়া॥

যে যে জনে দেখে প্রভু চলিয়া আসিতে।
সেই আর দৃষ্টি নাহি পায়ে সম্বরিতে॥
স্ত্রীলোকে দেখিয়া বলে এ পুত্র যাহার।
ধন্য তার জন্ম তার পায়ে নমস্কার॥
যেই ভাগ্যবতী হেন পাইলেক পতি।
স্ত্রী-জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী॥
এই মত পথে যত দেখে স্ত্রী পুরুষে।
পুনঃ পুনঃ সবে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে॥
দেবেও করেন কাম্য যে প্রভু দেখিতে।
যেতে জনে হেন প্রভু দেখে কৃপা হৈতে॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর ধীরে ধীরে।
কত দিনে আইলেন পদ্মাবতী তীরে॥
পদ্মাবতী নদীর তরঙ্গ শোভা অতি।
উত্তম পুলিন যেন উপবন তথি॥
দেখি পদ্মাবতী প্রভু মহা কুতূহলে।
গণ সহ স্নান করিলেন সেই জলে॥
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্ব্ব লোক পবিত্র করিতে॥
পদ্মাবতী নদী অতি দেখিতে সুন্দর।
তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর॥
পদ্মাবতী দেখি প্রভু পরম হরিষে।
সেই স্থানে রহিলেন তার ভাগ্য-বশে॥
যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে।
শিষ্যগণ সহিত পরম কুতূহলে॥

সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী।
প্রতি দিন প্রভু জল-ক্রীড়া করে তথি॥
বঙ্গ-দেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গ-দেশ॥
পদ্মাবতী-তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।
শুনি সর্ব্ব লোক বড় হইল আনন্দ॥
নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।
আসিয়া আছেন সর্ব্ব দিকে হৈল ধ্বনি॥
ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ।
উপায়ণ হস্তে আইসেন সেই-ক্ষণ॥
সবে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহার॥
আমা সবাকার অতি ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার বিজয় আসি হৈল এ দেশেতে
অর্থ-বৃত্তি লই সর্ব্ব গোষ্ঠির সহিতে।
যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে॥
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।
আনিয়া দিলেন আমা সবার গোচরে॥
মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর॥
বৃহস্পতি দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নয়।
ঈশ্বরের অংশ তুমি হেন মনে লয়॥
অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য।
অন্যের না হয় প্রভু লয় চিত্ত-বিত্ত॥

এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যা দান কর কিছু আমা সবাকারে॥
উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি॥
সাক্ষাতেও শিষ্য কর আমা সবাকারে।
থাকুক তোমার শিষ্য সকল সংসারে॥
হাসি প্রভু সবা প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কত দিন বঙ্গ-দেশে করিলা বিলাস॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও সেই বঙ্গ-দেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী পুরুষে॥
মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর ভরণ লাগি পাপীষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপীগণ ছাড়ি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্ম-দৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপীষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বলে সেই ছার শোচ্যতর॥

দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
যার নাম স্মরণে সমস্ত বন্ধ ক্ষয়।
যার দাস স্মরণেও সর্ব্বত্রে বিজয়॥
সকল ভুবনে দেখ যার যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায়॥
হেন মতে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে করে প্রভু বঙ্গ-দেশে রঙ্গ॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ঠাঞি॥
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি পণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া॥
হেন কৃপা-দৃষ্টে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
দুই মাসে সবেই হইল বিদ্যাবান॥
কত শত শত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া॥
এই মতে বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যা-রসে বঙ্গ দেশে করিলেন স্থিতি॥
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কাহারে না কহে॥
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন॥
নামে সে অন্ন মাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে॥

একেশ্বর সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ॥
ঈশ্বর বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥
নিজ প্রাকৃত দেহ থুই পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু পাশে অতি অলক্ষিতে॥
প্রভু পাদ-পদ্ম লক্ষ্মী করিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গা-তীরে দেবী করিলা বিজয়॥
এথানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে।
কাষ্ঠ দ্রবে আপ্তীর সে ক্রন্দন শুনিতে॥
সে সকল দুঃখ রসনা না পারি বর্ণিতে।
অতএব কিছু কহিলাম সূত্রমতে॥
সাধুগণ শুনি বড় হইল দুঃখিত।
সবে আসি কার্য্য করিলেন যথোচিত॥
ঈশ্বর থাকিয়া কত দিন বঙ্গ দেশে।
আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহ বাসে॥
তবে গৃহে প্রভু আসিবেন হেন শুনি।
যার যত শক্তি সবে ধন দিলা আনি॥
সুবর্ণ রজত জল-[illegible] দিব্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল বহু প্রকার বসন॥
উত্তম পদার্থ যার যত ছিল ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥
প্রভুও সবার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করি।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

সন্তোষে সবার স্থানে হইয়া বিদায়।
নিজ গৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
অনেক পড়ুয়া সব প্রভুর সহিতে।
চলিলেন প্রভু স্থানে তথাই পড়িতে॥
হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সার-গ্রাহি নাম মিশ্র তপন॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসিবে তারে॥
নিজ ইষ্ট মন্ত্র সদা জপে রাত্র দিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥
ভাবিতে চিন্তিতে এক দিন রাত্রি শেষে।
সুস্বপ্ন দেখিল দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে॥
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান॥
শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥
নিমাঞি পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য সাধন॥
মনুষ্য নহেন তিঁহো নর নারায়ণ।
নর-রূপে লীলা তাঁর জগত কারণ॥
বেদ গোপ্য এ সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম জন্মান্তরে॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা॥

অহো ভাগ্য মানি পুনঃ চেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌর-সুন্দর।
শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর॥
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
যোড়হস্তে দাণ্ডাইল সবার সদনে॥
বিপ্র বলে আমি অতি দীন-হীন জন।
কৃপা দৃষ্টে কর মোর সংসার মোচন॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা প্রতি কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়॥
প্রভু বলে বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগ ধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার॥
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতি তলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ স্থানে চলে॥

তথাহি। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

তথাহি। আসন বর্ণা স্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনু যুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

কলি যুগ ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥

তথাহি। সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণু স্ত্রেতায়া যযতৈমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র কলি যুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহা ভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরি নাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

তথাহি। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অথ মহামন্ত্র।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই শ্লোক নাম বলি লয় মহা-মন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥
প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি বিপ্রবর।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর॥

মিশ্র কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।
প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী॥
তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য সাধন॥
এত বলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন।
পরানন্দ সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন॥
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
সুস্বপ্ন বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া॥
শুনি প্রভু কহে সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ সব চরিত॥
পুনঃ নিষেধিল প্রভু সযত্ন করিয়া।
হাসিয়া উঠিলা শুভ ক্ষণ লগ্ন পাঞা॥
হেন মতে প্রভু বঙ্গ-দেশ ধন্য করি।
নিজ গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
ব্যবহারে অর্থ বৃত্তি অনেক লইয়া।
সন্ধ্যা-কালে গৃহে প্রভু উত্তরিলা-সিয়া॥
দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু জননী চরণে।
অর্থ বৃত্তি সকল দিলেন তাঁর স্থানে॥
সেইক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে।
চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা মার্জ্জন করিতে॥
সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।
অন্তরে দুঃখিতা আছে সর্ব্ব পরিজন॥

শিক্ষা গুরু প্রভু সর্ব্ব গণের সহিতে।
গঙ্গারে হইলা দণ্ডবৎ বহু মতে॥
কতক্ষণ জাহ্নবীতে করি জল খেলা।
স্নান করি গঙ্গা দেখি গৃহেতে আইলা।
তবে প্রভু যথোচিত নিত্য কর্ম্ম করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
সন্তোষে বৈকুণ্ঠ-নাথ ভোজন করিয়া।
বিষ্ণু-গৃহ-দ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া॥
তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে।
সবেই বেড়িয়া বসিলেন চারি ভিতে॥
সবার সহিত প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে।
কহিলেন যেমত আছিলা বঙ্গে রঙ্গে॥
বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥
দুঃখ-রস হইবেক জানি আপ্তগণ।
লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কথন॥
কতক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ।
বিদায় হইয়া গেলা যার যে ভবন॥
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বুল চর্ব্বণ।
নানা হাস্য পরিহাস্য করেন কথন॥
শচী দেবী অন্তরে দুঃখিতা হই ঘরে।
আছেন না আইসেন পুত্রের গোচরে॥
আপনি চলিলা প্রভু জননী সম্মুখে।
দুঃখিত বদন প্রভু জননীরে দেখে॥

জননীরে বলে প্রভু মধুর বচন।
দুঃখিত তোমারে মাতা দেখি কি কারণ॥
কুশলে আইনু আমি দূর দেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল মতে॥
আর তোমা দেখি অতি দুঃখিতা বদন।
সত্য কহ দেখি মাতা ইহার কারণ॥
শুনিয়া পুত্রের বাক্য আই অধো-মুখে।
কান্দে মাত্র উত্তর না করে কিছু দুঃখে॥
প্রভু বলে মাতা আমি জানিল সকল।
তোমার বধূর কিছু দেখি অমঙ্গল॥
তবে সবে কহিলেন শুনহ পণ্ডিত।
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত॥
পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা প্রভু হেট মাথা করি॥
প্রিয়ার বিরহ দুঃখ করিয়া স্বীকার।
তুষ্টি হই রহিলেন সর্ব্ব-বেদ সার॥
লোকানুকরণ দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজ ধৈর্য্য চিত্ত হৈয়া॥
তথাহি। কস্য কে পতি পুত্র স মোহএবহি কেবলমিতি।

প্রভু বলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমনে।
এই মত কাল গতি কেহ কার নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥

ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
হইল সে আর কোন কার্য্য দুঃখ তায় ॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর বা কে আছে ভাগ্যবতী ॥
এই মত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া।
রহিলেন নিজ কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া ॥
শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত বচন।
সবার হইল সর্ব্ব দুঃখ বিমোচন ॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠ নায়ক গৌরহরি।
কৌতুকে আছেন বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করি ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গ-দেশ
বিজয়ো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

জয় জয় গৌর-চন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ বন্দ॥
গোষ্ঠির সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেন মতে মহা প্রভু বিদ্যার আবেশে।
আছে গূঢ়রূপে কারে না করে প্রকাশে॥
সন্ধ্যা বন্দনাদি প্রভু করি উষা কালে।
নমস্করি জননীরে পড়াইতে চলে॥
অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়।
পুরুষোত্তম দাস হন যাহার তনয়॥
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়॥
চণ্ডী-গৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে॥
ইতিমধ্যে কদাচিত কেহ কোন দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে॥
ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম॥
হেন লজ্জা তাহারে দেয়েন সেইক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি বিনে॥
প্রভু বলে কেনে ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেন কি যুক্তি ইহার॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান সদৃশ বেদে বলে॥

বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার॥
এই মত প্রভুর যতেক শিষ্যগণ।
সবেই অত্যন্ত নিজ ধর্ম্ম পরায়ণ॥
এতেক উদ্ধত প্রভু করেন কৌতুকে।
হেন নাহি যারে না চালেন নানারূপে॥
সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ॥
বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে হয় হয়।
তুমি কোন দেশী তাহা কহত নিশ্চয়॥
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর কোন্ যুক্তি ইথে হয়॥
যত তত বলে প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানা মত কদর্থেন সে দেশী বচনে॥
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥
মহা ক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥

কেহ বা ধরিয়া কোঁচা শিকদার* স্থানে।
লৈয়া যায় মহা ক্রোধে ধরিয়া দেয়ানে॥
তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখা গণে।
সমঞ্জস করাইয়া চলে সেই ক্ষণে॥
কোন দিন থাকি কোন বাঙ্গালের আড়ে।
বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তান পলায়েন ডরে॥
এই মত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিও স্বভাব সে গায় বুধ জনে॥
হেন মতে শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয় মন্দিরে।
বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠ নায়ক বিহরে॥
চতুর্দ্দিকে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী।
মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহা কুতূহলী॥
বিষ্ণু-তৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে।
অশেষ প্রকারে ব্যাখ্যা করেন নিজ রসে॥
উষাকাল হৈতে দুই প্রহর অবধি।
পড়াইয়া গঙ্গা স্নানে চলে গুণনিধি॥

---

* পুলিস কর্ম্মচারি। অদ্যাপি ফরাসীর অধিকারে চন্দননগরে শিকদার পদস্থ পুলিস কর্ম্মচারি আছে।

নিশায় অর্দ্ধেক এইমত প্রতি দিনে।
পড়ায়েন চিন্তয়েন সবারে আপনে॥
অতএব প্রভু স্থানে বর্ষেক পড়িয়া।
পণ্ডিত হয়েন সবে সিদ্ধান্ত জানিয়া॥
হেন মতে বিদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে॥
সেই নবদ্বীপে বসে মহা ভাগ্যবান।
দয়াশীল স্বভাব শ্রীসনাতন নাম॥
অকৈতব উদার পরম বিষ্ণু-ভক্ত।
অতিথি সেবন পর উপকারে রত॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহা বংশ-জাত।
পদবী রাজ-পণ্ডিত সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন এক জন।
অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ॥
তাঁর কন্যা আছেন পরম সু-চরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্মাতা॥
শচী দেবী তাঁরে দেখিলেন যেই ক্ষণে।
এই কন্যা পুত্র-যোগ্য বুঝিলেন মনে॥
শিশু হৈতে দুই তিন বার গঙ্গা স্নান।
পিতৃ মাতৃ বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন॥
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে।
নম্র হই নমস্কার করেন চরণে॥

আইও করেন মহা প্রীতে আশীর্ব্বাদ।
যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমায় করুন প্রসাদ॥
গঙ্গা স্নানে আই মনে করেন কামনা।
এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা॥
রাজ-পণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্ব গোষ্ঠি-সনে।
প্রভুরে করিতে কন্যা-দান নিজ মনে॥
দৈবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতেরে আনি।
বলিলেন তাঁরে বাপ শুন এক বাণী॥
রাজ-পণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে করুন কন্যা-দান॥
কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেই ক্ষণে।
দুর্গা কৃষ্ণ বলি রাজ-পণ্ডিত ভবনে॥
কাশীনাথ দেখি রাজ-পণ্ডিত আপনে।
বসিতে আসন আনি দিলেন সম্ভ্রমে॥
পরম গৌরবে বিধি করে যথোচিত।
কি কার্য্যে আইলা তাই জিজ্ঞাসে পণ্ডিত॥
কাশীনাথ বলেন আছয়ে এক কথা।
চিত্ত লয় যদি তবে করহ সর্ব্বথা॥
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্য পতি।
তাঁহার উচিত কন্যা এই মহা সতী॥
যেন কৃষ্ণ রুক্মিণী এ অনন্য উচিত।
সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাঞি পণ্ডিত॥

শুনি বিপ্র পত্নী আদি আপ্তবর্গ সহে।
লাগিলা করিতে যুক্তি দেখি কে কি কহে
সবে বলিলেন আর কি কার্য্য বিচারে।
সর্ব্বথা এ কর্ম্ম গিয়া করহ সত্বরে॥
তবে রাজ-পণ্ডিত হইয়া হর্ষ-মতি।
বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি॥
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের করে কন্যা দান।
করিব সর্ব্বথা বিপ্র ইথে নাহি আন॥
ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ব বংশের আমার।
তবে হেন সুসম্বন্ধ হইবে কন্যার॥
চল তুমি তথা যাই কহ সর্ব্ব কথা।
আমি পুনী দঢ়াইনু করিব সর্ব্বথা॥
শুনিয়া সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর।
সকল কহিল আসি শচীর গোচর॥
কার্য্য সিদ্ধি শুনি আই সন্তোষ হইলা।
সকল উদ্যোগ তবে করিতে লাগিলা॥
প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্ব শিষ্যগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ মন॥
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়।
মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়॥
মুকুন্দ সঞ্জয় বলে শুন সখা ভাই।
তোমার সকল ভার মোর কিছু নাই॥
বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিঞা সজ্জ এ বিবাহে কিছু নাঞি॥

এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজ-কুমারের মত লোকে দেখে যেন॥
তবে সবে মিলি শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে।
অধিবাস লগ্ন করিলেন হর্ষ মনে॥
বড় বড় তন্দ্রাতপ সব টাঙ্গাইয়া।
চতুর্দ্দিগে রুইলেন কদলি আনিয়া॥
পূর্ণ-ঘট দীপ ধান্য দধি আম্র-সার।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য আছয়ে প্রচার॥
সকল একত্রে আনি করি সমুচ্চয়।
সর্ব্ব ভূমি করিলেন আলিপনা-ময়॥
যতেক বৈষ্ণব আর যতেক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন॥
সবারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকালে।
অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে*॥
অপরাহ্ন কাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজনিয়া॥
মৃদঙ্গ সানাই জয়ঢাক করতাল।
নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনি উঠিল বিশাল॥
ভাটগণে করিতে লাগিলা রায়বার।
পতিব্রতা-গণে করে জয় জয় কার॥
প্রিয়-গণে লাগিল করিতে জয়ধ্বনি†॥
মধ্যে আসি বসিলা দ্বিজেন্দ্র কুল-মণি॥

---

*অধিবাস গুয়া পান লইবে বিকালে। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।
†বিপ্রগণে করিতে লাগিলা বেদধ্বনি। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

চতুর্দ্দিগে বসিলেন ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
সবেই হইলা চিত্তে মহা কুতূহলী॥
তবে গন্ধ চন্দন তাম্বুল দিব্য মালা।
ব্রাহ্মণ-গণেরে সবে দিবারে লাগিলা॥
শিরে মালা সর্ব্ব অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
এক বাটা তাম্বুল সে দেন এক জনে॥
বিপ্র-কুল নদীয়া বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায় কত আইসে অবধি না পাই॥
তথি মধ্যে লোভীষ্ঠ অনেক জন আছে।
এক বার লৈয়া পুনঃ আর কাচ কাচে॥
আর বার আসি মহা লোকের গহলে।
চন্দন গুবাক মালা নিয়া নিয়া চলে॥
সবেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে।
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥
সবারে চন্দন মালা দেহ তিন বার।
চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥
এক বার নিয়া যে যে লয় আর বার।
এ আজ্ঞায় তাহারা কৈলেন প্রতিকার॥
পাছে কেহ চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে।
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে॥
বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা।
তিন বার দিলে পূর্ণ হইবে সর্ব্বথা॥
তিনবার পাই সবে হরষিত মন।
শাঠ্য করি আর নাহি লয় কোন জন॥

এই মত মালায় চন্দনে গুয়া পানে।
হইল অনন্ত-ময় কেহ নাহি জানে॥
মনুষ্যে পাইল যত সে থাকুক দূরে।
পৃথিবীতে পড়িল কত দিতে মনুষ্যেরে॥
সেই যদি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয়।
তাহাতেই তার পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয়॥
সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সবে বলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥
লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে॥
এমত চন্দন মালা দিব্য গুয়া পান।
অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান॥
তবে রাজ-পণ্ডিত আনন্দ চিত্ত হইয়া।
আইলেন অধিবাস সামগ্রী লইয়া॥
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ সঙ্গে।
বহু বিধ বাদ্য নৃত্য গীত মহা রঙ্গে॥
বেদ বিধি পূর্ব্বকে পরম হর্ষ মনে।
ঈশ্বরেরে গন্ধ-স্পর্শ কৈলা শুভ ক্ষণে॥
তত ক্ষণে মহা জয় জয় হরি-ধ্বনি
করিতে লাগিলা সবে মহা-স্তুতি-বাণী
পতিব্রতা-গণে দেই জয় জয় কার।
বাদ্য গীতে হৈল মহানন্দ অবতার॥
হেন মতে করি অধিবাস শুভ-কায।
গৃহে চলিলেন সনাতন বিপ্র-রাজ॥

এই মতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্ত-গণে।
লক্ষ্মীর করিলা অধিবাস শুভ-ক্ষণে ॥
আর যত কিছু লোকে লোকাচার বলে।
দোঁহারাই সব করিলেন কুতুহলে ॥
তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি গঙ্গা-স্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি গৌর-চন্দ্র ভগবান ॥
তবে শেষে সর্ব্ব আপ্ত-গণের সহিতে।
বসিলেন নান্দি-মুখ কর্ম্মাদি করিতে ॥
বাদ্য নৃত্য গীতে হৈল মহা কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে জয় জয় উঠিল মঙ্গল ॥
পূর্ণ-ঘট ধান্য দধি দীপ আম্র-সার।
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গণে অপার ॥
চতুর্দ্দিগে নানা-বর্ণে উড়য়ে পতাকা।
কদলী করবী বান্ধিলেন আম্র-পাতা ॥
তবে আই পতিব্রতা-গণ লই সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহা রঙ্গে ॥
আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম হর্ষ মনে।
তবে বাদ্য বাজনে গেলেন ষষ্ঠী স্থানে ॥
ষষ্ঠী-পূজি তবে বন্ধু মন্দিরে মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইল নিজ ঘরে ॥
তবে খই কলা তৈল তাম্বুল সিন্দুরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে ॥
ঈশ্বরের প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সবারে দেন বার পাঁচ সাত ॥

তৈলে স্নান করিলেন সর্ব্ব নারী-গণে।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে জনে॥
এই মত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে।
লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ মনে॥
শ্রীরাজ পণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি মহানন্দে ভাসে॥
সর্ব্ব-বিধি কর্ম্ম করি শ্রীগৌর-সুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর॥
তবে সব ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হইয়া॥
যে যে মত পাত্র যার যে যে যোগ্য দান।
এই মত করিলেন সবার সম্মান॥
মহা-প্রীতে আশীর্ব্বাদ করি বিপ্রগণ।
গৃহে চলিলেন সবে করিতে ভোজন॥
অপরাহ্ণ বেলা আসি লাগিল হইতে।
প্রভুর সবাই বেশ লাগিলা করিতে॥
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ॥
অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন॥
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর।
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর॥
দিব্য সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে॥

ধান্য দূর্ব্বা সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভা মঞ্জরী দর্পণ॥
সুবর্ণ কুণ্ডল দুই শ্রুতি-মূলে দোলে।
নানা রত্ন-হার বান্ধিলেন বাহু-মূলে॥
এই মত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে।
সকল ঘটনা সবে করিলেন রঙ্গে॥
ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখি যত নর নারী।
মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা পাসরি॥
প্রহরেক বেলা আছে হেনই সময়।
সবেই বলেন শুভ করহ বিজয়॥
প্রহরেক সর্ব্ব নবদ্বীপে বেড়াইয়া।
কন্যা ঘরে যাইবেন গোধূলি করিয়া॥
তবে দিব্য দোলা করি বুদ্ধিমন্ত খান।
হরিষে আনিয়া করিলেন উপস্থান॥
বাদ্য গীতে উঠিল পরম কোলাহল।
বিপ্রগণে করে বেদ-ধ্বনি সুমঙ্গল॥
ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার।
সর্ব্ব-দিগে হইল আনন্দ অবতার॥
তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি।
বিপ্রগণে নমস্করি সর্ব্ব মান্য ধরি॥
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্ব্ব দিগে উঠিল মঙ্গল জয় জয়॥
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভ-ধ্বনি বিনা কোন দিগে নাহি আর॥

প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গা-তীরে।
পূর্ণ-চন্দ্র দেখিলেন শিরের উপরে॥
সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।
চলিলা দোসারি হই যত পাটোয়ার॥
নানা বর্ণে পতাকা চলিলা তার পাছে।
বিদূষক সকল চলিলা নানা কাচে॥
নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়॥
জয়-ঢাক বীর-ঢাক মৃদঙ্গ কাহাল।
পটহ দগড় শঙ্খ বংশী করতাল॥
বরগোঁ শিঙ্গা পঞ্চ-শব্দী বাদ্য যত।
কে লিখিবে বাদ্য ভাণ্ড বাজি যায় যত॥
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্য-ভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি যায় দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥
সে মহা কৌতুক দেখি শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান সবে লজ্জা ছাড়ি নাচি যায়॥
প্রথমে আসিয়া গঙ্গা-তীরে কতক্ষণ।
করিলেন নৃত্য গীত আনন্দ বাজন॥
তবে পুষ্প-বৃষ্টি করি গঙ্গা নমস্করি।
ভ্রমেণ কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপ-পুরী॥
দেখি অতি অমানুষী সকল সম্ভার।
সর্ব্ব লোক চিত্তে মহা পায় চমৎকার॥

বড় বড় বিভা দেখিয়াছি লোকে বলে।
এমত বিবাহ নাহি দেখি কোন কালে॥
এই মত স্ত্রী পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া।
আনন্দে ভাসয়ে দেখি সকল নদীয়া॥
সবে যার রূপবতী কন্যা আছে ঘরে।
সেই সব বিপ্র সবে বিমরিষ করে॥
হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাম দিতে।
আপনার ভাগ্য নাই হইবে কি মতে॥
নবদ্বীপ-বাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবার শক্তি যার॥
এই মত রঙ্গে প্রভু নগরে নগরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপ-পুরে॥
গোধূলী সময় আসি প্রবেশ হইতে।
আইলেন রাজ-পণ্ডিতের মন্দিরেতে॥
মহা জয় জয় কার হইল লাগিতে।
দুই বাদ্য ভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে॥
পরম সম্ভ্রমে রাজ-পণ্ডিত আসিয়া।
দোলা হৈতে কোলে করি বসাইল লৈয়া॥
পুষ্প-বৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে কেহ নাহি জানে॥
তবে বরণের সব সামগ্রী আনিয়া।
জামাতারে দিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া॥
পাদ্য অর্ঘ আচমনী বস্ত্র অলঙ্কার।
যথা বিধি দিয়া কৈল বরণ ব্যভার॥

তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে।
মঙ্গল বিধান আসি লাগলিা করিতে॥
ধান্য দূর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে।
আরতি করিলা সপ্ত ঘৃতের প্রদীপে॥
খই কড়ি ফেলি করিলেন জয় কার।
এই মত যত কিছু করি লোকাচার॥
তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
লক্ষ্মী-দেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া॥
তবে হর্ষে প্রভুর সকল আপ্তগণে।
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে॥
তবে মধ্যে অন্তঃপট করি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সাত বার।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার॥
তবে পুষ্প ফেলাফেলি লাগিল হইতে।
দুই বাদ্য ভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে॥
চতুর্দ্দিকে স্ত্রী পুরুষে করে জয় ধ্বনি।
আনন্দে আসিয়া অবতরিলা আপনি॥
আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম সমর্পণে॥
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া॥
তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি।
করিতে লাগিল দুই মহা কুতূহলী॥

ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিত-রূপে।
পুষ্প বৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে॥
আনন্দ বিবাদ লক্ষীগণে প্রভুগণে।
উচ্চ করি বর কন্যা তোলে হর্ষ-মনে॥
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে।
হাসি হাসি প্রভুরে বলয়ে সর্ব্ব-জনে॥
ঈষৎ হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে।
দেখি সর্ব্ব লোক ভাসে পরানন্দ সুখে॥
সহস্র সহস্র মহাতাপ-দীপ জ্বলে।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য কোলাহলে॥
শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা মহা বাদ্য জয়-ধ্বনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ড পশিলেক হেন শুনি॥
হেন মতে শ্রীমুখ চন্দ্রিকা করি রঙ্গে।
বসিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর লক্ষ্মী সঙ্গে॥
তবে রাজ-পণ্ডিত পরম হর্ষ-মনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা সম্প্রদানে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী যথা বিধিমতে।
ক্রিয়া করি লাগিলেন সংকল্প করিতে॥
বিষ্ণু-প্রীতে কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা॥
তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে।
হোম-কর্ম্ম করিতে লাগিল তবে শেষে॥

বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে।
সব করি বর কন্যা ঘরে নিলা পাছে॥
ভোজন করিয়া সুখে রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে॥
সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠির সহিতে।
যে সুখ হইল তাহা কে পারে কহিতে॥
নগ্নজিত জনক ভীষ্মক জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে যে তাহারা হেন হইল ভাগ্যবন্ত॥
সেই ভাগ্যে এবে গোষ্ঠি সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব বিষ্ণু সেবার কারণ॥
তবে রাত্রি প্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব্ব ভুবনের সার॥
অপরাহ্নে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য গীত নৃত্য হইতে লাগিল বিশাল॥
চতুর্দ্দিকে জয় ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণে জয়কার লাগিলেন দিতে॥
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ লাগিল করিতে।
যাত্রা-যোগ্য শ্লোক সবে লাগিলা পড়িতে॥
ঢাক পটহ সানাঞি বরগোঁ করতাল।
অন্যে অন্যে বাদ্য করি বাজায় বিশাল॥
তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্ব মান্য-গণে।
লক্ষ্মী-সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণে॥
হরি হরি বলি সবে করি জয় ধ্বনি।
চলিলেন লয়ে তবে দ্বিজ-কুলমণি॥

পথে যত লোক দেখে চলিয়া আসিতে।
ধন্য ধন্য সবেই প্রশংসে বহু মতে॥
স্ত্রীগণে দেখিয়া বলে এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্ব্বতী॥
কেহ বলে এই হেন বুঝি হর গৌরী।
কেহ বলে হেন বুঝি কমলা শ্রীহরি॥
কেহ বলে হেন বুঝি কামদেব রতি।
কেহ বলে ইন্দ্র শচী লয় মোর মতি॥
কেহ বলে হেন বুঝি রামচন্দ্র সীতা।
এই মত বলে যত সুকৃতি বনিতা॥
হেন ভাগ্যবন্ত স্ত্রী পুরুষ নদীয়ার।
এ সব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি যার॥
লক্ষ্মী নারায়ণের মঙ্গল দৃষ্টি-পাতে।
সুখময় সর্ব্ব লোক হৈল নবদ্বীপে॥
নৃত্য গীত বাদ্য পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম আনন্দে আইলেন সর্ব্ব পথে॥
তবে শুভ-ক্ষণে প্রভু সকল মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী কৃষ্ণ কুতূহলে॥
তবে আই পতিব্রতা-গণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্র-বধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ।
জয়-ধ্বনি-ময় হৈল সকল ভুবন॥
কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য-কথন।
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন॥

যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
সর্ব্ব-পাপে মুক্ত যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাত।
তেঞি তাঁর নাম দয়াময় দীননাথ॥
তবে যত নট ভাট ভিক্ষুক সবারে।
তুষিলেন বস্ত্র ধনে বচনে প্রকারে॥
বিপ্রগণে আপ্তগণে সবারে প্রত্যক্ষে।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে॥
বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥
দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে হেন আছে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে।
সূত্র মাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥
এ সব ঈশ্বর লীলা যে পড়ে যে শুনে।
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র সনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে দ্বিতীয় বিবাহ বর্ণন ত্রয়োদশঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

জয় জয় দীন-বন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় লক্ষ্মী-কান্ত সবার ঈশ্বর॥
জয় জয় ভক্ত-রক্ষা হেতু অবতার।
জয় সর্ব্ব কাল সত্য কীর্ত্তন বিহার॥
ভক্ত-গোষ্ঠি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
আদিখণ্ড কথা অতি অমৃতের ধার।
যহি গৌরাঙ্গের সব মোহন বিহার॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক নবদ্বীপে।
গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন দ্বিজরূপে॥
প্রেম-ভক্তি প্রকাশ নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না করেন ইচ্ছা সে তাঁহার॥
অতি পরমার্থ শূন্য সকল সংসার।
তুচ্ছ রস বিষয়ে সে আদর সবার॥
গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে যে জন।
তাহারাও না বলয়ে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥
হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ।
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন॥
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে।
ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে॥
আমি ব্রহ্ম আমাতেই বসে নিরঞ্জন।
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ॥
সংসারী সকল বলে মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলেন হরি লোক জানাইতে॥

এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া॥
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্ব ভক্তগণ।
সম্ভাষা করেন হেন নাহি কোন জন॥
শূন্য দেখি ভক্তগণ সকল সংসার।
হা কৃষ্ণ বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার॥
হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস।
শুদ্ধ বিষ্ণু-ভক্তি যার বিগ্রহ প্রকাশ॥
এবে শুন হরিদাস ঠাকুরের কথা।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥
বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥
কত দিন থাকিয়া আইলা গঙ্গা-তীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে॥
পাইয়া তাঁহার সঙ্গ আচার্য্য গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাই॥
হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈত-দেব সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ রস-সমুদ্র তরঙ্গে॥
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে॥
বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তি-রসে অনুক্ষণ হয় নানা মূর্ত্তি॥

কখন করেন নৃত্য আপনা আপনি।
কখন করেন মত্ত-সিংহ প্রায় ধ্বনি॥
কখন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট অট্ট মহা-হাস্য হাসেন কখন॥
কখন গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখন মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া॥
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া॥
অশ্রু-পাত রোম-হর্ষ হাস্য মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণ-ভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তার শ্রীবিগ্রহে মিলে॥
হেন সে আনন্দ ধারা তিতে সর্ব্ব অঙ্গ।
অতি পাষণ্ডীও দেখি পায় মহা-রঙ্গ॥
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি।
ব্রহ্মা শিব দেখিয়া হয়েন কুতূহলী॥
ফুলিয়া-গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সকল।
সবেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল॥
সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস।
ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু হরিদাস॥
গঙ্গা স্নান করি নিরবধি হরি নাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্ব স্থান॥
কাজি গিয়া মুল্লুকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেক সকল তাহার বিবরণে॥

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার॥
পাপীর বচন শুনি সেহ পাপ-মতি।
ধরিয়া আনিল তানে অতি শীঘ্র-গতি॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায় কালের নাহি ভয়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চলিলা সেই-ক্ষণে।
মুলুক-পতির আগে দিলা দরশনে॥
হরিদাস ঠাকুরের শুনি আগমন।
হরিষে বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন॥
বড় বড় লোক যত আছে বন্দি-ঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিয়া অন্তরে॥
পরম বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়।
তারে দেখি বন্দি দুঃখ পাইবেক ক্ষয়॥
রক্ষক লোকেরে সবে সাধন করিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ এক-দৃষ্ট হৈয়া॥
আজানু-লম্বিত ভুজ কমল নয়ন।
সর্ব্ব মনোহর মুখ চন্দ্র-অনুপম॥
ভক্তি করি সবে করিলেন নমস্কার।
সবার হইল কৃষ্ণ-ভক্তির বিকার॥
তা সবার ভক্তি দেখি ঠাকুর হরিদাস।
বন্দি সব দেখিয়া হইল কৃপা হাস॥
থাক থাক এখন আছহ যেন রূপে।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥

না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জ্ঞেয় বচন।
বন্দি সব হৈলা কিছু বিষাদিত মন ॥
তবে পাছে কৃপা-যুক্ত হই হরিদাস।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ ॥
আমি তোমা সবারে যে কৈল আশীর্ব্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ ॥
মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখন না করি।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি ॥
এবে কৃষ্ণ-প্রীতে তোমা সবাকার মন।
যেন আছে এই মত থাকু সর্ব্বক্ষণ ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে মেলি করিতে থাকহ অনুক্ষণ ॥
এবে হিংসা নাহি কিছু প্রজার পীড়ন।
কৃষ্ণ বলি কাকুর্ব্বাদ করহ চিন্তন ॥
আর বার গিয়া সে বিষয়ে প্রবর্ত্তিলে।
সবে ইহা পাসরিবে গেলে দুষ্ট মেলে ॥
সেই সব অপরাধ হব পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই শুন কথা সার ॥
বন্দি থাক হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
বিষয় পাসর অহর্নিশ বল হরি ॥
ছলে করিলাম আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ ॥
সর্ব্ব-জীব প্রতি দয়া দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হউক তোমার সবার ॥

চিন্তা নাহি দিন দুই তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিবে এই কহিল তোমারে॥
বিষয়েতে থাক কিবা থাক যথা তথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা॥
বন্দি সকলের করি শুভানুসন্ধান।
আইলেন মুলুকের অধিপতি স্থান॥
অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান॥
আপনে জিজ্ঞাসে তারে মুলুকের পতি।
কেন ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা ছোড় হই তুমি মহা বংশ-জাত॥
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পর-লোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার॥
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার॥
শুনি মায়া মোহিতের বাক্য হরিদাস।
অহো বিষ্ণু-মায়া বলি হৈল মহা হাস॥
বলিতে লাগিল তারে মধুর উত্তর।
শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥

এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র-মতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনী সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহার হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বরে যে হেন।
লওয়াইয়াছে চিত্তে করি আমি তেন॥
হিন্দু-কুলে কেহ হেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম।
আপনেই মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥
মহাশয় এবে তুমি করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার॥
হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন॥
সবে এক পাপী কাজী মুলুক-পতিরে।
বলিতে লাগিলা শাস্তি করহ ইহারে॥
এই দুষ্ট আর দুষ্ট করিব অনেক।
যবন কুলে অমহিমা আনিবেক॥
এতেকে ইহার শাস্তি কর ভাল মতে।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে॥

পুনঃ বলে মুলুকের পতি আরে ভাই।
আপনার শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই॥
অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিলাম পাছে আর লঘু হৈবা কেনে॥
হরিদাস বলেন যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে॥
অপরাধ অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে ইহা জানিহ কেবল॥
খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম॥
শুনিয়া তাহার বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল এবে কি করিবা ইহা প্রতি॥
কাজি বলে বাইশ বাজারে বেড়ি মারি।
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি॥
বাইশ বাজারে মারিলেই যদি জীয়ে।
তবে জানি জ্ঞানি সব সাচা কথা কহে॥
পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে।
এমত মারিবে যেন প্রাণ নাহি রহে॥
যবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে॥
পাপীর বচনে সেহ পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল॥
বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে।
মারেন নির্জ্জীব করি মহা ক্রোধ-মনে॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহে দুঃখ না হয় প্রকাশ॥
দেখি হরিদাস দেহে অত্যন্ত প্রহার।
সুজন সকল দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেহ বলে উচ্ছিষ্ট হইবে সর্ব্ব রাজ্য।
সে নিমিত্তে সুজনেরে করে হেন কার্য্য॥
রাজা উজিরেরে কেহ শাপে ক্রোধ মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে॥
কেহ গিয়া যবন গণের পায়ে ধরে।
কিছু দিব অল্প করি মারহ উহারে॥
তথাপিও দয়া নাহি জন্মে পাপীগণে।
বাজারে বাজারে মারে মহা ক্রোধ মনে॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখ না জন্ময়ে এতেক প্রহারে॥
অসুর প্রহারে যেন প্রহ্লাদ বিগ্রহে।
কোন দুঃখ না পাইল সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এই মত যবনের অশেষ প্রহারে।
দুঃখ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে॥
হরিদাস স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
ছিণ্ডে সেইক্ষণে হরিদাসের কি কথা॥
সবে যে সকল পাপীগণে তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে॥
এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥

এই মত পাপীগণ নগরে নগরে।
প্রহার করয়ে হরিদাস ঠাকুরেরে॥
দৃঢ় করি মারে তারা প্রাণ লইবারে।
মনস্পতি নাহি হরিদাস ঠাকুরেরে॥
বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে॥
মরেও না আর দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা সবেই ভাবে মনে॥
যবন সকল বলে ওহে হরিদাস।
তোমা হৈতে আমা সবার হইবেক নাশ
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজি প্রাণ লইবেক আমা সবাকার॥
হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়।
আমি জীলে তোমা সবার মন্দ যদি হয়।
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।
এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান॥
সর্ব্ব শক্তি-সমন্বিত প্রভু হরিদাস।
হইলেন আবিষ্ট কোথাও নাহি শ্বাস॥
দেখিয়া যবন-গণ বিস্ময় হইলা।
মুলুক-পতির দ্বারে লইয়া ফেলিলা॥
মাটি লঞা দেহ বলে মুলুকের পতি।
কাজি কহে তবেত পাইবে ভাল গতি॥

বড় হই যেন করিলেক নীচ কর্ম্ম।
অতএব ইহারে জুয়ায় সেই ধর্ম্ম॥
মাটি দিলে পরকালে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল যেন তুঃখ পায় চির কাল॥
কাজির বচনে সব ধরিয়া যবনে।
গাঙ্গে ফেলাইতে সবে তোলে গিয়া তানে॥
গাঙ্গে নিতে তোলে যদি যবন সকল।
বসিলেন হরিদাস পরম নিশ্চল॥
ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর হরিদাস।
বিশ্বম্ভর দেহে আসি করিলা প্রকাশ॥
বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে॥
মহা-বল-বন্ত সব চতুর্দ্দিগে ঠেলে।
মহা স্তম্ভ প্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে॥
কৃষ্ণানন্দ সুধাসিন্ধু মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হৈয়াছেন বাহ্য নাহিক প্রকাশ॥
কিবা অন্তরীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়॥
প্রহ্লাদের যে হেন স্মরণ কৃষ্ণ-ভক্তি।
সেই মত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি॥
হরিদাস ঠাকুরের কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়ে॥
রাক্ষসের বন্ধনে যে হেন হনুমান।
ইচ্ছা করি লইলেন ব্রহ্মার শরণ॥

এই মত হরিদাস যবন প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি করিলা স্বীকার॥
অশেষ দুর্গতি হয় যদি যায় প্রাণ।
তথাপিও বদনে না ছাড়ি হরি-নাম॥
অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে॥
সত্য সত্য হরিদাস পূর্ব্ব বিপ্রবর।
চৈতন্য-চন্দ্রের মহা মুখ্য অনুচর॥

* * * *

দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল যবন।
সবার খণ্ডিল হিংসা ভাল হৈল মন॥
পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবন-গণ পাইল নিস্তার॥
কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস।
মুলুক-পতিরে চাহি হৈল মহা-হাস॥
সম্ভ্রমে মুলুক পতি যুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর॥
সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহা-পীর।
এক জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥

---

* * * *

হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গাতে।
ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর ইচ্ছাতে॥
চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়।
তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দ-ময়॥
এই চারি পংক্তি হস্তলিখিত পুস্তকে নাই।

যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে॥
তোমারে দেখিতে মুঞি আইনু এথারে।
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে।
সকল তোমার সম শত্রু মিত্র নাই।
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই॥
চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায়।
গঙ্গা-তীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায়॥
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্ব্বথা॥
হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিলে।
উত্তমের কি দায় যবন দেখি ভুলে॥
এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
পীর জ্ঞান করি যার পায়ে পাছে ধরে॥
যবনেরে কৃপা-দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর হরিদাস॥
উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ সভাতে॥
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ মন॥
হরি ধ্বনি বিপ্রগণ লাগিল করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে॥
অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার॥

আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে॥
স্থির হই ক্ষণেক বসিলা হরিদাস।
বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি চারি পাশ॥
হরিদাস বলেন শুনহ বিপ্রগণ।
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ॥
প্রভু নিন্দা আমি যে শুনিল অপার।
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥
ভাল হৈল ইথে বড় পাইনু সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ॥
কুম্ভিপাক হয় বিষ্ণু নিন্দার শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিল পাপ-কাণে॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার॥
হেন মতে হরিদাস বিপ্রগণ সঙ্গে।
নির্ভয়ে করেন সংকীর্ত্তন মহা রঙ্গে॥
তাহারেও দুঃখ দিল যে সব যবনে।
সবংশে উৎসিষ্ট তারা হৈল কত দিনে॥
তবে হরিদাস গঙ্গা-তীরে গোফা করি।
থাকেন বিরলে অহর্নিশ কৃষ্ণ স্মরি॥
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
মহা-নাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে।
তার জ্বালা প্রাণী মাত্র সহিতে না পারে॥

হরিদাস ঠাকুরেরে সম্ভাষ করিতে।
যতেক আইসে কেহ না পারে রহিতে॥
পরম বিষের জ্বালা সবেই পায়েন।
হরিদাস পুনী ইহা কিছু না জানেন॥
বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব্ব বিপ্রগণে।
হরিদাস আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে॥
সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহা বৈদ্যগণ।
তারা আসি জানিলেক সর্পের কারণ॥
বৈদ্য বলিলেক এই গোফার তলায়।
মহা এক নাগ আছে তাহার জ্বালায়॥
রহিতে না পারে কেহ কহিল নিশ্চয়।
হরিদাস সত্বরে চলুক অন্যাশ্রয়॥
সর্পের সহিত বাস কভু যুক্তি নয়।
চল সবে কহি গিয়া তাহার আশ্রয়॥
তবে সবে আসি হরিদাস ঠাকুরেরে।
কহিল বৃত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে॥
মহা নাগ বসে এই গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহ রহিতে না পারে॥
অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়।
অন্য স্থানে আসি তুমি করহ আশ্রয়॥
হরিদাস বলেন অনেক দিন আছি।
কোন জ্বালাবিষ্ট এ গোফায় নাহি বাসী॥
সবে দুঃখ তোমরা যে না পার সহিতে।
এতেক চলিব কালি আমি যে সে ভিতে

সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তিঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়॥
তবে আমি কালি ছাড়ি যাইব সর্ব্বথা।
চিন্তা নাহি তোমরা বলহ কৃষ্ণ-গাথা॥
এই মত কৃষ্ণ-কথা মঙ্গল কীর্ত্তনে।
থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে॥
হরিদাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন।
মহানাগ স্থান ছাড়িলেন সেইক্ষণ॥
গর্ত্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।
সবেই দেখেন চলিলেন অন্য দেশে॥
পরম অদ্ভুত সর্প মহা ভয়ঙ্কর।
পীত নীল শুক্ল বর্ণ পরম সুন্দর॥
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক উপরে।
দেখি ভয়ে বিপ্রগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরে॥
সর্প সে চলিয়া গেল জ্বালা নাহি আর।
বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার॥
দেখি হরিদাস ঠাকুরের মহা শক্তি।
বিপ্রগণে জন্মিল বিশেষ তারে ভক্তি॥
হরিদাস ঠাকুরের এ কোন প্রভাব।
যার বাক্য মাত্র স্থান ছাড়িলেক নাগ॥
যার দৃষ্টি মাত্র ছাড়ে অবিদ্যা বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন॥
আর এক শুন তান অদ্ভুত আখ্যান।
নাগরাজে যে মহিমা কহিল তাহান॥

এক দিন বড় এক লোকের মন্দিরে।
সর্প-ক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা গীত তার মন্ত্র ঘোরে।
ডঙ্ক বেড়ি সবেই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে॥
দৈব গতি তথায় আইলা হরিদাস।
ডঙ্ক নৃত্য দেখেন হইয়া এক পাশ॥
মনুষ্য শরীরে নাগ-রাজ মন্ত্র বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে॥
কালিদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্য উচ্চ স্বরে॥
শুনি নিজ প্রভুর মহিমা হরিদাস।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই কোথা নাহি শ্বাস॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিয়া হুঙ্কার।
আনন্দে লাগিলা নৃত্য করিতে অপার॥
হরিদাস ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।
এক ভিত হই ডঙ্ক রহিলেন গিয়া॥
গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক অশ্রু কম্পের প্রকাশ॥
রোদন করেন হরিদাস মহাশয়।
শুনিয়া প্রভুর গুণ হৈলা তন্ময়॥
হরিদাসে বেড়ি সবে গায়েন হরিষে।
যোড় হস্তে রহি ডঙ্ক দেখে এক পাশে॥
ক্ষণেক রহিল হরিদাসের আবেশ।
পুনঃ আসি ডঙ্ক নৃত্যে করিলা প্রবেশ॥

হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
সবেই হইলা অতি আনন্দ বিশেষ॥
যেখানে পড়য়ে তাঁর চরণের ধূলি।
সবেই লেপেন অঙ্গে হই কুতূহলী॥
আর এক ঢঙ্গ বিপ্র থাকি সেই ক্ষণে।
মুঞিও নাচিমু আজি গণে মনে মনে॥
বুঝিলাম নাচিলেই অবোধ বর্ব্বরে।
অল্প মনুষ্যেরেও পরম ভক্তি করে॥
এত ভাবি সেই ক্ষণে আছাড় খাইয়া।
পড়িলা যে হেন মহা অচেষ্ট হইয়া॥
যেই মাত্র পড়িলা ডঙ্কের নৃত্য স্থানে।
মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহা ক্রোধ মনে॥
আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেতের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক রক্ষা নাহি আর॥
বেতের প্রহারে দ্বিজ জর্জ্জর হইয়া।
বাপ বাপ বলি শেষে গেল পলাইয়া॥
তবে ডঙ্ক নিজ সুখে নাচিলা বিস্তর।
সবার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তর॥
যোড়-হস্তে সবে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক স্থানে।
কহ দেখি এ বিপ্রেরে মারিলে বা কেনে॥
হরিদাস নাচিতে বা যোড় হস্ত কেনে।
রহিলা এ সব কথা কহত আপনে॥
তবে সেই ডঙ্ক মুখে বিষ্ণু-ভক্ত নাগ।
কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব॥

তোমরা যে জিজ্ঞাসিলে এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য তবু কহিব অবশ্য॥
হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ॥
তাহা দেখি ও ব্রাহ্মণ রহস্য করিয়া।
পড়িলা আশ্চর্য্য বুদ্ধে আছাড় খাইয়া॥
আমার কি নৃত্য সুখ ভঙ্গ করিবারে।
তাহার আশ্চর্য্য কোন জনে শক্তি ধরে॥
হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করিবারে।
অতএব শাস্তি বহু করিল উহারে॥
বড়-লোক করি লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণ-ভক্তি পাই॥
এই যে দেখিলা নাচিলেন হরিদাস।
ও নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব বন্ধ হয় নাশ॥
হরিদাস নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও নৃত্য দর্শনে॥
উহার যে যোগ্য পদ হরিদাস নাম।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান॥
সর্ব্ব-ভূত বৎসল সবার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি জন্ম অবতরি॥
উঁহি সে নিরপরাধ বিষ্ণু বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে॥